হারানো সুন্নাহ

মূল : শাইখ ড. মুতলাক আল-জাসির হাফিজাহুল্লাহ

অ্যাসোসিয়েট প্রফেসর, কম্পেরাটিভ ফিকহ অ্যান্ড ইসলামিক পলিটিক্স, কুয়েত ইউনিভার্সিটি।

[অনুবাদ, টীকা-সংযোজন ও পরিশীলন]

মুহাম্মাদ আব্দুল্লাহ মৃধা

হারানো সুন্নাহ

প্রকাশকাল : ১২ই জুমাদাস সানি, ১৪৪৫ হি. মোতাবেক ২৫শে ডিসেম্বর, ২০২৩ খ্রি.।

অনলাইন প্রকাশক : সালাফী: 'আক্বীদাহ্ ও মানহাজে।

ওয়েবসাইট :

ফেসবুক পেজ : www.facebook.com/SunniSalafiAthari.

টেলিগ্রাম চ্যানেল : https://t.me/SunniSalafiAthari.

অনুবাদকের নজরানা

মহান আল্লাহর ইচ্ছায় যাঁদের তরবিয়তে নববি সুন্নাহর প্রতি আমাদের ভালোবাসা জন্মেছিল শৈশবেই — আমার কলিজার টুকরা আব্বু ও আম্মুকে। রব্বিরহামহুমা কামা রব্বায়ানি সগিরা।

❝

‘মানুষ আমল করা ছেড়ে দিয়েছে’ এমন মৃত সুন্নাহ যে ব্যক্তি পুনর্জীবিত করে, তাকে সেই সুন্নাহ পালনের সওয়াব দেওয়া হয় এবং পরবর্তীতে যত মানুষ সেই সুন্নাহ পালন করে, তাদের সমপরিমাণ সওয়াবও দেওয়া হয়।

— ইমাম ইবনু উসাইমিন রাহিমাহুল্লাহ।

সূত্র : শারহু রিয়াদিস সালিহিন, খ. ২, পৃ. ৩৪৫।

সূচিপত্র

بسم الله الرحمن الرحيم

অনুবাদকের নিগদ

একদিন সকালে প্রিয় নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর সাহাবিদের নিয়ে বসে ছিলেন। হঠাৎ তাঁর কাছে কিছু লোক আসলেন। আভরণীয় অঙ্গ ঢাকার মতো যৎসামান্য পোশাক ছাড়া তাঁদের পরনে কোনো কাপড় ছিল না, পশমের চাদর কেটে তাতে মাথা ঢুকিয়ে গায়ে দিয়েছিলেন তাঁরা; আর তাঁদের গর্দানে ঝুলানো ছিল তরবারি।

তাঁদের এমন দরিদ্রতা দেখে নবিজির চেহারা বিবর্ণ হয়ে গেল। তিনি নামাজ পড়ে লোকদের উদ্দেশে ভাষণ দিলেন। তিনি কুরআন থেকে কয়েকটি আয়াত পাঠ করে বললেন, "প্রত্যেক ব্যক্তি যেন নিজ দিনার-দিরহাম (সোনা-রূপার মুদ্রা) ও কাপড় থেকে এবং নিজের কাছে থাকা এক *সা* [1] পরিমাণ গম ও এক *সা* পরিমাণ

[1] *'সা'* একটি কাঠাবিশেষ, যা গম বা চাল দিয়ে ভর্তি করতে সোয়া দুই কেজি থেকে তিন কেজি গম বা চাল লাগে। এটার নির্দিষ্ট পরিমাণ নিয়ে মতভেদ আছে।

খেজুর থেকে দান করে।” এমনকি তিনি বলেন, “একটি খেজুরের অর্ধেক হলেও যেন দান করে।”

বক্তব্য শেষ হতেই আনসার সম্প্রদায়ের এক সাহাবি সোনা বা চাঁদির একটি থলে নিয়ে আসলেন; সেখানে এত বেশি পরিমাণ মুদ্রা ছিল যে, তাঁর হাতের তালু তা ধরে রাখতে পারছিল না। এ দেখে অপরাপর সাহাবি একের পর এক দান আনতে আরম্ভ করেন। এমনকি সবগুলো দান খাদ্যসামগ্রী ও কাপড়ের দুটি স্তূপে পরিণত হয়। তা দেখে আনন্দে নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের চেহারা স্বর্ণের মতো ঝলমল করে ওঠে।

তখন প্রিয় নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এমন কথা বলেন, যা প্রত্যেক মুমিনের জন্য অত্যন্ত আনন্দদায়ক ও খুশির সংবাদ। তিনি বলেন, “যে ব্যক্তি ইসলামের মধ্যে কোনো ভালো সুন্নাহ চালু করে এবং পরবর্তীতে সে অনুসারে আমল করা হয়, তাহলে আমলকারীর প্রতিদানের সমান প্রতিদান উক্ত ব্যক্তির জন্য লিখিত হবে; এতে তাদের প্রতিদানে কোনো কমতি করা হবে না। আর যে ব্যক্তি ইসলামে কোনো খারাপ রীতি চালু করে এবং তারপরে সে অনুযায়ী আমল করা হয়, তাহলে ঐ আমলকারীর গুনাহর সমান গুনাহ তার জন্য লিখিত হবে; এতে তাদের পাপে সামান্যতমও কমতি করা হবে না।”[2]

---

[2] আবুল হুসাইন মুসলিম বিন হাজ্জাজ আল-কুশাইরি আন-নাইসাবুরি, ***আল-জামি আস-সহিহ***, তাহকিক : আহমাদ বিন রিফআত, মুহাম্মাদ ইজ্জাত বিন উসমান ও মুহাম্মাদ শুকরি বিন হাসান, পরিশীলন : মুহাম্মাদ জুহাইর আন-নাসির (বৈরুত : দারু তাওকিন নাজাত, তুরস্কের দারুত তাবাআতিল আমিরায়

ইমাম ইবনু উসাইমিন রাহিমাহুল্লাহ (মৃ. ১৪২১ হি.) *'ভালো সুন্নাহ চালু করার'* ব্যাখ্যা দিতে যেয়ে বলেছেন, "এর মানে যে ব্যক্তি কোনো সুন্নাহর ওপর আমল শুরু করে (সে হাদিসে বর্ণিত প্রতিদান পাবে)।"[3] তিনি আরও বলেছেন, "মানুষ আমল করা ছেড়ে দিয়েছে — এমন মৃত সুন্নাহ যে ব্যক্তি জিন্দা করে, তাকে সেই সুন্নাহ পালনের সওয়াব দেওয়া হয় এবং পরবর্তীতে যত মানুষ সেই সুন্নাহ পালন করে, তাদের সমপরিমাণ সওয়াবও দেওয়া হয়।"[4]

শাইখ ইবনু উসাইমিন উল্লেখ করেছেন, সওয়াবের উদ্দেশ্যে পালন করা হয় এমন সুন্নাহ বা রীতি তিন ধরনের : **(১)** মন্দ সুন্নাহ তথা সওয়াবের উদ্দেশ্যে আবিষ্কৃত আমল, কুরআন-সুন্নাহয় যার কোনো অস্তিত্ব নেই; **(২)** এমন ভালো সুন্নাহ, যার ওপর আমল নেই মানুষের, এই সুন্নাহ পুনর্জীবিত করলে হাদিসে উল্লিখিত প্রতিদান পাওয়া যাবে; **(৩)** এমন ভালো সুন্নাহ, যার ওপর মানুষের আমল আছে, কিন্তু বিশেষ কোনো পরিস্থিতিতে কোনো একজন ব্যক্তি সর্বপ্রথম সেই সুন্নাহর ওপর আমল করে,

---

মুদ্রিত কপির ওপর ভিত্তি করে শাইখ ফুআদ আব্দুল বাকির সংখ্যায়নে প্রকাশিত, ১ম প্রকাশ, ১৪৩৩ হি.), সহিহ মুসলিম, কিতাবুজ জাকাত, অধ্যায় নং : ১৩, পরিচ্ছেদ নং : ২০, খ. ৩, পৃ. ৮৬, হা. ১০১৭।

[3] মুহাম্মাদ বিন সালিহ আল-উসাইমিন, ***শারহু রিয়াদিস সালিহিন*** (রিয়াদ : দারুল ওয়াতান, প্রকাশের ক্রমধারাবিহীন, ১৪২৬ হি.), খ. ২, পৃ. ৩৪৪।

[4] ইবনু উসাইমিন, ***শারহু রিয়াদিস সালিহিন***, খ. ২, পৃ. ৩৪৫।

তাকে দেখে অন্যরাও সেটার আমল শুরু করে। এই তৃতীয় শ্রেণির ব্যক্তিও সোনা বা চাঁদির থলে নিয়ে আসা সাহাবির মতো হাদিসে উল্লিখিত প্রতিদান পাবেন।[5]

সুন্নাহকে পুনর্জীবিত করতে হলে আলোচ্য হাদিসে সুন্নাহ বলতে কী বোঝানো হয়েছে এবং সুন্নাহকে জিন্দা করার মর্মার্থই বা কী, তা জানা জরুরি। বিখ্যাত হাদিসবেত্তা ও ভাষ্যকার আল্লামা তিবি রাহিমাহুল্লাহ (মৃ. ৭৪৩ হি.) বলেছেন :

> রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দিনের যেসব বিধিবিধান সাব্যস্ত করে গেছেন, সেগুলোর সবই সুন্নাহ। এটা ফরজ ইবাদতও হতে পারে; যেমন জাকাতুল ফিতর আদায় করা। আবার ফরজ-নয় এমন ইবাদতও হতে পারে; যেমন ইদের নামাজ পড়া, জামাতে নামাজ আদায় করা, নামাজের বাইরে কুরআন পড়া, (নফল) ইলম অর্জন করা প্রভৃতি। **আর সুন্নাহকে পুনর্জীবিত করার অর্থ :** সুন্নাহ অনুযায়ী আমল করা, লোকদেরকে সুন্নাহপালনে অনুপ্রাণিত করা এবং সুন্নাহ-প্রতিষ্ঠায় মানুষদের উৎসাহ দেওয়া।[6]

মানুষ যেসব সুন্নাহর ওপর আমল করা ছেড়ে দিয়েছে, যুগে যুগে সুন্নাহপন্থি উলামাগণ সেসবের প্রতি গুরুত্বারোপ করেছেন এবং সেসব নিয়ে বইপুস্তক রচনা করেছেন। তারই ধারাবাহিকতায় কুয়েতের বিশিষ্ট বিদ্বান, *কুয়েত ইউনিভার্সিটির* কম্পেরাটিভ ফিকহ ডিপার্টমেন্টের অ্যাসোসিয়েট প্রফেসর, শাইখ ড. মুতলাক আল-জাসির হাফিজাহুল্লাহ *'সুনানুম মাহজুরা'* নামে একটি আরবি কিতাব রচনা করেন। সংশ্লিষ্ট বিষয়ে কিতাবটি অত্যন্ত তথ্যবহুল ও প্রমাণসমৃদ্ধ হওয়ায় আমরা

---

[5] ইবনু উসাইমিন, ***শারহু রিয়াদিস সালিহিন***, খ. ২, পৃ. ৩৪৪-৩৪৫।

[6] শারফুদ্দিন হুসাইন বিন আব্দুল্লাহ আত-তিবি, ***আল-কাশিফ আন হাকায়িকিস সুনান***, তাহকিক : আব্দুল মাজিদ হিনদাউয়ি (মক্কা ও রিয়াদ : মাকতাবাতু নিজার মুস্তাফা আল-বাজ, ১ম প্রকাশ, ১৪১৭ হি./১৯৯৭ খ্রি.), খ. ২, পৃ. ৬৩৭।

শাইখের সাথে যোগাযোগ করে তাঁর অনুমতি নিয়ে কিতাবটি অনুবাদ করেছি। অনূদিত বইয়ের বাংলা শিরোনাম দিয়েছি— *হারানো সুন্নাহ।* শাইখ হাফিজাহুল্লাহ এখানে *'ফরজ-নয়'* এমন সুন্নাহগুলো নিয়ে আলোচনা করেছেন। বইটি প্রধানত তিনভাগে বিভক্ত। প্রথমভাগে পবিত্রতা-বিষয়ক সুন্নাহ নিয়ে, দ্বিতীয়ভাগে নামাজ-সংক্রান্ত সুন্নাহ নিয়ে এবং তৃতীয়ভাগে বিভিন্ন বিষয়ের সুন্নাহ নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। আলোচনাকে আরও সমৃদ্ধ ও বোধগম্য করার জন্য আমরা বইটিতে বেশকিছু গুরুত্বপূর্ণ কাজ করেছি, সংক্ষেপে সেগুলোর বিবরণ দিয়ে দিচ্ছি।

বক্ষ্যমাণ কিতাবে আমাদের কাজগুলোর বিবরণ :

১. শাইখ যেসব উদ্ধৃতির রেফারেন্স দেননি, সেগুলোর যথাযথ রেফারেন্স সংযোজন করেছি।

২. পারতপক্ষে সকল উদ্ধৃতির আরবি টেক্সট উল্লেখ করেছি এবং তাতে হরকত দিয়েছি।

৩. লেখক সবগুলো হাদিসের তাহকিক বা বর্ণনাগত মান উল্লেখ না করলেও আমাদের সাধ্য মোতাবেক সকল হাদিসের তাহকিক উম্মতের গ্রহণযোগ্য মুহাক্কিক বিদ্বানদের আলোচনা থেকে রেফারেন্স-সহ পেশ করেছি।

৪. বইয়ের আলোচনাকে আরও স্পষ্ট করার জন্য এবং মতভেদপূর্ণ বিষয়ে ভিন্নমত জানিয়ে দেওয়ার জন্য অনেকগুলো গুরুত্বপূর্ণ টীকা সংযোজন করেছি।

৫. বইয়ের পরিশিষ্টে একটি গবেষণামূলক প্রবন্ধ সংযুক্ত করেছি। **প্রবন্ধের শিরোনাম :** *'আল্লাহ নবির জন্য সলাত ধার্য করেন বা দরুদ বর্ষণ করেন' কথাটির অর্থ নিরূপণ।*

৬. বইয়ের শুরুতে লেখকের সংক্ষিপ্ত জীবনচরিত লিখে দিয়েছি।

৭. আমাদের কাজে যেসব উৎসগ্রন্থ ও সোর্স থেকে রেফারেন্স দিয়েছি, সেগুলোর তালিকা বইয়ের শেষে *বিব্লিয়োগ্রাফি* তথা *প্রমাণপঞ্জি* হিসেবে যুক্ত করে দিয়েছি, যাতে করে আগ্রহী পাঠকগণ তা থেকে উপকৃত হতে পারেন।

পরিশেষে, যাবতীয় প্রশংসা আল্লাহর জন্যই নিবেদন করে তাঁর সকল নান্দনিক নাম ও সুউন্নত গুণরাজির অসিলায় তাঁর কাছেই চাইছি, তিনি যেন তাঁর এই তুচ্ছ বান্দার ক্ষুদ্র আমলটুকু কবুল করে নেন, এর মাধ্যমে তার গুনাহরাশি ক্ষমা করে দেন, বইটির মাধ্যমে মুসলিম ভাই ও বোনদের ব্যাপক উপকার সাধন করেন; আর লেখক, অনুবাদক, প্রকাশক, প্রচারক, পাঠক নির্বিশেষে এই কিতাব-সংশ্লিষ্ট সবাইকে উত্তম থেকে উত্তমতর পারিতোষিক দিয়ে ধন্য করেন। আমিন, ইয়া রব্বাল আলামিন।

আল্লাহর ক্ষমাভিখারী বান্দা—
মুহাম্মাদ আব্দুল্লাহ মৃধা

লেখক পরিচিতি

বিশিষ্ট ফিকহবিশারদ শাইখ ড. মুতলাক বিন জাসির বিন মুতলাক বিন ফারিস আল-জাসির হাফিজাহুল্লাহ ১৪০৩ হিজরি মোতাবেক ১৯৮৩ খ্রিষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। **তাঁর জাতীয়তা :** কুয়েতি। তিনি *কুয়েত ইউনিভার্সিটির* 'শরিয়া অনুষদ' থেকে যথাক্রমে ২০০৫, ২০০৮ ও ২০১৪ খ্রিষ্টাব্দে অনার্স, মাস্টার্স ও পিএইচডি ডিগ্রি লাভ করেন। তিনি ইসলামি শরিয়তের ওপর মাস্টার্স এবং ইসলামি অর্থনীতির ওপর পিএইচডি করেছেন। **অ্যাকাডেমিক পড়াশোনার বাইরে তিনি অনেক বিদগ্ধ শাইখের কাছে পড়ে ইলম হাসিল করেছেন; তাঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন :** শাইখুল হানাবিলা ইমাম আব্দুল্লাহ বিন আব্দুল আজিজ আল-আকিল রাহিমাহুল্লাহ, আল্লামা সাদ বিন নাসির আশ-শাসরি হাফিজাহুল্লাহ, শাইখ আব্দুল্লাহ বিন সালিহ আল-ফাওজান হাফিজাহুল্লাহ, শাইখ আদনান বিন সালিম আন-নাহহাম হাফিজাহুল্লাহ, শাইখ খালিদ আল-মুশাইকিহ হাফিজাহুল্লাহ, আল্লামা মুহাম্মাদ আল-মুখতার বিন মুহাম্মাদ আল-আমিন আশ-শানকিতি রাহিমাহুল্লাহ, শাইখ আব্দুল্লাহ বিন মুহাম্মাদ আল-আমিন আশ-শানকিতি হাফিজাহুল্লাহ প্রমুখ।

কর্মজীবনে তিনি কুয়েতের *মিনিস্ট্রি অফ আওকাফ অ্যান্ড ইসলামিক অ্যাফেয়ার্সের* একজন ইমাম ও খতিব। এছাড়াও তিনি কুয়েত ইউনিভার্সিটির শরিয়া অনুষদের অধীন *'তুলনামূলক ফিকহ ও শরয়ি রাজনীতি'* বিভাগের সম্মাননীয় অ্যাসোসিয়েট প্রফেসর এবং *'জামইয়্যাতু মুরতাকা আল-ইলমিয়্যা'* নামক সংস্থার পরিচালনা পর্ষদের প্রধান হিসেবেও কর্মরত আছেন।

বিভিন্ন বিষয়ে তিনি বেশকিছু তথ্যসমৃদ্ধ গ্রন্থ রচনা করেছেন; সেসবের মধ্যে উল্লেখযোগ্য কয়েকটি রচনা হলো— নাজারিয়্যাতু তাগাইয়্যুরিল ফাতওয়া ওয়া তাতবিকাতুহা ফি ফিকহিস সাইরাফাতিল ইসলামিয়্যা, আল-মাদখাল ইলাল মুআমালাতিল মালিয়্যাতিল ইসলামিয়্যাতিল মুআসিরা, ফুসুলুন মুখতাসারা ফি ফিকহিল মুআমালাতিল মালিয়্যাতিল মুআসিরা (ড. আদনান মোল্লার সাথে মিলে রচিত), আন-নুকুদ ওয়াল মাসারিফ ফিশ শারিয়াতিল ইসলামিয়্যা, সুনানুম মাহজুরা (*হারানো সুন্নাহ*), কাইফা ইয়াকুনুদ দুআউ মুস্তাজাবা, জাদুল মুসলিম মিনাল ইলমিন নাফি, আল-হাশিয়াতুল হাম্বালিয়্যা আলাল ওয়ারাকাত, তিরইয়াক।

তিনি বেশকিছু গুরুত্বপূর্ণ কিতাবের তাহকিক করেছেন; সেসবের মধ্যে উল্লেখযোগ্য কয়েকটি হলো— উমদাতুত তালিব লি নাইলিল মাআরিব, আত-তাজকিরা ফি উলুমিল হাদিস, আত-তুহফাতুজ জাইনিয়্যা শারহুল বাইকুনিয়্যা, শারহু মানজুমাতি গারামি সহিহ ফি মুসতালাহিল হাদিস, নাহজুর রশাদ ফি নাজমিল

ইতিকাদ, নাজমু আকিদাতি আহলিল আসার, আল-ওয়ারাকাত, নাজমুল কাওয়ায়িদিল ফিকহিয়্যা।[7]

[7] **বিস্তারিত দ্রষ্টব্য :** মুতলাক আল-জাসির, ***“আস-সিরাতুজ জাতিয়্যা”***, ড. মুতলাক ডট কম, তথ্যসংগ্রহের তারিখ : ২০শে ডিসেম্বর, ২০২৩ খ্রি., http://tinyurl.com/h6yz2we6; ***“মুতলাক আল-জাসির”***, উইকিপিডিয়া, সর্বশেষ সংশোধনী : ২রা ডিসেম্বর, ২০২৩ খ্রি., http://tinyurl.com/4b8u9y56।

সূত্রপাত

যাবতীয় প্রশংসা জগৎসমূহের প্রতিপালক আল্লাহর জন্যই নিবেদিত। *‘রহমাতুল্লিল আলামিন’* তথা *‘জগৎকুলের জন্য রহমত’* হিসেবে প্রেরিত রসুল আমাদের নবি মুহাম্মাদ, তাঁর অনুসারীবৃন্দ ও সমুদয় সাহাবির জন্য ধার্য হোক সালাত ও সালাম। পর সমাচার এই যে, এটি বক্ষ্যমাণ পুস্তিকার দ্বিতীয় সংস্করণ। এটার পরিমার্জনা ও এর মধ্যে থাকা মুদ্রণপ্রমাদের সংশোধন করার পরে এবং এতে নতুনভাবে কিছু আলোচনা যুক্ত করা ও পুনর্বিন্যাস সম্পন্ন করার পরে এ অবস্থায় পৌঁছেছে এই পুস্তিকা। আমি পুস্তিকাটিকে তিনটি অধ্যায়ে বিন্যস্ত করেছি।

১ম অধ্যায়: পবিত্রতা বিষয়ক সুন্নাহসমগ্র

২য় অধ্যায়: নামাজের সুন্নাহসমূহ

৩য় অধ্যায়: বিভিন্ন বিষয়ের সুন্নাহসমগ্র

প্রকাশনা সংস্থা *‘দারুল জাদিদিন নাফি’*–র ভাইয়েরা এই পুস্তিকা প্রকাশ করতে আগ্রহী হয়েছেন। আল্লাহ তাঁদেরকে বিপুল পারিতোষিক, সৎকাজের তৌফিক এবং ক্ষমা ও মার্জনা প্রদান করুন। মহানুভব ও মহীয়ান আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করছি, তিনি যেন আমাদেরকে তাদের অন্তর্ভুক্ত করেন, যারা মুস্তফা

সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও তাঁর মহান সাহাবিদের পদাঙ্ক অনুসরণ করে। কেননা এটা এমন কষ্টিপাথর, যেখানে এসে সুউদ্ভাসিত হয়ে যায়, কে সত্যিকারের নবি-অনুরাগী, আর কে নবি-অনুরাগের মিথ্যা দাবিদার। সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। এজন্য কোনো ব্যক্তি যদি সকাল থেকে নিয়ে সন্ধ্যা পর্যন্ত মুস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে ভালোবাসার কথা ঘোষণা দেয়, আর জোরগলায় নবিজির প্রশংসাগাঁথা আওড়ায়, কিন্তু নবিজির আদর্শ ও পদাঙ্ক অনুসরণ না করে, তাহলে তার কর্ম ও আচরণই তার দাবিকে মিথ্যা প্রমাণিত করবে।

কবি বলেছেন :

من يدعي حب النبي ولم يفد ~ من هديه فسفاهة وهراءُ

فالحب أول شرطه وفروضه ~ إن كان صدقاً: طاعةٌ ووفاءُ

"যে নবি-অনুরাগের দাবি করে, অথচ নবির আদর্শ থেকে হয়না উপকৃত, তবে জেনে রেখ, তার এমন দাবি নির্লজ্জতা ও অসার কথা মাত্র।

দাবি যদি সত্য হয়, তবে ভালোবাসার প্রথম শর্ত ও ফরজ দায়িত্বই তো বিশ্বস্ততা ও আনুগত্য।"

সুতরাং, আমরা যেহেতু মুস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতি আমাদের ভালোবাসাকে নিজেদের অন্তরে বাস্তবায়ন করতে চেয়েছি, সেহেতু

আমাদের উচিত হবে, নবিজির সুন্নাহসমগ্র অনুসরণে সবচেয়ে আগ্রহী থাকা; যদিও সেসব সুন্নাহ পরিত্যাগ করেছে অনেক মানুষ।

বস্তুত, আল্লাহই হলেন তৌফিকদাতা ও সুপথপ্রদর্শক। আমাদের নবি মুহাম্মাদ, তাঁর অনুসারীবর্গ ও সাহাবিগণের জন্য আল্লাহ ধার্য করুন সালাত, সালাম ও বরকত।

প্রথম প্রকাশের ভূমিকা

নিশ্চয় সমুদয় প্রশংসা আল্লাহর জন্য নিবেদিত। আমরা তাঁর স্তুতি বর্ণনা করছি, তাঁর সাহায্য চাইছি এবং তাঁর কাছেই ক্ষমা প্রার্থনা করছি। আমাদের আত্মার অনিষ্ট ও মন্দ আমল থেকেও আল্লাহর শরণ যাচ্ঞা করছি। আল্লাহ যাকে সুপথ দেখান, তাকে কেউ বিপথগামী করতে পারে না। আর যাকে বিপথগামী করেন, তাকে কেউ সুপথে আনতে পারে না। আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি, আল্লাহ ছাড়া কোনো সত্য উপাস্য নেই, তিনি এক, তাঁর কোনো শরিক নেই। আমি আরও সাক্ষ্য দিচ্ছি, মুহাম্মাদ তাঁর বান্দা ও রসুল।

অনন্তর মহান আল্লাহ তাঁর রসুলকে প্রেরণ করেছেন হেদায়েত ও সুস্পষ্ট সত্য সহকারে এবং বিশ্বজগৎকে তাঁর অনুগামী হওয়ার নির্দেশ দিয়েছেন। মহান আল্লাহ বলেন,

وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ.

“আর তোমরা আল্লাহর আনুগত্য করো এবং রসুলের আনুগত্য করো।”[8]

---

[8] সুরা মায়িদা : ৯২।

আল্লাহ তায়ালা রসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আনুগত্য করাকে মহান আল্লাহর ভালোবাসা পাওয়ার মাধ্যম বানিয়েছেন। তিনি বলেছেন,

قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ ۗ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ.

"তুমি বল, যদি তোমরা আল্লাহকে ভালোবাস, তাহলে আমার অনুসরণ করো, তাহলে আল্লাহও তোমাদেরকে ভালোবাসবেন এবং তোমাদের অপরাধসমূহ ক্ষমা করবেন; বস্তুত, আল্লাহ অতি ক্ষমাশীল, পরম দয়াময়।"[9]

এজন্য নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আদর্শ হলো সর্বশ্রেষ্ঠ আদর্শ। ইমাম মুসলিম সাহাবি জাবির বিন আব্দুল্লাহ রাদিয়াল্লাহু আনহুমা থেকে হাদিস বর্ণনা করেছেন, নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرُ الْهُدَى هُدَى مُحَمَّدٍ... الحديث

"অতঃপর সর্বোত্তম বাণী আল্লাহর কিতাব এবং সর্বোত্তম আদর্শ মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আদর্শ।"[10]

নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আদর্শ অনুসরণ ও অনুকরণ করাই জান্নাতে প্রবেশের পথ। আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

---

[9] সুরা আলে ইমরান : ৩১।

[10] সহিহ মুসলিম, কিতাবুল জুমুআহ, অধ্যায় নং : ৮, পরিচ্ছেদ নং : ১৩, হা. ৮৬৭।

كُلُّ أُمَّتِي يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ إِلاَّ مَنْ أَبَى قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَمَنْ يَأْبَى قَالَ مَنْ أَطَاعَنِي دَخَلَ الْجَنَّةَ وَمَنْ عَصَانِي فَقَدْ أَبَى.

“আমার সকল উম্মত জান্নাতে প্রবেশ করবে, কিন্তু সে ব্যতীত, যে অস্বীকার করেছে।” সাহাবিগণ বললেন, “কে অস্বীকার করে?” তিনি বললেন, “যে আমার অনুসরণ করবে, সে জান্নাতে প্রবেশ করবে। আর যে আমার অবাধ্য হবে, সে-ই অস্বীকার করেছে বলে বিবেচিত হবে।”[11]

নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মহান সুন্নাহসমগ্র নিয়ে এসেছেন। এমন কোনো কল্যাণকর বিষয় নেই, যার পথনির্দেশনা তিনি তাঁর উম্মতকে দেননি, আবার এমন কোনো অনিষ্টকর বিষয় নেই, যা থেকে তিনি স্বীয় উম্মতকে সতর্ক করেননি। ফলে যে ব্যক্তি নবিজির সুন্নাহ অনুযায়ী আমল করে, সে চতুর্দিক থেকে কল্যাণকে জমা করে নেয় এবং বিশ্বজগতের অধিপতি মহান আল্লাহর ভালোবাসা পেয়ে ধন্য ব্যক্তিতে পরিণত হয়।

কিন্তু দুঃখজনক হলেও সত্য, এতকিছুর পরেও নবিজির এমন কতিপয় সুন্নাহ আছে, যা পরিত্যাক্ত হয়েছে, মানুষজন সেসব সুন্নাহকে আমলে বাস্তবায়ন করে না। হয় এসব সুন্নাহর প্রতি মানুষদের অজ্ঞতার কারণে এমনটি ঘটেছে, আর নয়তো এসব সুন্নাহ বাস্তবায়নে অবহেলা ও অলসতার কারণে ঘটেছে।

---

[11] সহিহুল বুখারি, হা. ৭২৮০।

তাই কিছু নববি সুন্নাহকে পুনর্জীবিত করার কাজে নিজেকে যুক্ত করার ইচ্ছা থেকেই আমি উলামাদের কথামালা ও কিতাবসমগ্র থেকে কতিপয় সুন্নাহর বিবরণ এবং সেসবের দলিল সংকলন করেছি। আমি নিজে আমল করব এবং অন্যরাও আমল করবে, এ আশায় আল্লাহ চাইলে আমি কেবল বিশুদ্ধ হাদিসই উল্লেখ করেছি। যেহেতু নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন :

مَنْ سَنَّ فِي الإِسْلاَمِ سُنَّةً حَسَنَةً فَعُمِلَ بِهَا بَعْدَهُ كُتِبَ لَهُ مِثْلُ أَجْرِ مَنْ عَمِلَ بِهَا وَلاَ يَنْقُصُ مِنْ أُجُورِهِمْ شَىْءٌ وَمَنْ سَنَّ فِي الإِسْلاَمِ سُنَّةً سَيِّئَةً فَعُمِلَ بِهَا بَعْدَهُ كُتِبَ عَلَيْهِ مِثْلُ وِزْرِ مَنْ عَمِلَ بِهَا وَلاَ يَنْقُصُ مِنْ أَوْزَارِهِمْ شَىْءٌ.

যে ব্যক্তি ইসলামের মধ্যে কোনো ভালো সুন্নাহ চালু করে এবং পরবর্তীতে সে অনুসারে আমল করা হয়, তাহলে আমলকারীর প্রতিদানের সমান প্রতিদান উক্ত ব্যক্তির জন্য লিখিত হবে; এতে তাদের প্রতিদানে কোনো কমতি করা হবে না। আর যে ব্যক্তি ইসলামে কোনো খারাপ রীতি চালু করে এবং তারপরে সে অনুযায়ী আমল করা হয়, তাহলে ঐ আমলকারীর গুনাহর সমান গুনাহ তার জন্য লিখিত হবে; এতে তাদের পাপে সামান্যতমও কমতি করা হবে না।[12]

ইমাম শাতিবি রাহিমাহুল্লাহ (এই হাদিস প্রসঙ্গে) বলেন,

ليس المراد بالحديث الاستنان بمعنى الاختراع و إنما المراد العمل بما ثبت من السنة النبوية.

“উক্ত হাদিসে *‘সুন্নাহ চালু করা’* বলে *‘আবিষ্কার করা’* বোঝানো হয়নি। বরং এর মানে নবিজির সুন্নাহ হিসেবে যা সাব্যস্ত হয়েছে, সে অনুযায়ী আমল করা।”[13]

---

[12] সহিহ মুসলিম, কিতাবুল ইলম, অধ্যায় নং : ৪৮, পরিচ্ছেদ নং : ৬, হা. ১০১৭, *জারির বিন আব্দুল্লাহ রাদিয়াল্লাহু আনহুমা থেকে বর্ণিত।*

[13] শাতিবি, ***আল-ইতিসাম***, পৃ. ১৩৭; **আমি (অনুবাদক) বলছি,** “বক্ষ্যমাণ কিতাবের রচয়িতা শাইখ মুতলাক আল-জাসির হাফিজাহুল্লাহ ইমাম শাতিবির বক্তব্য হুবহু উদ্ধৃত করেননি, বরং দীর্ঘ বক্তব্যের সারকথা নিজের ভাষায় ব্যক্ত করেছেন।” **অনুবাদকের টীকা সমাপ্ত।**

উক্ত কথার পক্ষে সাক্ষ্য দেয় নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণিত একটি হাদিস, যেখানে তিনি বলেছেন,

مَنْ أَحْيَا سُنَّةً مِنْ سُنَّتِي قَدْ أُمِيتَتْ بَعْدِي فَإِنَّ لَهُ مِنَ الأَجْرِ مِثْلَ مَنْ عَمِلَ بِهَا مِنْ غَيْرِ أَنْ يَنْقُصَ مِنْ أُجُورِهِمْ شَيْئًا

"যে ব্যক্তি আমার (মৃত্যুর) পরে বিলীন হয়ে যাওয়া আমার কোনো সুন্নাহ জীবিত করে, তার জন্য রয়েছে সেই সুন্নাহর ওপর আমলকারীদের সমপরিমাণ প্রতিদান; এতে তাদের প্রতিদান হতে কোনো কিছুই কমতি করা হবে না।"[14]

অতএব, ভাই আমার, আমল ও দাওয়াতের মাধ্যমে সুন্নাহকে পুনরুজ্জীবিত করতে আগ্রহী হোন; যদিও উক্ত দাওয়াত আপনার হাতে থাকা এই পুস্তিকাটি বিতরণ করার মাধমে সম্পন্ন হয় (তবুও পুস্তিকাটি বিতরণ করে হলেও সুন্নাহ জিন্দা করার মিশনে নিজেকে শামিল করুন)। আর নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এই কথা স্মরণ করুন, যেখানে তিনি বলেছেন,

إِنَّ هَذَا الْخَيْرَ خَزَائِنُ وَلِتِلْكَ الْخَزَائِنِ مَفَاتِيحُ فَطُوبَى لِعَبْدٍ جَعَلَهُ اللَّهُ مِفْتَاحًا لِلْخَيْرِ مِغْلاَقًا لِلشَّرِّ وَوَيْلٌ لِعَبْدٍ جَعَلَهُ اللَّهُ مِفْتَاحًا لِلشَّرِّ مِغْلاَقًا لِلْخَيْرِ.

[14] তিরমিজি, হা. ২৬৭৭, তিরমিজি বলেছেন, 'এটি হাসান সনদের হাদিস'; ইবনু মাজাহ, হা. ২১০; আল-আলবানি হাদিসটিকে *'হিদায়াতুর রুয়াত'* কিতাবে (খ. ১, পৃ. ১৩২) জইফ আখ্যা দিয়েছেন। কিন্তু আলবানি রাহিমাহুল্লাহ ইঙ্গিত করেছেন, এই হাদিসের পরিবর্তে *জারির* বর্ণিত পূর্বোক্ত হাদিসই যথেষ্ট।

“নিশ্চয় এই কল্যাণ কোষাগারস্বরূপ; এবং এই কোষাগারের কিছু চাবি রয়েছে। শুভ পরিণাম সেই বান্দার জন্য, যাকে আল্লাহ্ কল্যাণের দ্বার উন্মোচনকারী ও অকল্যাণের দ্বার রুদ্ধকারী বানিয়েছেন। আর দুর্ভোগ সেই ব্যাক্তির জন্য, যাকে আল্লাহ অকল্যাণের দ্বার উন্মোচনকারী এবং কল্যাণের দ্বার রুদ্ধকারী বানিয়েছেন।”[15]

সুতরাং, ভাই আমার, মানুষদের মাঝে মুস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সুন্নাহ প্রচারের মাধ্যমে আপনি সর্বদা কল্যাণের দ্বার উন্মোচনকারী হয়েই থাকুন।

পরিশেষে, আমি অজস্র কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি আমাদের সম্মাননীয় শাইখ আল্লামাতুল মুহাদ্দিস মুসায়িদ বিন বাশির আল-হাজ আল-হুসাইনির প্রতি, যিনি এই পুস্তিকার বেশিরভাগ অংশ পড়ে অনুগ্রহ করেছেন এবং আমাকে বেশকিছু হারানো সুন্নাহর কথা বলেছেন; যেন সেগুলোও আমি এই পুস্তিকায় লিপিবদ্ধ করি। আল্লাহ তাঁকে সর্বোত্তম পারিতোষিক দিন এবং তাঁর ইলমের মাধ্যমে আমাদের উপ, করুন।

---

[15] ইবনু মাজাহ, হা. ২৩৮; আল্লামা আলবানি *‘জিলালুল জান্নাহ ফি তাখরিজি কিতাবিস সুন্নাহ’* গ্রন্থে (হা. ২৯৬ ও ২৯৮) হাদিসটিকে *হাসান* আখ্যা দিয়েছেন। **আমি (অনুবাদক) বলছি,** “শাইখ আলবানি রাহিমাহুল্লাহ হাদিসটিকে প্রথমে *‘জইফ জিদ্দান’* তথা *‘খুবই দুর্বল’* আখ্যা দিয়েছিলেন *‘দয়িফুল জামি’* (হা. ৬২৫-২০২১), *‘মিশকাত’* (হা. ৫২০৮) ও *‘হিদায়াতুর রুয়াত’* (হা. ৫১৩৬) প্রভৃতি গ্রন্থে। পরবর্তীতে তিনি সিদ্ধান্ত পরিবর্তন করে উক্ত হাদিসকে *সহিহ* আখ্যা দেন *‘সহিহুত তারগিব’* (হা. ৬৬), *‘আস-সহিহা’* (হা. ১৩৩২) ও *‘সহিহ ইবনি মাজাহ’* (হা. ২৩৮ হি.) প্রভৃতি গ্রন্থে। **দ্রষ্টব্য :** মুহাম্মাদ বিন কামাল আস-সুয়ুতি, ***আল-ইলাম বি আখিরি আহকামিল আলবানিয়্যিল ইমাম*** (ফারিসকুর, মিশর : দারু ইবনি রজব, ১ম প্রকাশ, ১৪২৪ হি./২০০৪ খ্রি.), পৃ. ১২২, হা. ১১৮।” **অনুবাদকের টীকা সমাপ্ত।**

এতদ্ব্যতীত, যে ব্যক্তিই এই পুস্তিকা পড়ে তাতে কোনো প্রমাদ বা বিচ্যুতি দেখেন, কিংবা এখানে বলা হয়নি এমন কোনো হারানো সুন্নাহ সম্পর্কে অবগত থাকেন, সে ব্যক্তির কাছেই আমি আশা রাখছি, তিনি যেন আমাকে জানাতে দ্বিধাবোধ না করেন; যাতে করে আল্লাহ চাইলে কিতাবটি সংশোধন করা সম্ভব হয়; আর অবগতকারীর জন্য থাকবে প্রচুর কৃতজ্ঞতা ও অনুপম প্রশংসা।

আমাদের নবি মুহাম্মাদ, তাঁর অনুসারীবর্গ ও সাহাবিগণের জন্য আল্লাহ সালাত ধার্য করুন।

লিখেছেন—

আবু আব্দুল্লাহ মুতলাক বিন জাসির আল-জাসির

রবিবার, ২১/০৪/১৪২৬ হি., মোতাবেক ২৯/০৫/২০০৫ খ্রি.।

কুয়েত — কুরতুবা, টেলিফোন : ৯৯৮৩৫০৯৫ (০০৯৬৫)।

mutlaq09@gmail.com.

অধ্যায় ১

পবিত্রতা-বিষয়ক সুন্নাহসমগ্র

১.১ : প্রথম সুন্নাহ : রোজাদার ছাড়া অন্যদের জন্য ওজুর সময় অবাধে কুলি করা ও নাকে পানি দেওয়া

লাকিত ইবনু সাবিরা রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন,

قُلْتُ يَا رَسُولَ اللهِ أَخْبِرْنِي عَنِ الْوُضُوءِ. قَالَ: أَسْبِغِ الْوُضُوءَ وَخَلِّلْ بَيْنَ الأَصَابِعِ وَبَالِغْ فِي الاِسْتِنْشَاقِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ صَائِمًا.

“আমি বললাম, হে আল্লাহর রসুল, আমাকে অজু সম্পর্কে অবহিত করুন। তখন নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, ‘পরিপূর্ণরূপে অজু করবে, আঙুলসমূহ খিলাল করবে এবং অবাধে নাকে পানি দিবে; তবে রোজাদার অবস্থায় নয়।”[16]

অন্য বর্ণনায় এসেছে, وَبَالِغْ فِي الْمَضْمَضَةِ وَالْاِسْتِنْشَاقِ “অবাধে কুলি করবে এবং নাকে পানি দিবে।”[17]

---

[16] আবু দাউদ, হা. ১৪২; নাসায়ি, হা. ৮৭; ইবনু মাজাহ, হা. ৪০৭; ইবনু খুজাইমা, হা. ১৫০; হাফিজ ইবনু হাজার রাহিমাহুল্লাহ *‘আত-তালখিসুল হাবির’* কিতাবে (খ. ১, পৃ. ১৮৮) এই হাদিসকে সহিহ বলেছেন। **আমি (অনুবাদক) বলছি,** “শাইখ আলবানির মতেও এই হাদিস সহিহ। **দ্রষ্টব্য :** মুহাম্মাদ নাসিরুদ্দিন আল-আলবানি, ***সহিহ সুনানি আবি দাউদ*** (কুয়েত : মুআসসাসাতু গিরাস, ১ম প্রকাশ, ১৪২৩ হি./২০০২ খ্রি.), খ. ১, পৃ. ২৪২, হা. ১৩০।” **অনুবাদকের টীকা সমাপ্ত।**

[17] হাদিসটি বর্ণনা করেছেন আবু বিশর আদ-দুলাবি (মৃ. ৩১০ হি.) একটি ‘জুজ’–এ, যেখানে তিনি সুফইয়ান আস-সাওরি থেকে বর্ণিত হাদিস সংকলন করেছেন। তিনি বলেন, “আমাদের কাছে হাদিস

‘অবাধে কুলি করা’ মানে মুখের ভেতর পানি দিয়ে কুলকুচা করা তথা ইতস্তত সঞ্চালন (gurgling) করা এবং মুখের সর্বত্র পানি পৌঁছানো। আর *‘অবাধে নাকে পানি দেওয়ার’* মানে সজোরে নিঃশ্বাসের সাথে নাকে পানি টেনে নেওয়া।

গুরুত্বপূর্ণ অবগতি :

আধুনিক বিজ্ঞানে প্রমাণিত হয়েছে, মানবদেহের রেসপিরেটরি সিস্টেমের (শ্বসনযন্ত্রের) রোগবালাই, নিউমোনিয়া তথা ফুসফুস-প্রদাহ, বাতজ্বর, প্যারানাসাল সাইনাসাইটিস ও অ্যালার্জিক সাইনাসাইটিস-সহ[18] আরও বহু রোগের প্রতিষেধক হলো— *‘অবাধে নাকে পানি দেওয়া’* তথা *‘সজোর নিঃশ্বাসে নাকে পানি টেনে নেওয়া’*।[19]

বর্ণনা করেছেন মুহাম্মাদ বিন বাশার; তিনি বলেন, আমাদের কাছে হাদিস বর্ণনা করেছেন আব্দুর রহমান বিন মাহদি; তিনি বলেন, আমাদের কাছে হাদিস বর্ণনা করেছেন সুফইয়ান আস-সাওরি, আবু হাশিম ইসমায়িল বিন কাসিরের সূত্রে আসিম বিন লাকিতের মারফতে তাঁর পিতা লাকিত বিন সাবিরা থেকে।” জাইলায়ি *‘নাসবুর রায়াহ’* কিতাবে (খ. ১, পৃ. ১৬) হাদিসটি এনেছেন এবং উল্লেখ করেছেন, ইবনুল কাত্তান হাদিসটিকে *সহিহ* আখ্যা দিয়েছেন।

[18] **অনুবাদকের টীকা :** ইউএস বেইজড ওয়েবসাইট *‘ক্লিভল্যান্ড ক্লিনিক ডট অর্গে’ সাইনাসাইটিসের* পরিচয় প্রসঙ্গে বলা হয়েছে :
Sinusitis is an inflammation of the tissues in your sinuses (spaces in your forehead, cheeks and nose usually filled with air). It causes facial pain, a stuffy or runny nose, and sometimes a fever and other symptoms. It’s usually caused by the common cold, but other viruses, bacteria, fungi and allergies can also cause sinusitis.
আপনার সাইনাসের ভেতরে থাকা টিস্যুগুলোর প্রদাহ বা জ্বালাপোড়াকে *সাইনাসাইটিস* বলে; আর *সাইনাস* হলো আপনার কপাল, গাল ও নাকের ভেতরের প্রকোষ্ঠ, যা সাধারণত বাতাসে পরিপূর্ণ থাকে। *সাইনাসাইটিসের* কারণে মুখে ব্যথা করা, নাক-বন্ধ হয়ে যাওয়া বা নাক থেকে শ্লেষ্মা ঝরা এবং কখনো কখনো জ্বর ও অন্যান্য উপসর্গ দেখা দেয়। সাধারণত, এটা শুধু ঠাণ্ডার কারণেই হয়ে থাকে। তবে বিভিন্ন ভাইরাস, ব্যাকটেরিয়া, ছত্রাক ও অ্যালার্জির কারণেও *সাইনাসাইটিস* হয়।” **দ্রষ্টব্য : *“সাইনাস ইনফেকশন (সাইনাসাইটিস)”*,** ক্লিভল্যান্ড ক্লিনিক ডট অর্গ, তথ্য সংগ্রহের তারিখ : ১২ই ডিসেম্বর, ২০২৩ খ্রি., https://my.clevelandclinic.org/health/diseases/17701-sinusitis। **টীকা সমাপ্ত।**

[19] ***দেখুন :*** নাক-কান-গলা বিশেষজ্ঞ, ডক্টর মাহমুদ আবুল ওয়াফার আর্টিকেল, ***“সহিফাতুল ইকতিসাদিয়্যাতিল ইলিকতুরুনিয়্যা”*** ম্যাগাজিন, সংখ্যা : ৫৪৬১।

আমাদের মহানুভব নবির জন্য আল্লাহ সালাত ও সালাম ধার্য করুন, যিনি আমাদের জন্য কেবল কল্যাণকর ও ফলপ্রসূ বিষয়ের প্রতিই আমাদেরকে পথনির্দেশ করেন এবং আমাদেরকে কেবল অনিষ্টকর ও ক্ষতিকারক বিষয় থেকেই সতর্ক করেন।

১.২ : দ্বিতীয় সুন্নাহ : মিসওয়াক করা এবং যেসব জায়গায় মিসওয়াক করা মুস্তাহাব

মিসওয়াক করা নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সুন্নাহ। নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মিসওয়াক করার আমল ছাড়তেন না। বরং

আর-রফিক আল-আলা–র (সমুচ্চ বন্ধুর) কাছে[20] গমন করার পূর্বে দুনিয়ার জিন্দেগিতে নবিজি সর্বশেষ যে কাজগুলো করেছেন, তার একটি ছিল মিসওয়াক

---

[20] **অনুবাদকের টীকা :** হাদিসে বর্ণিত *'আমাকে আর-রফিক আল-আলা–র সাথে মিলিত করুন'* কথাটিতে *'আর-রফিক আল-আলা'* বলতে কে উদ্দেশ্য, তা নিয়ে উলামাদের মধ্যে মতভেদ রয়েছে।

১ম মত : *আর-রফিক আল-আলা* হলেন স্বয়ং আল্লাহ। হানাফি মুহাদ্দিস আল্লামা আব্দুল হক দেহলভি রাহিমাহুল্লাহ (মৃ. ১০৫২ হি.) এই মতের পক্ষে জোরালো অবস্থান গ্রহণ করেছেন। **দ্রষ্টব্য :** আব্দুল হক বিন সাইফুদ্দিন আদ-দেহলবি আল-হানাফি, ***লুমআতুত তানকিহ ফি শারহি মিশকাতিল মাসাবিহ***, তাহকিক : তাকিউদ্দিন নদভি (দেমাস্ক : দারুন নাওয়াদির, ১ম প্রকাশ, ১৪৩৫ হি./২০১৪ খ্রি.), খ. ৯, পৃ. ৫৩৩।

২য় মত : *আর-রফিক আল-আলা* হলেন আল্লাহর নেয়ামতপ্রাপ্ত নবি, সিদ্দিক (সত্যনিষ্ঠ), শহিদ ও সৎকর্মশীল মুমিন বান্দাগণ। যারা আল্লাহ ও রসুলের আনুগত্য করে, তাদেরকে উল্লিখিত নেয়ামতপ্রাপ্ত বান্দাদের সাথে রাখা হবে, যেই নেয়ামতপ্রাপ্ত বান্দাগণ হলেন উত্তম রফিক (সঙ্গী বা বন্ধু)। আল্লাহ বলেন, وَمَن يُطِعِ ٱللَّهَ وَٱلرَّسُولَ فَأُوْلَـٰٓئِكَ مَعَ ٱلَّذِينَ أَنْعَمَ ٱللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ ٱلنَّبِيِّـۧنَ وَٱلصِّدِّيقِينَ وَٱلشُّهَدَآءِ وَٱلصَّـٰلِحِينَ ۚ وَحَسُنَ أُوْلَـٰٓئِكَ رَفِيقًا "আর যে আল্লাহ ও রসুলের আনুগত্য করে, সে তাদের সঙ্গী হবে, যাদের প্রতি আল্লাহ অনুগ্রহ করেছেন, যারা হলেন নবি, সিদ্দিক, শহিদ ও সৎকর্মশীল বান্দা; আর তারা কতই না উত্তম সঙ্গী!" **দ্রষ্টব্য :** আল-কুরআন, ৪ (সুরা নিসা) : ৬৯। ইমাম ইবনু আব্দিল বার্র রাহিমাহুল্লাহ (মৃ. ৪৬৩ হি.) এই মত ব্যক্ত করেছেন। ইমাম ইবনু কাসির এই মতকে পছন্দ করেছেন। **দ্রষ্টব্য :** আবু উমার ইউসুফ বিন আব্দুল্লাহ ইবনু আব্দিল বার্র আল-কুরতুবি, ***আত-তামহিদ লিমা ফিল মুয়াত্তা মিনাল মাআনি ওয়াল আসানিদ***, তাহকিক : মুস্তাফা আল-আলাউয়ি ও মুহাম্মাদ আব্দুল কাবির আল-বাকরি (মরক্কো : মরক্কোর ধর্মমন্ত্রণালয়, প্রকাশের ক্রমধারাবিহীন, ১৩৮৭ হি.), খ. ২৪, পৃ. ২৬৯; আবুল ফিদা ইসমায়িল বিন উমার ইবনু কাসির আল-কুরাশি আদ-দিমাশকি, ***তাফসিরুল কুরআনিল আজিম***, তাহকিক : মুহাম্মাদ হুসাইন শামসুদ্দিন (বৈরুত : দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যা, ১ম প্রকাশ, ১৪১৯ হি.), খ. ২, পৃ. ৩১০।

৩য় মত : *আর-রফিক আল-আলা* হলেন সুউচ্চ জান্নাতে অবস্থানরত নবিগণ। এটা অধিকাংশ উলামার অভিমত বলে জানিয়েছেন হাফিজ নববি রাহিমাহুল্লাহ (মৃ. ৬৭৬ হি.) এবং তিনি এ মতকেই প্রাধান্য দিয়েছেন। **দ্রষ্টব্য :** আবু জাকারিয়া মুহিউদ্দিন ইয়াহইয়া বিন শারাফ আন-নাবাবি, ***আল-মিনহাজ শারহু সহিহি মুসলিম ইবনিল হাজ্জাজ*** (বৈরুত : দারু ইহইয়ায়িত তুরাসিল আরাবি, ২য় প্রকাশ, ১৩৯২ হি.), খ. ১৫, পৃ. ২০৮।

৪র্থ মত : *আর-রফিক আল-আলা* হলেন ফেরেশতাবর্গ। আশারি বিদ্বান আল্লামা আবুল আব্বাস আল-কুরতুবি রাহিমাহুল্লাহ *সহিহুল বুখারির ভাষ্যে* এই মত ব্যক্ত করেছেন। **দ্রষ্টব্য :** আবুল আব্বাস দিয়াউদ্দিন আহমাদ বিন উমার আল-আনসারি আল-কুরতুবি, ***ইখতিসারু সহিহিল বুখারি ওয়া ওয়া বায়ানু গারিবিহি***, তাহকিক : রিফআত ফাওজি আব্দুল মুত্তালিব (দেমাস্ক : দারুন নাওয়াদির, ১ম প্রকাশ, ১৪৩৫ হি./২০১৪ খ্রি.), খ. ৩, পৃ. ৪১১।

৫ম মত : *আর-রফিক আল-আলা* হলো সঙ্গীদের সাথে মিলিত হওয়ার জায়গা, অর্থাৎ সমুচ্চ জান্নাত। এই মত ব্যক্ত করেছেন ইমাম আবুল কাসিম আল-জাওহারি রাহিমাহুল্লাহ (মৃ. ৩৮১ হি.)। **দ্রষ্টব্য :** আবুল কাসিম আব্দুর রহমান বিন আব্দুল্লাহ আল-জাওহারি আল-মালিকি, ***মুসনাদুল মুয়াত্তা***, তাহকিক : লুতফি আস-সগির ও তহা বিন আলি বুসুরাইহ (বৈরুত : দারুল গরবিল ইসলামি, ১ম প্রকাশ, ১৯৯৭ খ্রি.), পৃ. ৫৮৪।

সার্বিক দলিলপ্রমাণ বিবেচনা করে দ্বিতীয় মতটিই সবচেয়ে অগ্রাধিকারযোগ্য বলে মনে হয়। কলেবর বৃদ্ধি করতে চাইনা বলেই আমরা মতগুলোর দলিলপ্রমাণ নিয়ে পর্যালোচনা করা থেকে বিরত থাকলাম। আর আল্লাহই সবচেয়ে ভালো জানেন। **অনুবাদকের টীকা সমাপ্ত।**

করা। আল-বুখারি তাঁর *‘আস-সহিহ’* গ্রন্থে বর্ণনা করেছেন, মুমিনদের জননী আয়িশা রাদিয়াল্লাহু আনহা বলেন :

دَخَلَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِيْ بَكْرٍ عَلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَأَنَا مُسْنِدَتُهُ إِلَى صَدْرِيْ وَمَعَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ سِوَاكٌ رَطْبٌ يَسْتَنُّ بِهِ فَأَبَدَّهُ رَسُوْلُ اللهِ صلى الله عليه وسلم بَصَرَهُ فَأَخَذْتُ السِّوَاكَ فَقَصَمْتُهُ وَنَفَضْتُهُ وَطَيَّبْتُهُ ثُمَّ دَفَعْتُهُ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَاسْتَنَّ بِهِ فَمَا رَأَيْتُ رَسُوْلَ اللهِ صلى الله عليه وسلم اسْتَنَّ اسْتِنَانًا قَطُّ أَحْسَنَ مِنْهُ فَمَا عَدَا أَنْ فَرَغَ رَسُوْلُ اللهِ صلى الله عليه وسلم رَفَعَ يَدَهُ أَوْ إِصْبَعَهُ ثُمَّ قَالَ فِي الرَّفِيْقِ الْأَعْلَى ثَلَاثًا ثُمَّ قَضَى وَكَانَتْ تَقُوْلُ مَاتَ بَيْنَ حَاقِنَتِيْ وَذَاقِنَتِي.

আব্দুর রহমান বিন আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহুমা নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে এলেন। তখন আমি নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে আমার বুকে হেলান দেওয়া অবস্থায় রেখেছিলাম; আর আব্দুর রহমানের হাতে তরতাজা মিসওয়াকের ডাল ছিল, যা দিয়ে সে দাঁত পরিষ্কার করছিল। তখন রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ করলেন। এ দেখে আমি মিসওয়াকটি নিলাম এবং তা দাঁত দিয়ে চিবিয়ে ও ঘষে নরম করলাম। এরপর তা নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে দিলাম। তখন নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তা দিয়ে দাঁতন করলেন। আমি তাঁকে এর পূর্বে এত সুন্দরভাবে মিসওয়াক করতে কখনও দেখিনি। এ থেকে অবসর হয়েই রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর উভয় হাত কিংবা আঙুল ওপরে ওঠালেন। এরপর তিনবার বললেন, ‘সমুচ্চ বন্ধুর সঙ্গে (আমাকে মিলিত করুন),’ তারপর তিনি ইন্তিকাল করলেন। আয়িশা রাদিয়াল্লাহু আনহা বলতেন, নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমার বুক ও থুতনির মাঝে ইন্তিকাল করেন।[21]

আপনি লক্ষ করুন, কীভাবে মিসওয়াক করার মতো বিষয় মৃত্যুর আগে নবিজির করা সর্বশেষ কাজ হিসেবে সাব্যস্ত হয়েছে। এ থেকে এটাই প্রতীয়মান হয় যে, মিসওয়াক করা মাহাত্ম্যপূর্ণ ও গুরুত্ববহ আমল, নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি

[21] সহিহুল বুখারি, হা. ৪৪৩৮।

ওয়াসাল্লাম মিসওয়াক করতে পছন্দ করতেন। বুখারির এক বর্ণনায় এসেছে, আয়িশা রাদিয়াল্লাহু আনহা বলেছেন,

فَرَأَيْتُهُ يَنْظُرُ إِلَيْهِ وَعَرَفْتُ أَنَّهُ يُحِبُّ السِّوَاكَ فَقُلْتُ آخُذُهُ لَكَ فَأَشَارَ بِرَأْسِهِ أَنْ نَعَمْ.

"আমি লক্ষ করলাম, নবিজি আব্দুর রহমানের দিকে তাকাচ্ছেন। আর আমি জানতাম, নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মিসওয়াক করতে ভালোবাসেন। আমি তখন জিজ্ঞেস করলাম, 'আমি কি আপনার জন্য মিসওয়াকটি নিব?' তিনি মাথা নাড়িয়ে জানালেন, 'হ্যাঁ'।"[22]

আন-নাসায়ি তাঁর *'সুনান'* গ্রন্থে বর্ণনা করেছেন, মুমিনদের আম্মা আয়িশা রাদিয়াল্লাহু আনহা থেকে বর্ণিত, নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

السِّوَاكُ مَطْهَرَةٌ لِلْفَمِ مَرْضَاةٌ لِلرَّبِّ.

"মিসওয়াক মুখের পবিত্রতা অর্জনের মাধ্যম এবং আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের উপায়।"[23]

সকল সময়েই মিসওয়াক করা মুস্তাহাব (সুন্নাতি আমল)। তবে কতিপয় নির্দিষ্ট অবস্থা ও ক্ষেত্রে মিসওয়াক করা *'সুন্নাতি আমল হওয়ার বিষয়টি'* আরও গুরুত্ববহ

---

[22] সহিহুল বুখারি, হা. ৪৪৪৯।

[23] নাসায়ি, হা. ৫; আল-বুখারি দৃঢ়তাব্যঞ্জক শব্দে ও কাটাসনদে হাদিসটি উল্লেখ করেছেন *'সহিহুল বুখারিতে'* (খ. ২, পৃ. ৪০); এই হাদিস সাতজন সাহাবির সূত্রে বর্ণিত হয়েছে, হাদিসটি সহিহ। **আমি (অনুবাদক) বলছি,** "শাইখ আলবানি রাহিমাহুল্লাহ হাদিসটিকে সহিহ আখ্যা দিয়েছেন।" **দ্রষ্টব্য :** মুহাম্মাদ নাসিরুদ্দিন আল-আলবানি, ***সহিহুত তারগিবি ওয়াত তারহিব*** (রিয়াদ : মাকতাবাতুল মাআরিফ, ১ম প্রকাশ, ১৪২১ হি./২০০০ খ্রি.), খ. ১, পৃ. ২০৩, হা. ২০৯। **অনুবাদকের টীকা সমাপ্ত।**

হয়ে ওঠে। যেমন : ঘুম থেকে ওঠার পরে, নামাজের পূর্বমুহূর্তে, অজুর সময়, কুরআন পড়ার আগে, মুখের গন্ধ বা স্বাদ পরিবর্তন হয়ে গেলে, কিংবা দাঁত হলদে হয়ে গেলে।[24] **এছাড়াও আরও কিছু ক্ষেত্র আছে, যেগুলো অনেক মানুষ জানেন না। যেমন :**

১. বাড়িতে প্রবেশের সময়। মুসলিম তাঁর *'সহিহ'* গ্রন্থে বর্ণনা করেছেন, আম্মিজান আয়িশা রাদিয়াল্লাহু আনহা থেকে বর্ণিত,

أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم كَانَ إِذَا دَخَلَ بَيْتَهُ بَدَأَ بِالسِّوَاكِ.

"নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বাড়িতে প্রবেশ করে সর্বপ্রথম মিসওয়াক করতেন।"[25]

২. নামাজের উদ্দেশ্যে বাড়ি থেকে বের হওয়ার সময়। কেননা তাবারানি বর্ণিত হাদিসে এসেছে, জাইদ বিন খালিদ আল-জুহানি রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন,

مَا كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَخْرُجُ مِنْ بَيْتِهِ لِشَيْءٍ مِنَ الصَّلَوَاتِ حَتَّى يَسْتَاكَ.

"রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মিসওয়াক না করা পর্যন্ত তাঁর বাসা থেকে কোনো নামাজের উদ্দেশ্যে বের হতেন না।"[26]

---

[24] **দেখুন :** ইমাম সাফফারিনি, ***বুগইয়াতুন নুসসাক ফি আহকামিস সিওয়াক***, পৃ. ৯০-৯২।

[25] সহিহ মুসলিম, কিতাবুত তাহারাত, অধ্যায় নং : ২, পরিচ্ছেদ নং : ১৫, হা. ২৫৩।

[26] তাবারানি, ***আল-মুজামুল কাবির***, খ. ৫, পৃ. ২৯৩; হাফিজ মুনজিরি রাহিমাহুল্লাহ *'আত-তারগিব ওয়াত তারহিব'* গ্রন্থে (খ. ১, পৃ. ১৬৬) বলেছেন, "তাবারানি হাদিসটি যেই বর্ণনাসূত্রে বর্ণনা করেছেন, তাতে কোনো সমস্যা নেই।" **আরও দেখুন :** বুগইয়াতুন নুসসাক, পৃ. ৬৯। **আমি (অনুবাদক) বলছি**, "শাইখ আলবানি রাহিমাহুল্লাহ হাদিসটিকে জইফ আখ্যা দিয়েছেন। **দ্রষ্টব্য :** মুহাম্মাদ নাসিরুদ্দিন আল-আলবানি,

একটি চমকপ্রদ ইলমি অবগতি :

শাইখ আবু বকর আল-জুর্রায়ি আল-হাম্বালি রাহিমাহুল্লাহ (মৃ. ৮৮৩ হি.) মিসওয়াক করার উপকারিতা ও কল্যাণকর বিষয় প্রসঙ্গে আলোচনা করতে যেয়ে বলেন :

فوائد السواك يا إخواني ... به تزول صفرة الأسنان
يطهر الأفواه يرضى الربا ... يسهل النزع ويبطي الشيبا
يحسن الصوت يذكي الفطنة ... يزيد في العقل يصيب السنة
به تقوى لثة الأسنان ... يزيد في فصاحة اللسان
يحد أبصارا يزيد أجرا ... يطيب النكهة ينفي الفقرا
يزيل أيضا حفرة الأسنان ... ويقطع السوداء في الأبدان
ينقي الدماغ يا أخا الإحسان ... وتحصل القوة للأبدان

শোন আমার ভাইয়েরা, মিসওয়াকের ফায়দা
দূর হয় তা দিয়ে দাঁতের আভা হরিদ্রা।
মুখকে রাখে পরিষ্কার, রবকে করে সন্তোষ
জরাকে রাখে দূর, আর মরাকে করে সহজ।[27]
মেধাকে করে ক্ষুরধার, কণ্ঠে আনে লাবণ্য,
সুন্নাহমাফিক আমল করায়, বুদ্ধি করে তীক্ষ্ণ।
দাঁতের মাড়ি শক্ত করে, হয়ে ওঠে বলবন্ত
রাখে না বাকি ভাষায় আনতে বাগ্মিতা তার অনন্য।
দৃষ্টিশক্তি সূক্ষ্ম করে, বৃদ্ধি করে পুণ্য

দয়িফুত তারগিবি ওয়াত তারহিব (রিয়াদ : মাকতাবাতুল মাআরিফ, ১ম প্রকাশ, ১৪২১ হি./২০০০ খ্রি.), খ. ১, পৃ. ৮৮, হা. ১৪৩।” **অনুবাদকের টীকা সমাপ্ত।**

[27] **অনুবাদকের টীকা :** আল্লামা সাফফারিনি আল-হাম্বালি রাহিমাহুল্লাহ (মৃ. ১১৮৮ হি.) বলেন,

ذكر جماعة من العلماء أن السّواك يسهّل خروج الرّوح، واستدلوا بحديث عائشة رضي الله عنها في الصحيحين في قصّة سواكه ﷺ عند موته.

“একদল উলামা বলেছেন, মিসওয়াক করলে (মৃত্যুর সময়) রুহ তথা আত্মা বের হতে সহজ হয়। নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর মৃত্যুর সময় মিসওয়াক করেছিলেন মর্মে আয়িশা রাদিয়াল্লাহু আনহা বর্ণিত বুখারি-মুসলিমের হাদিস দিয়ে তাঁরা নিজেদের কথার পক্ষে দলিল পেশ করেছেন।” **দ্রষ্টব্য :** মুহাম্মাদ বিন আহমাদ বিন সালিম আস-সাফফারিনি আল-হাম্বালি, ***আল-বুহুরুজ জাখিরা ফি উলুমিল আখিরা***, তাহকিক : আব্দুল আজিজ আহমাদ বিন মুহাম্মাদ আল-মুশাইকিহ (রিয়াদ : দারুল আসিমা, ১ম প্রকাশ, ১৪৩০ হি./২০০৯ খ্রি.), খ. ১, পৃ. ৬৫। **টীকা সমাপ্ত।**

দরিদ্রতা দূর করে দেয়, তাড়ায় মুখের গন্ধ।
উপরন্তু বিদূরিত করে দাঁতের লালচে আভা।
কমিয়ে তোলে শরীরের অবসাদ ও বিষণ্নতা।
ওহে ইহসানের ভ্রাতা, মিসওয়াক করলে দেমাগ থাকে পরিষ্কার
আর মানবশরীর হয়ে ওঠে শক্তি-বলের আধার।[28]

আমরা যদি মিসওয়াক করার উপকারিতা একের পর এক বর্ণনা করতে চাই, তাহলে এই গুটিকয়েক পৃষ্ঠা আমাদের জন্য যথেষ্ঠ হবে না। কেননা মিসওয়াকের বহু উপকারিতা আছে। এসবের অধিকাংশই জানতে পেরেছে সমকালীন চিকিৎসা-বিজ্ঞান ও নানাবিধ আধুনিক এক্সপেরিমেন্ট; এবং মিসওয়াকের উপকারিতা সুসাব্যস্ত হয়ে গেছে। অথচ চোদ্দোশো বছরেরও আগে এই উম্মতের নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদেরকে মিসওয়াক করার মাহাত্ম্য সম্পর্কে অবহিত করেছেন এবং আমাদেরকে মিসওয়াক করতে উৎসাহিত করেছেন।[29] আল্লাহ তাঁর জন্য সালাত ধার্য করুন তাঁর সৃষ্টিকুল সমপরিমাণ, তাঁর নিজের সন্তুষ্টি পরিমাণ, তাঁর আরশের ওজন এবং তাঁর কথা লেখার কালি সমপরিমাণ।

---

[28] শাইখ আব্দুল্লাহ বিন জারুল্লাহ আল-জারুল্লাহ (যদ্দৃষ্ট – অনুবাদক), ***বাহজাতুন নাজিরিন ফিমা ইউসলিহুদ দুনইয়া ওয়াদ্দিন***, পৃ. ৭৭-৭৮।

[29] ***দেখুন :*** ড. সালিহ রিদা, ***আল-ইজাজুল ইলমি ফিস সুন্নাতিন নাবাবিয়্যা***, খ. ১, পৃ. ৫০৭-৫১৭।

১.৩ : তৃতীয় সুন্নাহ : অজুর পরে পঠিতব্য জিকির

নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের জন্য কিছু জিকির *সুন্নাহ* হিসেবে শরিয়তসম্মত করেছেন, যা আমাদেরকে অজুর পরে বলতে হয়। জিকিরগুলো হলো—

(১) أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ.

(১) উচ্চারণ : আশহাদু আল্লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াহদাহু লা শারিকা লাহু, ওয়া আশহাদু আন্না মুহাম্মাদান আবদুহু ওয়া রসুলুহ্। **অর্থ :** আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি, আল্লাহ ছাড়া কোনো সত্য উপাস্য নেই, তিনি এক, তাঁর কোনো শরিক নেই। আমি আরও সাক্ষ্য দিচ্ছি, মুহাম্মাদ তাঁর বান্দা ও রসুল।[30]

(২) اللَّهُمَّ اجْعَلْنِي مِنَ التَّوَّابِينَ وَاجْعَلْنِي مِنَ الْمُتَطَهِّرِينَ.

---

[30] সহিহ মুসলিম, কিতাবুত তাহারাত, অধ্যায় নং : ২, পরিচ্ছেদ নং : ৬, হা. ২৩৪; **আমি (অনুবাদক) বলছি,** “উক্ত হাদিসে রসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, ‘তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি পূর্ণরূপে অজু করে এই জিকির পড়বে, “আশহাদু আল্লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াহদাহু লা শারিকা লাহু, ওয়া আশহাদু আন্না মুহাম্মাদান আবদুহু ওয়া রসুলুহ্” – তার জন্যে জান্নাতের আটটি দরজা খুলে দেওয়া হবে এবং যে দরজা দিয়ে ইচ্ছে সে জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে।’ **দ্রষ্টব্য :** মুসলিম বিন হাজ্জাজ, ***আল-জামি আস-সহিহ***, কিতাবুল ইমান, বাবের নামবিহীন, খ. ১, পৃ. ১৪৪-১৪৫, হা. ২৩৪।” **অনুবাদকের টীকা সমাপ্ত।**

(২) উচ্চারণ : আল্লাহুম্মাজআলনি মিনাত তাওয়্যাবিনা ওয়াজআলনি মিনাল মুতাতাহ্হিরিন। **অর্থ :** হে আল্লাহ, আপনি আমাকে অধিক তওবাকারীদের অন্তর্ভুক্ত করুন এবং পবিত্রতা-অর্জনকারীদেরও অন্তর্ভুক্ত করুন।[31] [32]

এই জিকরদ্বয় অনেক মানুষই জানেন। কিন্তু নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বিশুদ্ধ সূত্রে আরেকটি জিকির রয়েছে, যা অনেক মানুষের নাও

---

[31] তিরমিজি, হা. ৫৫; আল্লামা আলবানি হাদিসটিকে *সহিহ* আখ্যা দিয়েছেন। **দেখুন :** ইরওয়াউল গালিল, খ. ১, পৃ. ১৩৫।

[32] **অনুবাদকের টীকা :** তিরমিজি রাহিমাহুল্লাহ তাঁর *'সুনান'* গ্রন্থে ওপরে উল্লিখিত *'সহিহ মুসলিমে'* বর্ণিত হাদিসটিই তাঁর শাইখ জাফার বিন মুহাম্মাদের সূত্রে বর্ণনা করেছেন। এই বর্ণনায় শাহাদাতের বাক্যদ্বয়ের সাথে অতিরিক্ত এসেছে, *'আল্লাহুম্মাজআলনি মিনাত তাওয়্যাবিনা ওয়াজআলনি মিনাল মুতাতাহ্হিরিন।'* কিন্তু তিরমিজি বর্ণিত এই অতিরিক্ত অংশটুকু বিশুদ্ধ নয়। কারণ জাফর বিন মুহাম্মাদ ছাড়া এ হাদিসের সকল বর্ণনাকারী এই অতিরিক্ত অংশ ছাড়াই বর্ণনা করেছেন। নির্ভরযোগ্য বর্ণনাকারীদের বিপরীতে অতিরিক্ত বর্ণনা করায় এই হাদিসটি শাজ হওয়ার দোষ্টে দুষ্ট।

এজন্য হাফিজ ইবনু হাজার আসকালানি রাহিমাহুল্লাহ (মৃ. ৮৫২ হি.) এই অংশকে *জইফ* আখ্যা দিয়েছেন। তিনি বলেছেন, هذه الزيادة التي عند الترمذي لم تثبت في هذا الحديث 'এ হাদিসে তিরমিজি বর্ণিত এই অতিরিক্ত অংশটুকু প্রমাণিত নয়।' **দ্রষ্টব্য :** মুহাম্মাদ বিন আল্লান আস-সিদ্দিকি আশ-শাফিয়ি আল-আশআরি, ***আল-ফুতুহাতুর রব্বানিয়্যা আলাল আজকারিন নাওয়াউয়িয়্যা*** (প্রকাশনার স্থানবিহীন, জামইয়্যাতুন নাশরি ওয়াত তালিফিল আজহারিয়্যা, তাবি), খ. ২, পৃ. ১৯।

কাছাকাছি শব্দে হাফিজ ইবনু হাজারের এই বক্তব্য তাঁর *'নাতায়িজুল আফকার'* কিতাবে বিদ্যমান রয়েছে। **দ্রষ্টব্য :** আবুল ফাদল আহমাদ বিন আলি ইবনু হাজার আল-আসকালানি, ***নাতায়িজুল আফকার ফি তাখরিজি আহাদিসিল আজকার***, তাহকিক : হামদি আব্দুল মাজিদ আস-সালাফি (দেমাস্ক : দারু ইবনি কাসির, ২য় প্রকাশ, ১৪২৯ হি./২০০৮ খ্রি.), খ. ১, পৃ. ২৪১।

'সুনানুত তিরমিজির' টীকায় ইমাম আহমাদ শাকির রাহিমাহুল্লাহও (মৃ. ১৩৭৭ হি.) দীর্ঘ আলোচনা শেষে এ মত ব্যক্ত করেছেন। **দ্রষ্টব্য :** আবু ইসা মুহাম্মাদ বিন ইসা আত-তিরমিজি, ***আল-জামিউস সহিহ***, তাহকিক ও টীকা : আহমাদ মুহাম্মাদ শাকির, মুহাম্মাদ ফুয়াদ আব্দুল বাকি ও ইবরাহিম আতওয়া (মিশর : শারিকাতু মাকতাবাতি ওয়া মাতবাআতি মুস্তাফা আল-বাবি আল-হালাবি, ২য় প্রকাশ, ১৩৯৫ হি./১৯৭৫ খ্রি.), খ. ১, পৃ. ৭৭-৮৩।

আমার মুর্শিদ আল্লামা সালিহ আল-উসাইমি হাফিজাহুল্লাহও (জ. ১৩৯১ হি.) এই অংশকে অশুদ্ধ বলে রায় দিয়েছেন। **দ্রষ্টব্য :** সালিহ আল-উসাইমি, ***"তাফসিরু সুরাতিন নাসর লিল হাফিজ ইবনি রজাব / তালিকুশ শাইখ সালিহ আল-উসাইমি"***, ইউটিউবে প্রকাশকারী চ্যানেল : صالح العصيمي Saleh alOsaimi, ভিডিয়ো আপলোডের তারিখ : ৩রা জুলাই, ২০২৩ খ্রি., এডুকেশনাল ভিডিয়ো, ৫০:৩১ মিনিট থেকে ৫০:৫১ মিনিট পর্যন্ত, https://youtu.be/-bsDQu8aiZU?si=BTFWXdw_5ADA-Rg0।

আর আল্লাহই সবচেয়ে ভালো জানেন।" **অনুবাদকের টীকা সমাপ্ত।**

জানা থাকতে পারে। হাদিসটি *‘আমালুল ইয়াওমি ওয়াল লাইলা’* গ্রন্থে আন-নাসায়ি নিজ সনদে বর্ণনা করেছেন আবু সায়িদ খুদরি রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে, নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন :

من تَوَضَّأَ فَقَالَ سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِك أشهد أَن لَا إِلَه إِلَّا أَنْت استغفرك وَأَتُوب إِلَيْك كتب فِي رق ثمَّ طبع بِطَابع فَلم يكسر إِلَى يَوْم الْقِيَامَة.

যে ব্যক্তি অজু করার পর বলে,

سُبْحَانَكَ اَللّٰهُمَّ وَبِحَمْدِكَ أَشْهَدُ أَنْ لاَّ إِلٰهَ إِلاَّ أَنْتَ أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوْبُ إِلَيْكَ.

“**উচ্চারণ :** সুবহানাকাল্লাহুম্মা ওয়া বিহামদিকা, আশহাদু আল্লা ইলাহা ইল্লা আনতা, আস্তাগফিরকা ওয়া আতুবু ইলাইক; **অর্থ :** হে আল্লাহ, আপনার সপ্রশংস পবিত্রতা ঘোষণা করছি। আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি, আপনি ছাড়া কোনো সত্য উপাস্য নেই। আমি আপনার নিকট ক্ষমা চাইছি এবং আপনার দিকেই প্রত্যাবর্তন (তওবা) করছি।”

(যে ব্যক্তিই অজু করে উক্ত জিকির বলে) তার জন্য তা একটি ফলকে লিপিবদ্ধ করা হয়, এরপর সিলমোহর দিয়ে তা সিলগালা করে দেওয়া হয়, তারপর কেয়ামতের দিন অবধি তা নষ্ট করা হয় না।[33]

---

[33] নাসায়ি, ***আমালুল ইয়াওমি ওয়াল লাইলা***, পৃ. ১৮০, হা. ৮১; হাফিজ ইবনু হাজার *‘নাতায়িজুল আফকার’* কিতাবে (খ. ১, পৃ. ২৪৬) হাদিসটিকে *সহিহ* বলেছেন এবং আল্লামা আলবানিও *‘ইরওয়াউল গালিল’* কিতাবে (খ. ৩, পৃ. ৯৪) হাদিসটিকে *সহিহ* আখ্যা দিয়েছেন। **আমি (অনুবাদক) বলছি,** “এই হাদিসটি মারফু সূত্রে তথা নবিজির বক্তব্য হিসেবে বিশুদ্ধ, না মাওকুফ সূত্রে তথা সাহাবির বক্তব্য হিসেবে বিশুদ্ধ, সেটা নিয়ে মুহাদ্দিসগণ মতানৈক্য করেছেন। অগ্রাধিকারযোগ্য মতানুসারে হাদিসটি সাহাবি আবু সায়িদ খুদরির বক্তব্য হিসেবে বিশুদ্ধ, সরাসরি নবিজির বক্তব্য হিসেবে নয়। হাফিজ ইবনু হাজার আল-আসকালানি রাহিমাহুল্লাহ (মৃ. ৮৫২ হি.) বলেন,

فأمّا المرفوع فيمكن أن يضعف بالاختلاف والشذوذ. وأمّا الموقوف فلا شك ولا ريب في صحته.

‘এ হাদিসে বিদ্যমান মতভেদ ও শাজ হওয়ার বৈশিষ্ট্যের কারণে হাদিসটির মারফু বর্ণনাকে জইফ বলা যেতে পারে। কিন্তু হাদিসটির মাওকুফ বর্ণনার বিশুদ্ধতা নিয়ে কোনোরূপ সন্দেহ ও সংশয়ের অবকাশ নেই।’ **দ্রষ্টব্য :** আবুল ফাদল আহমাদ বিন আলি ইবনু হাজার আল-আসকালানি, ***আত-তালখিসুল হাবির***, তাহকিক : মুহাম্মাদ সানি বিন উমার (রিয়াদ : দারু আদওয়ায়িস সালাফ, ১ম প্রকাশ, ১৪২৮ হি./২০০৭ খ্রি.), খ. ১, পৃ. ২৬৫-২৬৬।

তবে সাহাবির বক্তব্য হলেও হাদিসটি বিধানগতভাবে *মারফু হাদিসের* মর্যাদা পাবে। কেননা এ ধরনের বক্তব্য নবিজি থেকে না জেনে নিজে নিজে বানিয়ে বলা যায় না। তাই ধরে নেওয়া হবে, সাহাবি উক্ত কথা নবিজি থেকে শুনেই বলেছেন। এই হাদিসের ব্যাপারে হাফিজ ইবনু হাজার আসকালানি দৃঢ়তার সাথে উক্ত দাবি করেছেন। **দ্রষ্টব্য :** ইবনু হাজার আল-আসকালানি, ***নাতায়িজুল আফকার***, খ. ১, পৃ. ২৪৬। আল্লামা সালিহ আল-উসাইমি হাফিজাহুল্লাহও হাদিসটি মাওকুফ সূত্রে বিশুদ্ধ হওয়ার মতকে প্রাধান্য দিয়েছেন এবং বিধানগতভাবে তা মারফুর মর্যাদা পাবে বলে জানিয়েছেন। **দ্রষ্টব্য :** সালিহ আল-উসাইমি, ***“তাফসিরু সুরাতিন নাসর লিল হাফিজ ইবনি রজাব / তালিকুশ শাইখ সালিহ***

হাদিসে বর্ণিত ***'আর-রক্ক'*** মানে চামড়া বা অনুরূপ কিছুর ফলক, যাতে লিপিবদ্ধ করা হয়। ***'আত-তাবি'*** মানে সীলমোহর। আর ***'লাম ইউকসার'*** মানে উক্ত লেখায় কোনো বাতিলকরণ কিংবা পরিবর্তন সাধিত হবে না।

আল-উসাইমি", ইউটিউবে প্রকাশকারী চ্যানেল : صالح العصيمي Saleh alOsaimi, ভিডিয়ো আপলোডের তারিখ : ৩রা জুলাই, ২০২৩ খ্রি., এডুকেশনাল ভিডিয়ো, ৪৯:০২ মিনিট থেকে ৪৯:৫৬ মিনিট পর্যন্ত, https://youtu.be/-bsDQu8aiZU?si=BTFWXdw_5ADA-Rg0। আর আল্লাহই সবচেয়ে ভালো জানেন।" **অনুবাদকের টীকা সমাপ্ত।**

অধ্যায় ২

নামাজের সুন্নাহসমূহ

২.১ : আজানের সুন্নাহসমগ্র

আজান-বিষয়ক পাঁচটি সুন্নাহ রয়েছে।[34] সুন্নাহগুলো নিম্নে আলোচিত হলো।

২.১.১ : ১ম সুন্নাহ : মুয়াজ্জিনের পরে পরে আজানের জবাব দেওয়া

সুন্নাহ হলো— আজান শুনতে পায় এমন ব্যক্তি মুয়াজ্জিনের পরে পরে আজানের জবাব হিসেবে মুয়াজ্জিন যা বলেন সেটাই বলবে; কেবল দুই *‘হাইআলা’* ব্যতিরেকে, অর্থাৎ *‘হাইয়্যা আলাস সালাহ (নামাজের দিকে এসো)’* এবং *‘হাইয়্যা আলাল ফালাহ (সাফল্যের দিকে এসো)’* বাক্যদ্বয় ব্যতিরেকে। এই বাক্যগুলোর একেকটি শুনলে জবাব হিসেবে বলবে, *‘লা হাওলা ওয়ালা কুওওয়াতা ইল্লা বিল্লাহ (আল্লাহর সাহায্য ছাড়া অবস্থার কোনো পরিবর্তন নেই এবং উক্ত পরিবর্তনের*

[34] **দেখুন :** ইবনুল কাইয়্যিম, ***জিলাউল আফহাম***, পৃ. ২১৪; **আমি (অনুবাদক) বলছি,** “কিতাবটির নামের অধিক বিশুদ্ধ উচ্চারণ *‘জিলাউল আফহাম’*। অনেকে *‘জালাউল আফহাম’* পড়েন এবং এটাই মশহুর। শাইখ শুয়াইব আরনাউত ও শাইখ আব্দুল কাদির আরনাউতের তাহকিকে প্রকাশিত *‘জিলাউল আফহাম’* কিতাবের শিরোনামে *‘জালাউল আফহাম’* লেখার কারণে এটা প্রসিদ্ধি লাভ করে। কারণ আরবি শব্দ *‘জালা’* মানে দূর করা, *‘জিলা’* মানে উজ্জ্বল বা পালিশ করা, আর *‘আফহাম’* মানে সমঝ বা বুঝ। এজন্য *সমঝকে দূর করার* চাইতে *সমঝকে ঘষেমেজে ঠিক* করার অর্থটিই এখানে বেশি প্রাসঙ্গিক। শাইখ সালিহ আলুশ শাইখ এই ব্যাখ্যা দিয়ে *‘জিলাউল আফহাম’-ই* বলতে হবে বলে জানিয়েছেন। **দ্রষ্টব্য :** ইহসান আল-উতাইবি, ***“ফায়িদাতুন নাফিসা বি খুসুসি দব্‌তি ইসমি কিতাবি ইবনিল কাইয়্যিম জিলাউল আফহাম”***, ব্লগ প্রকাশের তারিখ : ১লা অক্টোবর, ২০২০ খ্রি., https://ihsan-alotibie.com/?p=5525#। পরবর্তীতে আমি দেখেছি, শাইখ বাকার আবু জাইদের মতে দুই নামেই পড়া যায়। **দ্রষ্টব্য :** বাকার বিন আব্দুল্লাহ আবু জাইদ, ***ইবনুল কাইয়্যিম আল-জাওজিয়্যা হায়াতুহু আসারুহু মাওয়ারিদুহু*** (রিয়াদ : দারুল আসিমা, ২য় প্রকাশ, ১৪২৩ হি.), পৃ. ২৩৭। আর আল্লাহই সবচেয়ে ভালো জানেন। **অনুবাদকের টীকা সমাপ্ত।**

কোনো শক্তিও কারও নেই)। কেননা বুখারি-মুসলিমে এসেছে, আবু সাইদ খুদরি রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

قَالَ إِذَا سَمِعْتُمْ النِّدَاءَ فَقُولُوا مِثْلَ مَا يَقُولُ الْمُؤَذِّنُ.

"যখন তোমরা আজান শুনতে পাও, তখন মুয়াজ্জিন যা বলে তোমরাও তাই বলবে।"[35]

যিনি মুয়াজ্জিনের পরে পরে আজানের জবাব দেন, আশা করা যায়, তিনি জান্নাতবাসীদের একজন হবেন। কেননা *মুসলিম* তাঁর *'সহিহ'* গ্রন্থে হাদিস বর্ণনা করেছেন, উমার বিন খাত্তাব রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন :

إِذَا قَالَ الْمُؤَذِّنُ اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ، فَقَالَ أَحَدُكُمُ اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ، ثُمَّ قَالَ أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ، قَالَ أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ، ثُمَّ قَالَ أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ، قَالَ أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ، ثُمَّ قَالَ حَيَّ عَلَى الصَّلاَةِ، قَالَ لاَ حَوْلَ وَلاَ قُوَّةَ إِلاَّ بِاللَّهِ، ثُمَّ قَالَ حَيَّ عَلَى الْفَلاَحِ، قَالَ لاَ حَوْلَ وَلاَ قُوَّةَ إِلاَّ بِاللَّهِ، ثُمَّ قَالَ اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ، قَالَ اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ، ثُمَّ قَالَ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ، قَالَ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ، مِنْ قَلْبِهِ دَخَلَ الْجَنَّةَ.

মুয়াজ্জিন যখন বলে, "*আল্লাহু আকবার, আল্লাহু আকবার* (আল্লাহ সবচেয়ে বড়ো, আল্লাহ সবচেয়ে বড়ো)," তখন তোমাদের কোনো ব্যক্তি যদি অন্তরে বিশ্বাস রেখে (আজানের জবাব হিসেবে মুখে) বলে, "*আল্লাহু আকবার, আল্লাহু আকবার*"; যখন মুয়াজ্জিন বলে, "*আশহাদু আল্লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ* (আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি, আল্লাহ ছাড়া কোনো সত্য মাবুদ নেই)," এর জবাবে সেও অন্তরে বিশ্বাস রেখে মুখে বলে, "*আশহাদু আল্লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ";* এরপর মুয়াজ্জিন বলে, "*আশহাদু আন্না মুহাম্মাদার রসুলুল্লাহ* (আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি, মুহাম্মাদ আল্লাহর রসুল)," এর জবাবে সে অন্তরে বিশ্বাস রেখে মুখে বলে, *"আশহাদু আন্না মুহাম্মাদার রসুলুল্লাহ";* এরপর মুয়াজ্জিন বলে, "*হাইয়্যা আলাস সলাহ* (নামাজের দিকে এসো)," এর জবাবে সে অন্তরে

---

[35] সহিহুল বুখারি, হা. ৬১১; সহিহ মুসলিম, হা. ৩৮৩।

বিশ্বাস রেখে মুখে বলে, *“লা হাওলা ওয়ালা কুওওয়াতা ইল্লা বিল্লাহ”;* তারপর মুয়াজ্জিন বলে, *“হাইয়্যা আলাল ফালাহ* (কল্যাণের দিকে এসো),” এর জবাবে সে অন্তরে বিশ্বাস রেখে মুখে বলে, *“লা হাওলা ওয়ালা কুওওয়াতা ইল্লা বিল্লাহ”;* এরপর মুয়াজ্জিন বলে, *“আল্লাহু আকবার, আল্লাহু আকবার,”* এর জবাবে সে অন্তরে বিশ্বাস রেখে মুখে বলে, *“আল্লাহু আকবার, আল্লাহু আকবার”;* তারপর মুয়াজ্জিন বলে, *“লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ,”* এর জবাবে সে অন্তরে বিশ্বাস রেখে মুখে বলে, *“লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ”;* (যে ব্যক্তিই এভাবে অন্তরে বিশ্বাস রেখে মুখে আজানের জবাব দেয়) সে ব্যক্তি জান্নাতে যাবে।[36]

২.১.২ : ২য় সুন্নাহ : আজানের দুই শাহাদাত-বাক্যের পরে নির্ধারিত জিকির পাঠ

মুসলিম হাদিস বর্ণনা করেছেন, সাদ বিন আবু ওয়াক্কাস রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

مَنْ قَالَ حِينَ يَسْمَعُ الْمُؤَذِّنَ : أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، رَضِيتُ بِاللَّهِ رَبًّا وَبِمُحَمَّدٍ رَسُولاً وَبِالإِسْلاَمِ دِينًا، غُفِرَ لَهُ ذَنْبُهُ.

মুয়াজ্জিনের আজান শুনে যে ব্যক্তি বলে— “*আশহাদু আল্লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াহদাহু লা শারিকা লাহু, ওয়া আন্না মুহাম্মাদান আবদুহু ওয়া রসুলুহু, রদিতু বিল্লাহি রব্বাও ওয়াবি মুহাম্মাদির রসুলাও ওয়াবিল ইসলামি দিনা;* **অর্থ :** আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি, আল্লাহ ছাড়া কোনো সত্য মাবুদ নেই, তিনি এক, তাঁর কোনো শরিক নেই; আরও সাক্ষ্য দিচ্ছি, মুহাম্মাদ আল্লাহর ইবাদতকারী বান্দা ও রসুল; আমি আল্লাহকে রব হিসেবে, মুহাম্মাদকে রসুল হিসেবে এবং ইসলামকে *দিন* হিসেবে পেয়ে সন্তুষ্ট হয়ে গেছি;” – তার গুনাহ মাফ করে দেওয়া হয়।[37]

কিন্তু এই জিকির ঠিক কখন বলতে হয়?

---

[36] সহিহ মুসলিম, কিতাবুস সালাত, অধ্যায় নং : ৪, পরিচ্ছেদ নং : ৭, হা. ৩৫৮।

[37] সহিহ মুসলিম, কিতাবুস সালাত, অধ্যায় নং : ৪, পরিচ্ছেদ নং : ৭, হা. ৩৮৬।

একদল আলিমের মতে, উক্ত জিকির আজানের মধ্যে বলতে হয়; মুয়াজ্জিন যখন বলেন, *“আশহাদু আন্না মুহাম্মাদার রসুলুল্লাহ,”* তারপরে বলতে হয়। এই মতের পক্ষে একটি হাদিস রয়েছে, যা বর্ণনা করেছেন আবু আওয়ানা তাঁর ‘*মুসনাদ*’ গ্রন্থে। সেখানে এসেছে (সাদ বিন আবু ওয়াক্কাস রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন) :

مَنْ سَمِعَ الْمُؤَذِّنَ قَالَ : أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، قَالَ: أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، رَضِيتُ بِاللَّهِ رَبًّا وَبِالْإِسْلَامِ دِينًا

وَبِمُحَمَّدٍ رَسُولًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ وَمَا تَأَخَّرَ.

“যে ব্যক্তি মুয়াজ্জিনকে বলতে শোনে, *‘আশহাদু আল্লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ,’* ফলে সে জবাব দিয়ে বলে, *‘আশহাদু আল্লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ, রদিতু বিল্লাহি রব্বাও ওয়াবিল*

ইসলামি দিনাও ওয়াবি মুহাম্মাদির রসুলা,' তার সামনের ও পেছনের গুনাহগুলো ক্ষমা করে দেওয়া হয়।"[38] [39]

ইমাম নববি রাহিমাহুল্লাহ বলেছেন,

---

[38] মুসনাদু আবি আওয়ানা/মুসতাখরাজু আবি আওয়ানা, খ. ১, পৃ. ২৯৪, হা. ৯৯৫।

[39] **অনুবাদকের টীকা :** যে হাদিসেই বলা হয়েছে, *'অমুক ব্যক্তির সামনের ও পেছনের গুনাহ মাফ,'* সে হাদিসেই ত্রুটি আছে। *'সামনের গুনাহ মাফ'* এই অতিরিক্ত অংশটুকু বিশুদ্ধ নয়। কারণ *সামনের গুনাহ মাফ হওয়ার* বৈশিষ্ট্য নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জন্য খাস। ইমাম ইবনু উসাইমিন রাহিমাহুল্লাহ বলেন :

قال بعض العلماء: واعلم أن من خصائص الرسول صلى الله عليه وسلم أن الله قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، وبناءً عليه: فكل حديث يأتي بأن من فعل كذا غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر فإنه حديث ضعيف، لأن هذا من خصائص الرسول، أما (غفر له ما تقدم من ذنبه)، فهذا كثير، لكن (ما تأخر)، هذا ليس إلا للرسول ﷺ فقط، وهو من خصائصه.

কতিপয় উলামা বলেন, "জেনে রেখ, এটা রসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খাস বৈশিষ্ট্য যে, মহান আল্লাহ তাঁর সামনের ও পেছনের সকল গুনাহ মাফ করে দিয়েছেন।" এরই ভিত্তিতে বলতে হয়, প্রত্যেক যে হাদিসে এসেছে, *যেই ব্যক্তি এই এই কাজ করবে, তার সামনের ও পেছনের গুনাহ ক্ষমা করে দেওয়া হবে,* সে হাদিসই জইফ। কেননা এটা রসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খাস বৈশিষ্ট্য। পক্ষান্তরে *'পেছনের তথা পূর্বের গুনাহ মাফ করা হবে'* এমন হাদিস অনেক রয়েছে (এতে কোনো সমস্যা নেই)। কিন্তু *'সামনের গুনাহ মাফ'* একমাত্র রসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ছাড়া অন্য কারও জন্য প্রযোজ্য হবে না। এটা তাঁর খাস বৈশিষ্ট্যাবলির অন্তর্ভুক্ত। **দ্রষ্টব্য :** মুহাম্মাদ বিন সালিহ আল-উসাইমিন, ***শারহু রিয়াদিস সালিহিন***, খ. ২, পৃ. ৭৩।

আমাদের ভালোবাসার শাইখ আল্লামা সালিহ আল-উসাইমি হাফিজাহুল্লাহও এ ধরনের সমুদয় হাদিসকে *'ত্রুটিপূর্ণ'* বলেছেন। **দ্রষ্টব্য :** সালিহ আল-উসাইমি, ***"ওয়াজহুন লাতিফ ফি ইলালিল আহাদিসিল্লাতি ফিহা মাগফিরাতু মা তাআখখারা মিনাজ জাম্ব / শাইখ সালিহ আল-উসাইমি"***, ইউটিউবে প্রকাশকারী চ্যানেল : قطوف العصيمي, ভিডিয়ো আপলোডের তারিখ : ২৭শে মে, ২০১৯ খ্রি., এডুকেশনাল ভিডিয়ো, ০০:০৫ মিনিট থেকে ০১:০৫ মিনিট পর্যন্ত, https://youtu.be/vO6lRFyOgYU?si=YliJZXK_Xw28YJsw।

অনুরূপভাবে সৌদি আরবের বিশিষ্ট মুহাক্কিক শাইখ আব্দুল্লাহ আস-সাদ হাফিজাহুল্লাহ এ ধরনের সমুদয় হাদিসকে *'ত্রুটিপূর্ণ'* আখ্যা দিয়েছেন। **দ্রষ্টব্য :** আব্দুল্লাহ আস-সাদ, ***"জিয়াদাতু ওয়া মা তাআখখারা ফি হাদিসি গুফিরা লাহু মা তাকাদ্দামা মিন জাম্বিহি / আল-মুহাদ্দিস আব্দুল্লাহ আস-সাদ"***, ইউটিউবে প্রকাশকারী চ্যানেল : فتاوى السعد, ভিডিয়ো আপলোডের তারিখ : ২৮শে মে, ২০১৬ খ্রি., এডুকেশনাল ভিডিয়ো, ০:০৫ মিনিট থেকে ০:৫০ মিনিট পর্যন্ত, https://youtu.be/5FtYmxXZJ5A?si=0-zIHL-_Kzrm1H7q। আহলুস সুন্নাহর একদল আলিমের মতে, এ ধরনের হাদিস অশুদ্ধ নয়। এজন্য সুন্নাহপন্থি উলামাদের মধ্যকার এই মতভেদকে আমাদের মধ্যে বিভক্তি সৃষ্টির কিংবা অন্যায় সমালোচনার মাধ্যম বানানো উচিত নয়। আর আল্লাহই সবচেয়ে ভালো জানেন। **অনুবাদকের টীকা সমাপ্ত।**

وَفِيهِ أَنَّهُ يُسْتَحَبُّ أَنْ يَقُولَ بَعْدَ قَوْلِهِ وَأَنَا أشهد أن مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ رَضِيتُ بِاللَّهِ رَبًّا وَبِمُحَمَّدٍ رَسُولًا

وَبِالْإِسْلَامِ دِينًا.

"এই হাদিস থেকে জানা যায়, মুয়াজ্জিন (শাহাদাত-বাক্য) বলার পরে শ্রোতার জন্য এটা বলা মুস্তাহাব *'আর আমিও সাক্ষ্য দিচ্ছি, মুহাম্মাদ আল্লাহর ইবাদতকারী বান্দা ও রসুল; আমি আল্লাহকে রব হিসেবে, মুহাম্মাদকে রসুল হিসেবে এবং ইসলামকে দিন হিসেবে পেয়ে সন্তুষ্ট হয়ে গেছি।*"[40]

হাদিসের ভাষ্যকারদের মধ্যে কতিপয় আলিম এ মত পোষণ করেছেন যে, মুয়াজ্জিন তাঁর সম্পূর্ণ আজান শেষ করার পরেই আসে আলোচ্য জিকির পাঠের সময়।[41]

---

[40] নববি, ***শারহু সহিহি মুসলিম***, খ. ৪, পৃ. ৭৪; **আরও দেখুন :** হাশিয়াতুস সিন্দি আলা সুনানিন নাসায়ি, খ. ২, পৃ. ২৬; শাইখ বাকার বিন আব্দুল্লাহ আবু জাইদ, ***তাসহিহুদ দুআ***, পৃ. ৩৭১। শাইখ আব্দুল আজিজ বিন বাজ রাহিমাহুল্লাহও এ মত পোষণ করেছেন, যেমনটি উল্লিখিত হয়েছে *'মুনতাকাল আখবার'* কিতাবের ওপর তাঁর টীকায় (অডিয়ো টেপস)।

[41] **দেখুন :** তুহফাতুল আহওয়াজি, খ. ১, পৃ. ৬৪৬; আওনুল মাবুদ, খ. ১, পৃ. ৫০৬; আর ইমাম বাইহাকির কাজ থেকে বোঝা যায়, এটা তাঁর অভিমত, যেহেতু তিনি *'আস-সুনানুল কুবরা'* গ্রন্থে (খ. ১, পৃ. ৪০৯-৪১০) হাদিসটি এনেছেন এই পরিচ্ছেদের আওতায়— "পরিচ্ছেদ : মুয়াজ্জিন আজান থেকে ফারেগ হলে জবাবদাতা যা বলবে।"

আমি আমাদের শাইখ আল্লামা আব্দুল্লাহ ইবনু আকিল হাফিজাহুল্লাহকে[42] শুনেছি, তিনি দুই জায়গাতেই উক্ত জিকির পাঠ করেছেন; আজানের মধ্যেও করেছেন, আবার আজান শেষেও করেছেন।

২.১.৩ : ৩য় সুন্নাহ : আজানের পর নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতি দরুদ পাঠ[43]

মুসলিম বর্ণনা করেছেন আব্দুল্লাহ বিন আমর বিন আস রাদিয়াল্লাহু আনহুমার হাদিস, তিনি নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছেন :

---

[42] **অনুবাদকের টীকা :** তিনি হলেন শাইখ আব্দুল্লাহ বিন আব্দুল আজিজ আল-আকিল রাহিমাহুল্লাহ (মৃ. ১৪৩২ হি.)। তিনি সৌদি আরবের চিফ জাস্টিস ছিলেন। শাইখ ইবনু উসাইমিন-সহ বর্তমান যুগের একদল কিবার উলামা তাঁর ছাত্রদের অন্তর্ভুক্ত। তিনি *'শাইখুল হানাবিলা'* উপাধীতে সমাদৃত। আমি অধম তাঁর সংক্ষিপ্ত জীবনী লিখেছিলাম, আগ্রহীরা পড়ে দেখতে পারেন। **দ্রষ্টব্য :** সালাফী: 'আক্বীদাহ্ ও মানহাজে (sunnisalafiathari), ***"▌ শাইখ আব্দুল্লাহ বিন আব্দুল আযীয আল-আক্বীল রাহিমাহুল্লাহর সংক্ষিপ্ত জীবনী"***, ফেসবুক, পোস্ট পাবলিশের তারিখ : ৫ই জুলাই, ২০১৮ খ্রি., https://m.facebook.com/SunniSalafiAthari/photos/a.215103245963683/247747496032591/?type=3&mibextid=Nif5oz। **টীকা সমাপ্ত।**

[43] **অনুবাদকের টীকা :** *'দরুদ'* শব্দটি ফার্সি। ফার্সি ভাষায় শব্দটি দোয়া, সালাম, তাহিয়্যা (অভিবাদন), সানা (প্রশংসা) প্রভৃতি অর্থে ব্যবহৃত হয়। **দ্রষ্টব্য :** মুহাম্মাদ তুনজি, ***আল-মুজামুজ জাহাবি ফারিসি-আরাবি*** (বৈরুত : দারুল ইলম লিল মালায়িন, ২য় প্রকাশ, ১৯৮০ খ্রি.), পৃ. ২৬৪। ফার্সি, উর্দু ও বাংলায় নবিজির প্রতি *'সালাত'* ধার্য করাকে এবং *'সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম'*-এর মতো বাক্যগুলোকে ফার্সি, উর্দু ও বাংলা ভাষায় *'দরুদ'* শব্দ দিয়ে প্রকাশ করা হয়। এজন্য আমরা এই শব্দ ব্যবহার করলাম। **দ্রষ্টব্য :** কাজী রফিকুল হক, ***বাংলা ভাষায় আরবী ফার্সী তুর্কী হিন্দী উর্দু শব্দের অভিধান*** (ঢাকা : বাংলা একাডেমী, ১ম প্রকাশ, ১৪১১ বা./২০০৪ খ্রি.), পৃ. ১৮৭।

إِذَا سَمِعْتُمُ الْمُؤَذِّنَ فَقُولُوا مِثْلَ مَا يَقُولُ ثُمَّ صَلُّوا عَلَيَّ فَإِنَّهُ مَنْ صَلَّى عَلَيَّ صَلاَةً صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ بِهَا عَشْرًا ثُمَّ سَلُوا اللَّهَ لِيَ الْوَسِيلَةَ فَإِنَّهَا مَنْزِلَةٌ فِي الْجَنَّةِ لاَ تَنْبَغِي إِلاَّ لِعَبْدٍ مِنْ عِبَادِ اللَّهِ وَأَرْجُو أَنْ أَكُونَ أَنَا هُوَ فَمَنْ سَأَلَ لِيَ الْوَسِيلَةَ حَلَّتْ لَهُ الشَّفَاعَةُ.

তোমরা যখন মুয়াজ্জিনকে আজান দিতে শোনবে, তখন সে যা বলে তোমরা তাই বলবে। এরপর আমার ওপর দরুদ পাঠ করবে। কেননা যে ব্যক্তি আমার ওপর একবার দরুদ পাঠ করে আল্লাহ এর বিনিময়ে তার জন্য দশবার সালাত ধার্য করেন।[44] তারপর আমার জন্য আল্লাহর কাছে *‘ওয়াসিলা’* প্রার্থনা করবে। কেননা *‘ওয়াসিলা’* জান্নাতের একটি সম্মানজনক স্থান। এটা আল্লাহর বান্দাদের মধ্যে একজনকেই দেওয়া হবে। আমি আশা করি, আমিই হব সেই বান্দা। যে ব্যক্তি আল্লাহর কাছে আমার জন্য *‘ওয়াসিলা’* প্রার্থনা করবে, তার জন্য (আমার) শাফাআত ওয়াজিব হয়ে যাবে।[45]

নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতি দরুদ পেশ করার সবচেয়ে উত্তম শব্দগুচ্ছের একটি হলো দরুদে ইবরাহিম। দরুদটি এমন—

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلٰى إِبْرَاهِيْمَ وَعَلٰى آلِ إِبْرَاهِيْمَ إِنَّكَ حَمِيْدٌ مَجِيْدٌ، اَللّٰهُمَّ

بَارِكْ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلٰى إِبْرَاهِيْمَ وَعَلٰى آلِ إِبْرَاهِيْمَ إِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ.

উচ্চারণ : আল্লাহুম্মা সল্লি আলা মুহাম্মাদিঁউ ওয়া আলা আলি মুহাম্মাদ, কামা সল্লাইতা আলা ইবরাহিমা ওয়া আলা আলি ইবরাহিম, ইন্নাকা হামিদুম মাজিদ। আল্লাহুম্মা বারিক আলা মুহাম্মাদিঁউ ওয়া আলা আলি মুহাম্মাদ, কামা বারাকতা আলা ইবরাহিমা ওয়া আলা আলি ইবরাহিম, ইন্নাকা হামিদুম মাজিদ। **অর্থ :** হে আল্লাহ,

---

[44] **অনুবাদকের টীকা :** আল্লাহ কর্তৃক বান্দার প্রতি *‘সালাত’* ধার্য করার বা দরুদ বর্ষণ করার সঠিক অর্থ কী, তা নিয়ে আমরা একটি প্রমাণ্য প্রবন্ধ বক্ষ্যমাণ কিতাবের *‘পরিশিষ্ট’* হিসেবে যুক্ত করেছি। **টীকা সমাপ্ত।**

[45] সহিহ মুসলিম, কিতাবুস সালাত, অধ্যায় নং : ৪, পরিচ্ছেদ নং : ৭, হা. ৩৮৪।

আপনি মুহাম্মদ ও তাঁর বংশধরের জন্য সালাত (অধিক কোমলতাপূর্ণ দয়া) ধার্য করুন, যেমন আপনি ইবরাহিম ও তাঁর বংশধরের জন্য সালাত ধার্য করেছেন। নিশ্চয় আপনি প্রশংসিত, গৌরবময়। হে আল্লাহ, আপনি মুহাম্মদ ও তাঁর বংশধরের ওপর বরকত বর্ষণ করুন, যেমন আপনি ইবরাহিম ও তাঁর বংশধরের ওপর বরকত বর্ষণ করেছেন। নিশ্চয় আপনি প্রশংসিত, গৌরবময়।[46]

২.১.৪ : ৪র্থ সুন্নাহ : আজান শেষে *'আল্লাহুম্মা রব্বা হাজিহিদ দাওয়াতিত তাম্মাহ'* বলে দোয়া করা

বুখারি তাঁর *সহিহ* গ্রন্থে বর্ণনা করেছেন, জাবির বিন আব্দুল্লাহ রাদিয়াল্লাহু আনহুমা থেকে বর্ণিত, রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন :

مَنْ قَالَ حِينَ يَسْمَعُ النِّدَاءَ اللَّهُمَّ رَبَّ هَذِهِ الدَّعْوَةِ التَّامَّةِ وَالصَّلاَةِ الْقَائِمَةِ آتِ مُحَمَّدًا الْوَسِيلَةَ وَالْفَضِيلَةَ وَابْعَثْهُ مَقَامًا مَحْمُودًا الَّذِي وَعَدْتَهُ، حَلَّتْ لَهُ شَفَاعَتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ.

যে ব্যক্তি আজান শুনে দোয়া করে : আল্লাহুম্মা রব্বা হাজিহিদ দাওয়াতিত তাম্মাহ, ওয়াস সালাতিল কয়িমাহ, আতি মুহাম্মাদানিল ওয়াসিলাতা ওয়াল ফাদিলাহ, ওয়াব্‌আসহু মাকামাম মাহমুদানিল্লাজি ওয়াআদতাহ; **অর্থ :** 'হে আল্লাহ, এই পরিপূর্ণ আহ্বান ও প্রতিষ্ঠিত নামাজের প্রভু, মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে আপনি ওয়াসিলা (সর্বোচ্চ জান্নাত) দান করুন এবং সর্বোচ্চ মর্যাদার অধিকারী করুন, আর তাঁকে সেই মাকামে মাহমুদে (প্রশংসিত স্তরে) পৌঁছে দিন, যার

[46] সহিহুল বুখারি, হা. ৩৩৭০; সহিহ মুসলিম, হা. ৪০৬।

প্রতিশ্রুতি আপনি দিয়েছেন।' (যে ব্যক্তিই আজান শুনে এই দোয়া করে) কেয়ামতের দিন তার জন্য আমার শাফাআত ওয়াজিব যায়।[47] [48]

---

[47] সহিহুল বুখারি, হা. ৬১৪।

[48] **অনুবাদকের টীকা :** আমাদের নবিজিকে আল্লাহ *'মাকামে মাহমুদের'* প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন কুরআনে। তিনি বলেন, وَمِنَ ٱلَّيۡلِ فَتَهَجَّدۡ بِهِۦ نَافِلَةٗ لَّكَ عَسَىٰٓ أَن يَبۡعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامٗا مَّحۡمُودٗا "আর রাতের কিছু অংশে আপনি *তাহাজ্জুদ* আদায় করুন, আপনার জন্য অতিরিক্ত (ইবাদত) হিসেবে। আশা করা যায় (তাফসিরকাকরদের মতে আল্লাহর তরফ থেকে দেওয়া আশ্বাস অবশ্যই সংঘটিতব্য), আপনার রব আপনাকে পৌঁছে দেবেন মাকামে মাহমুদে (প্রশংসিত স্তরে)।" **দ্রষ্টব্য :** আল-কুরআন, ১৭ (সুরা ইসরা) : ৭৯।

নবিজির এই মাকামে মাহমুদের অর্থ কী, তা নিয়ে তাফসিরকারকদের দুটো প্রসিদ্ধ অভিমত পাওয়া যায়।

১ম অভিমত : আমাদের নবিজির মাকামে মাহমুদ মানে কেয়ামতের দিন সমগ্র মানুষ ও জিন জাতির ফায়সালা আরম্ভ করার জন্য নবিজির শাফাআত। এটাকে *'আশ-শাফাআতুল উজমা'* তথা *'সর্ববৃহৎ শাফাআত'* বলা হয়। *মাকামে মাহমুদের* এই ব্যাখ্যা সরাসরি হাদিস থেকেই জানা যায়। সাহাবি ইবনু উমার রাদিয়াল্লাহু আনহুমা বলেন :

إِنَّ النَّاسَ يَصِيْرُوْنَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ جُثًا كُلُّ أُمَّةٍ تَتْبَعُ نَبِيَّهَا يَقُوْلُوْنَ يَا فُلَانُ اشْفَعْ يَا فُلَانُ اشْفَعْ حَتَّى تَنْتَهِيَ الشَّفَاعَةُ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَذَلِكَ يَوْمَ يَبْعَثُهُ اللهُ الْمَقَامَ الْمَحْمُوْدَ.

"নিশ্চয় কেয়ামতের দিন লোকেরা ভিন্ন ভিন্ন দলে বিভক্ত হয়ে যাবে। প্রত্যেক নবির উম্মত নিজেদের নবির অনুসরণ করবে। তারা বলবে, হে অমুক নবি, আপনি শাফাআত (সুপারিশ) করুন; হে অমুক নবি, আপনি শাফাআত করুন (কেউ সুপারিশ করতে রাজি হবেন না)। একপর্যায়ে শাফাআতের দায়িত্ব এসেছে পৌঁছবে নবি মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে। আর শাফাআতের এই মর্যাদাপূর্ণ বিষয়টিই হলো— 'সেদিন আল্লাহ তাঁকে অধিষ্ঠিত করবেন মাকামে মাহমুদে'– এ কথার ব্যাখ্যা।" **দ্রষ্টব্য :** আবু আব্দুল্লাহ মুহাম্মাদ বিন ইসমায়িল আল-বুখারি, ***আস-সহিহ আল-জামি***, পরিশীলন : মুহাম্মাদ আজ-জুহাইর আন-নাসির (বৈরুত : দারু তাওকিন নাজাত, ১৩১১ হিজরিতে সুলতান দ্বিতীয় আব্দুল হামিদের ফরমানে মিশরের আল-মাতবাআতুল কুবরা আল-আমিরিয়্যায় মুদ্রিত কপির ওপর ভিত্তি করে প্রকাশিত, ১ম প্রকাশ, ১৪২২ হি.), খ. ৬, পৃ. ৮৬, হা. ৪৭১৮।

২য় অভিমত : আমাদের নবিজির *মাকামে মাহমুদ* মানে আরশের ওপর আল্লাহর সাথে নবিজির উপবেশন। এই তাফসির তাবেয়ি ইমাম মুজাহিদ বিন জাবর রাহিমাহুল্লাহর (মৃ. ১০৪ হি.) বক্তব্য থেকে সাব্যস্ত হয়েছে। অর্থাৎ নবিজিকে আল্লাহ আরশের ওপর বসাবেন। বর্ণিত হয়েছে,

عن مجاهد : ﴿عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا﴾ قال: يجلسه معه على العرش.

"আল্লাহ বলেছেন, 'অবশ্যই আপনার রব আপনাকে উন্নীত করবেন মাকামে মাহমুদে (প্রশংসিত স্তরে)।' (সুরা ইসরা: ৭৯) এর ব্যাখ্যায় মুজাহিদ বলেন, 'আল্লাহ নবিজিকে তাঁর আরশের ওপর নিজের সাথে বসাবেন'।" **দ্রষ্টব্য :** আবু বাকার আহমাদ বিন মুহাম্মাদ আল-খাল্লাল, ***আস-সুন্নাহ***, তাহকিক : আদিল আলু হামদান (সৌদি আরব : দারুল আওরাকিস সাকাফিয়্যা, ৩য় প্রকাশ, ১৪৩৯ হি./২০১৮ খ্রি.), খ. ১, পৃ. ১৬২-১৬৩, বর্ণনা নং : ২৪০-২৪১, বর্ণনার মান : *'আস-সুন্নাহ'* কিতাবের মুহাক্কিক আদিল আলু হামদান বর্ণনাটিকে *'সহিহ'* বলেছেন।

ইমাম মুজাহিদের উক্ত বর্ণনাকে ইমাম আহমাদ বিন হাম্বাল, ইমাম আবু দাউদ, ইমাম আব্দুল্লাহ বিন আহমাদ, ইমাম আজুর্রি, ইমাম ইবনু তাইমিয়া, ইমাম ইবনুল কাইয়্যিম, হাফিজ জাহাবি, প্রথম গ্র্যান্ড মুফতি ইমাম মুহাম্মাদ বিন ইবরাহিম-সহ একদল সালাফি উলামা রাহিমাহুমুল্লাহ বিশুদ্ধ আখ্যা দিয়েছেন। **বিস্তারিত দ্রষ্টব্য :** আবু জাফার মুহাম্মাদ বিন জারির আত-তাবারি, ***জামিউল বায়ান আন তাবিলি আয়িল কুরআন***, তাহকিক : আব্দুল্লাহ আত-তুর্কি (দারু হাজার, ১ম প্রকাশ, ১৪২২ হি./২০০১ খ্রি.), খ. ১৫, পৃ.

৫১; আবু বকর আহমাদ বিন মুহাম্মাদ আল-খাল্লাল আল-হাম্বালি, ***আস-সুন্নাহ***, তাহকিক : আতিয়্যা আজ-জাহরানি (রিয়াদ : দারুর রায়াহ, ১ম প্রকাশ, ১৪১০ হি./১৯৮৯ খ্রি.), খ. ১, পৃ. ২১২-২১৩, বর্ণনা নং: ২৪০, বর্ণনার মান : আস-সুন্নাহ কিতাবের মুহাক্কিক ড. আতিয়্যা আজ-জাহরানি উক্ত বর্ণনাকে সহিহ আখ্যা দিয়েছেন; শামসুদ্দিন আবু আব্দুল্লাহ মুহাম্মাদ বিন আহমাদ আজ-জাহাবি, ***আল-আরশ***, তাহকিক : মুহাম্মাদ বিন খলিফা আত-তামিমি (মদিনা : মদিনা ইসলামি বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিনশিপ অফ স্কলারলি রিসার্চ, ২য় প্রকাশ, ১৪২৪ হি./২০০৩ খ্রি.), খ. ২, পৃ. ২৭১-২৮৮, বর্ণনা নং : ১৮৮-১৯৭; আবু বাকার মুহাম্মাদ বিন হুসাইন আল-আজুর্রি আল-বাগদাদি, ***আশ-শারিয়া***, তাহকিক : আব্দুল্লাহ বিন উমার বিন সুলাইমান আদ-দুমাইজি (রিয়াদ : দারুল ওয়াতান, ২য় প্রকাশ, ১৪২০ হি./১৯৯৯ খ্রি.), খ. ৪, পৃ. ১৬১২; আবুল আব্বাস আহমাদ বিন আব্দুল হালিম ইবনু তাইমিয়া আল-হার্রানি আন-নুমাইরি, ***দারউ তাআরুদিল আকল ওয়ান নাকল***, তাহকিক : মুহাম্মাদ রাশাদ সালিম (সৌদি আরব : ইমাম মুহাম্মাদ বিন সাউদ বিশ্ববিদ্যালয়, ২য় প্রকাশ, ১৪১১ হি./১৯৯১ খ্রি.), খ. ৫, পৃ. ২৩৭; আবু আব্দুল্লাহ মুহাম্মাদ বিন আবু বকর ইবনুল কাইয়্যিম আল-জাওজিয়্যা, ***বাদায়িউল ফাওয়ায়িদ***, তাহকিক : আলি বিন মুহাম্মাদ আল-ইমরান (রিয়াদ : দারু আতাআতিল ইলম, ৫ম প্রকাশ, ১৪৪০ হি./২০১৯ খ্রি.), খ. ৪, পৃ. ১৩৭৯-১৩৮০; মুহাম্মাদ বিন ইবরাহিম আলুশ শাইখ, ***ফাতাওয়া ওয়া রাসায়িলু সামাহাতিশ শাইখ মুহাম্মাদ ইবনি ইবরাহিম আলিশ শাইখ***, সংকলন, বিন্যাস ও পরিশীলন : মুহাম্মাদ বিন আব্দুর রহমান বিন কাসিম (মক্কা : মাতবাআতুল হুকুমিয়্যা, ১ম প্রকাশ, ১৩৯৯ হি.), খ. ২, পৃ. ১৩৬।

কেউ বলতে পারেন, একজন তাবেয়ির বক্তব্য কীভাবে শরিয়তের দলিল হয়? এর জবাবে বলা হয়, তাবেয়ির বক্তব্য শরিয়তের দলিল না হলেও, তাবেয়ির বক্তব্য যদি সর্ববাদিসম্মত হয়, তাহলে তা শরিয়তের দলিল হিসেবে বিবেচিত হবে। আর ইমাম মুজাহিদের এই বক্তব্যের পক্ষে আহলুস সুন্নাহর উলামাগণ একমত হয়েছেন।

শাইখুল ইসলাম ইমাম ইবনু তাইমিয়া রাহিমাহুল্লাহ (মৃ. ৭২৮ হি.) এ ব্যাপারে স্পষ্ট ভাষায় ইজমা (উলামাদের সর্ববাদিসম্মত অভিমত) বর্ণনা করে বলেছেন :

فقد حدث العلماء المرضيون وأولياؤه المقبولون: أن محمدا رسول الله ﷺ يجلسه ربه على العرش معه. روى ذلك محمد بن فضيل عن ليث عن مجاهد؛ في تفسير: ﴿عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا﴾ وذكر ذلك من وجوه أخرى مرفوعة وغير مرفوعة قال ابن جرير: وهذا ليس مناقضا لما استفاضت به الأحاديث من أن المقام المحمود هو الشفاعة باتفاق الأئمة من جميع من ينتحل الإسلام ويدعيه لا يقول إن إجلاسه على العرش منكرا - و إنما أنكره بعض الجهمية ولا ذكره في تفسير الآية منكر -.

সন্তোষভাজন উলামা ও গ্রহণযোগ্য ওলিগণ হাদিস বর্ণনা করেছেন, আল্লাহর রসুল মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে তাঁর রব আরশের ওপর নিজের সাথে বসাবেন। হাদিসটি বর্ণনা করেছেন মুহাম্মাদ বিন ফুদাইল, লাইস থেকে, তিনি বর্ণনা করেছেন মুজাহিদ থেকে— 'অবশ্যই আপনার রব আপনাকে উন্নীত করবেন মাকামে মাহমুদে (প্রশংসিত স্তরে)' – আয়াতটির তাফসিরে। এই ব্যাখ্যা অন্যান্য সনদেও মারফু ও গাইরে মারফু সূত্রে বর্ণিত হয়েছে। ইবনু জারির উল্লেখ করেছেন, উক্ত ব্যাখ্যা বিপুলসংখ্যক হাদিসে বর্ণিত ব্যাখ্যার সাথে সাংঘর্ষিক নয়, যেই ব্যাখ্যায় বলা হয়েছে, মাকামে মাহমুদ মানে শাফাআত; যা ইসলামের প্রতি নিজেকে সম্পৃক্ত করেন এবং ইসলামের দাবি করেন, এমন সকল ব্যক্তিবর্গের ইমামগণের ঐক্যমত অনুযায়ী বিশুদ্ধ। তাঁদের কেউই বলেননি, 'নবিজিকে আরশের ওপর বসানো খারাপ বিষয়।' কেবল কতিপয় জাহমিই এ বিষয়কে প্রত্যাখ্যান করেছে। তাঁরা এও বলেননি যে, উক্ত আয়াতের তাফসিরে এই ব্যাখ্যা উল্লেখ করা মন্দ বিষয়। **দ্রষ্টব্য :** আবুল আব্বাস আহমাদ বিন আব্দুল হালিম ইবনু তাইমিয়া আল-হার্রানি আন-নুমাইরি, ***মাজমুউল ফাতাওয়া***, সংকলন ও বিন্যাস : আব্দুর রহমান বিন কাসিম (মদিনা : কিং ফাহাদ কমপ্লেক্স ফর কুরআন প্রিন্টিং, প্রকাশের ক্রমধারাবিহীন, ১৪২৫ হি./২০০৪ খ্রি.), খ. ৪, পৃ. ৩৭৪।

আর গ্রহণযোগ্য ইমামগণ কর্তৃক বর্ণিত ইজমা দ্বারা প্রমাণিত বিষয় মেনে নিতে কোনো অসুবিধা নেই। কারণ সুসাব্যস্ত ইজমা শরিয়তের একটি বিশুদ্ধ দলিল। **বিস্তারিত দ্রষ্টব্য :** আব্দুল আজিজ

*বাইহাকি*ও এই হাদিস বর্ণনা করেছেন এবং (দোয়াটির শেষে) অতিরিক্ত অংশ উল্লেখ করেছেন,

إِنَّكَ لَا تُخْلِفُ الْمِيعَادَ

“ইন্নাকা লা তুখলিফুল মিআদ; **অর্থ :** নিশ্চয় আপনি প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করেন না।”[49]

শাইখ আব্দুল আজিজ বিন বাজ রাহিমাহুল্লাহ বলেছেন,

و إن زاد: إنك لا تخلف الميعاد، فحق؛ لأنها ثابتة من رواية البيهقي رحمه الله.

আর-রইস, ***আল-ইকনা ফি হুজ্জিয়্যাতিল ইজমা***, (মদিনা : দারুল ইমাম মুসলিম, ১ম প্রকাশ, ১৪৪০ হি.), পৃ. ১৩-১৮।

অধিকন্তু যারা ইমাম মুজাহিদের বর্ণনা প্রত্যাখ্যান করেছে, তাদের বিরুদ্ধে পূর্ববর্তী অনেক ইমাম অত্যন্ত কঠোর বক্তব্য দিয়েছেন এবং তাদেরকে বিদাতি বলেও রায় দিয়েছেন। ইমাম মুজাহিদের এই বর্ণনা সম্পর্কে আরও জানতে আগ্রহী পাঠকগণ আমাদের অনুবাদ ও টীকায় প্রকাশিতব্য শাইখ ইবনু উসাইমিন বিরচিত কিতাব *‘আকিদা ওয়াসিতিয়্যা ও তার ব্যাখ্যা’-র* পরিশিষ্ট দেখতে পারেন।

আপাতদৃষ্টিতে *মাকামে মাহমুদের* ব্যাখ্যা দুরকম মনে হলেও এ দুটোর মধ্যে কোনো বৈপরীত্য নেই, যেমনটি শাইখুল ইসলাম ইবনু তাইমিয়া রাহিমাহুল্লাহ উল্লেখ করেছেন ইমামুল মুফাসসিরিন আবু জাফার আত-তাবারির বরাতে। ঠিক এমন কথাই ব্যক্ত করে ইমাম মুহাম্মাদ বিন ইবরাহিম আলুশ শাইখ রাহিমাহুল্লাহ (মৃ. ১৩৮৯ হি.) বলেছেন, “কেউ বলেন, এর মানে বড়ো শাফায়াত। আবার কেউ কেউ বলেন, *মাকামে মাহমুদ* মানে আরশের ওপর নবি মুহাম্মাদকে নিজের সাথে বসানো। যেমনটি আহলুস সুন্নাহর একটি সুপ্রসিদ্ধ অভিমত। এক্ষেত্রে অগ্রগণ্য কথা হলো— উভয় মতের মাঝে কোনো বৈপরীত্য নেই। দুটো মতের মাঝেই এভাবে সমন্বয় করা যায় যে, দুটো বিষয়ই মাকামে মাহমুদের অন্তর্গত। আর আরশের ওপর বসানোর বিষয়টি অধিকতর পূর্ণাঙ্গ।” **দ্রষ্টব্য :** মুহাম্মাদ বিন ইবরাহিম, ***ফাতাওয়া ওয়া রাসাইল***, খ. ২, পৃ. ১৩৬। আর আল্লাহই সবচেয়ে ভালো জানেন। **অনুবাদকের টীকা সমাপ্ত।**

[49] বাইহাকি, ***আস-সুনানুল কুবরা***, খ. ১, পৃ. ৪১০।

"(আজানের দোয়ায়) কেউ যদি এই অতিরিক্ত অংশ বৃদ্ধি করে বলে, *'ইন্নাকা লা তুখলিফুল মিআদ (নিশ্চয় আপনি প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করেন না),'* তবে তা হক হিসেবেই বিবেচিত হবে। কেননা এই অতিরিক্ত অংশ বাইহাকি রাহিমাহুল্লাহর বর্ণনা থেকে সুসাব্যস্ত হয়েছে।"[50] [51]

২.১.৫ : ৫ম সুন্নাহ : আজান ও ইকামতের মধ্যে দোয়া করা

---

[50] শাইখ ইবনু বাজ, ***মাজমুউ ফাতাওয়া ওয়া মাকালাতুম মুতানাওয়্যাআ***, খ. ১০, পৃ. ৩৬৫।

[51] **অনুবাদকের টীকা :** আজানের দোয়ায় বহুল প্রচলিত অতিরিক্ত অংশ *'ইন্নাকা লা তুখলিফুল মিআদ'* – এর বিশুদ্ধতা নিয়ে মুহাদ্দিসগণের মাঝে মতভেদ আছে। শাইখ ইবনু বাজ রাহিমাহুল্লাহ বাইহাকি-বর্ণিত এই অংশকে বিশুদ্ধ বলেছেন, যেমনটি লেখক উল্লেখ করেছেন। কিন্তু এই অতিরিক্ত অংশের বর্ণনা একদল মুহাক্কিক বিদ্বানের মতে বিশুদ্ধ নয়। কেননা এই বর্ণনার একমাত্র বর্ণনাকারী মুহাম্মাদ বিন আওফ আত-তায়ি দজশন নির্ভরযোগ্য বর্ণনাকারীর বিপরীতে এই বর্ণনা করেছেন; বিধায় উক্ত বর্ণনা শাজ হওয়ার দোষে দুষ্ট। কেউ কেউ দাবি করেন, এই অতিরিক্ত অংশ *সহিহুল বুখারির* একটি নুসখায় বিদ্যমান আছে, যেটা *কুশমিহানি* বর্ণনা করেছেন। সুতরাং এটাও *সহিহুল বুখারির* হাদিস হিসেবেই গণ্য হবে। কিন্তু *কুশমিহানির* বর্ণিত নুসখা ছাড়া *সহিহুল বুখারির* অন্য কোনো বর্ণনাকারীর নুসখায় এটা পাওয়া যায় না, যেমনটি ইমাম আলবানি, আল্লামা সালিহ আল-উসাইমি প্রমুখ বলেছেন। এজন্য *কুশমিহানির* এই বর্ণনাকে অশুদ্ধ হিসেবেই ধরে নেওয়া হবে, এবং মনে করা হবে, এই অতিরিক্ত অংশ মূল সহিহুল বুখারির অন্তর্ভুক্ত না। **দ্রষ্টব্য :** মুহাম্মাদ নাসিরুদ্দিন আল-আলবানি, ***সহিহ সুনানি আবি দাউদ*** (কুয়েত : মুআসসাসাতু গিরাস, ১ম প্রকাশ, ১৪২৩ হি./২০০২ খ্রি.), খ. ৩, পৃ. ২৭; সালিহ আল-উসাইমি, ***"হাল সাবাতাত জিয়াদাতু ইন্নাকা লা তুখলিফুল মিআদ ফি সহিহিল বুখারি ? / শাইখ সালিহ আল-উসাইমি"***, ইউটিউবে প্রকাশকারী চ্যানেল : قطوف العصيمي, ভিডিয়ো আপলোডের তারিখ : ২২শে মে, ২০১৯ খ্রি., এডুকেশনাল ভিডিয়ো, ০০:০০ মিনিট থেকে ০১:৩০ মিনিট পর্যন্ত, https://youtu.be/Cu27-j2LaeE?si=3dasqsAV_dwYbnGe।]

অনুরূপভাবে শাজ হওয়ার অভিযোগে অতিরিক্ত অংশের বর্ণনাটিকে *'জইফ'* আখ্যা দিয়েছেন ইমাম মুকবিল আল-ওয়াদিয়ি রাহিমাহুল্লাহ (মৃ. ১৪২২ হি.)। **দ্রষ্টব্য :** আবু আব্দুর রহমান মুকবিল বিন হাদি আল-ওয়াদিয়ি, ***আশ-শাফাআহ*** (সানা : দারুল আসার, ৩য় প্রকাশ, ১৪২০ হি./১৯৯৯ খ্রি.), পৃ. ২৭৩। সমকালীন মুহাদ্দিস ইমাম মুহাম্মাদ বিন আলি আদাম আল-ইসয়ুবি রাহিমাহুল্লাহও (মৃ. ১৪৪২ হি.) বর্ণনাটিকে *'শাজ'* আখ্যা দিয়েছেন, আর শাজ হাদিস মূলত *জইফ* হাদিসেরই একটি প্রকার। [মুহাম্মাদ বিন আলি বিন আদাম আল-ইসয়ুবি আল-ওয়াল্লাবি, ***জাখিরাতুল উকবা ফি শারহিল মুজতাবা*** (মক্কা : দারু আলি বুরুম, ১ম প্রকাশ, ১৪২০ হি./১৯৯৯ খ্রি.), খ. ৮, পৃ. ৩৪৩] আর আল্লাহই সবচেয়ে ভালো জানেন। **অনুবাদকের টীকা সমাপ্ত।**

আবু দাউদ তাঁর *'সুনান'* গ্রন্থে বর্ণনা করেছেন,

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو، أَنَّ رَجُلاً، قَالَ يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّ الْمُؤَذِّنِينَ يَفْضُلُونَنَا. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم : قُلْ كَمَا يَقُولُونَ فَإِذَا انْتَهَيْتَ فَسَلْ تُعْطَهْ.

আব্দুল্লাহ বিন আমর রাদিয়াল্লাহু আনহুমা থেকে বর্ণিত, এক ব্যক্তি বলল, "হে আল্লাহর রসুল, মুয়াজ্জিনরা তো আমাদের চেয়ে মর্যাদার অধিকারী হয়ে যাচ্ছে।" রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, "মুয়াজ্জিনরা যেরূপ বলে থাকে, তোমরাও সেরূপ বলবে। এরপর আজান শেষ হলে আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করবে, তখন (তুই যা চাইবে) তোমাকে তা-ই দেওয়া হবে।"[52]

আবু দাউদ আরও বর্ণনা করেছেন,

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم : لَا يُرَدُّ الدُّعَاءُ بَيْنَ الأَذَانِ وَالإِقَامَةِ.

আনাস বিন মালিক রাদিয়াল্লাহু আনহু কর্তৃক বর্ণিত, তিনি বলেন, রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, "আজান ও ইকামতের মধ্যবর্তী সময়ের দোয়া কখনোই প্রত্যাখ্যাত হয় না।"[53]

এই পাঁচটি সুন্নাহ আজানের সেসব সুন্নাহর অন্তর্গত, যেগুলো কতিপয় মুসলিম পরিত্যাগ করেছে। তাই বলছি, ভাই আমার, আমাদের উচিত এই সুন্নাহগুলো মেনে চলা, হয়তো আল্লাহ চাইলে আমরা সুন্নাহকে আঁকড়ে ধরা ব্যক্তিবর্গের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাব।

[52] আবু দাউদ, হা. ৫২৪; আল-আলবানি *'সহিহুল জামি'* গ্রন্থে (হা. ৪৪০৩) হাদিসটিকে *সহিহ* বলেছেন।

[53] আবু দাউদ, হা. ৫২১; আল-আলবানি *'সহিহুল জামি'* গ্রন্থে (হা. ৩৪০৮) হাদিসটিকে *সহিহ* বলেছেন।

২.২ : নামাজ-সংক্রান্ত দ্বিতীয় সুন্নাহ : নফল নামাজ বাড়িতে আদায় করা

শাইখান তথা *বুখারি-মুসলিম* হাদিস বর্ণনা করেছেন,

عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ : صَلُّوا أَيُّهَا النَّاسُ فِي بُيُوتِكُمْ فَإِنَّ أَفْضَلَ الصَّلاَةِ صَلاَةُ الْمَرْءِ فِي بَيْتِهِ إِلاَّ الْمَكْتُوبَةَ.

জাইদ বিন সাবিত রাদিয়াল্লাহু আনহু কর্তৃক বর্ণিত, নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, “হে লোকসকল, তোমরা তোমাদের বাড়িতেই নামাজ পড়। কেননা ফরজ নামাজ ছাড়া লোকেরা নিজ নিজ বাড়িতে যে নামাজ পড়ে সেটাই সর্বোত্তম নামাজ।”[54]

মুসলিম তাঁর *‘সহিহ’* গ্রন্থে বর্ণনা করেছেন,

عَنْ جَابِرٍ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم : إِذَا قَضَى أَحَدُكُمُ الصَّلاَةَ فِي مَسْجِدِهِ فَلْيَجْعَلْ لِبَيْتِهِ نَصِيبًا مِنْ صَلاَتِهِ فَإِنَّ اللَّهَ جَاعِلٌ فِي بَيْتِهِ مِنْ صَلاَتِهِ خَيْرًا.

জাবির রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, “তোমাদের কেউ যখন মসজিদে নামাজ পড়বে, তখন সে যেন বাড়িতে

---

[54] সহিহুল বুখারি, হা. ৭৩১; সহিহ মুসলিম, হা. ৭৮১।

পড়ার জন্যও তার নামাজের কিছু অংশ রেখে দেয়। কেননা তার নামাজের কারণে আল্লাহ তার বাড়িতে কল্যাণ দিতে থাকেন।”[55]

ইবনু মাজাহ তাঁর ‘*সুনান*’ গ্রন্থে বর্ণনা করেছেন :

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَعْدٍ، قَالَ سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ ـ صلى الله عليه وسلم ـ أَيُّمَا أَفْضَلُ الصَّلاَةُ فِي بَيْتِي أَوِ الصَّلاَةُ فِي الْمَسْجِدِ قَالَ : أَلاَ تَرَى إِلَى بَيْتِي مَا أَقْرَبَهُ مِنَ الْمَسْجِدِ فَلأَنْ أُصَلِّيَ فِي بَيْتِي أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أُصَلِّيَ فِي الْمَسْجِدِ إِلاَّ أَنْ تَكُونَ صَلاَةً مَكْتُوبَةً.

আব্দুল্লাহ বিন সাদ রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞেস করলাম, “কোনটি সবচেয়ে উত্তম : আমার বাড়ির নামাজ, না মসজিদের নামাজ?” তিনি বললেন, “তুমি কি আমার বাড়ি দেখ না, তা মসজিদের কত নিকটে? এ সত্ত্বেও আমার মসজিদে নামাজ পড়া অপেক্ষা আমার বাড়িতে নামাজ পড়া আমার নিকট অধিক প্রিয়। কিন্তু ফরজ নামাজ হলে ভিন্ন কথা (তা মসজিদে পড়াই সবচেয়ে উত্তম)।”[56]

ইবনুল কাইয়্যিম রাহিমাহুল্লাহ (মৃ. ৭৫১ হি.) বলেছেন,

وَكَانَ هَدْيُ النَّبِيِّ ﷺ فِعْلَ السُّنَنِ، وَالتَّطَوُّعَ فِي الْبَيْتِ إِلَّا لِعَارِضٍ، كَمَا أَنَّ هَدْيَهُ كَانَ فِعْلَ الْفَرَائِضِ فِي الْمَسْجِدِ إِلَّا لِعَارِضٍ مِنْ سَفَرٍ، أَوْ مَرَضٍ، أَوْ غَيْرِهِ مِمَّا يَمْنَعُهُ مِنَ الْمَسْجِدِ.

“কোনো বিঘ্নতা না থাকলে, বাড়িতেই সুন্নাহ ও নফল নামাজ পড়া নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আদর্শ ছিল। যেমনভাবে ফরজ নামাজ মসজিদে

---

[55] সহিহ মুসলিম, কিতাবু সালাতিল মুসাফিরিন, অধ্যায় নং: ৬, পরিচ্ছেদ নং : ২৯, হা. ৭৭৮।

[56] ইবনু মাজাহ, হা. ১৩৭৮; সাক্ষ্যমূলক বর্ণনার ভিত্তিতে *আল-আলবানি* হাদিসটিকে ‘*মুখতাসারুশ শামায়িলিল মুহাম্মাদিয়্যা*’ গ্রন্থে (পৃ. ১৫৮, হা. ২৫১) *সহিহ* আখ্যা দিয়েছেন।

পড়াই ছিল তাঁর আদর্শ; তবে সফর, রোগ, বা অন্য কোনো বিঘ্নতা তাকে মসজিদে আসা থেকে বিরত রাখলে সে কথা ভিন্ন।"[57]

নিঃসন্দেহে এই সুন্নাহ জিন্দা করার মধ্যে বেশকিছু উপকারিতা রয়েছে। যথা :

১. নিজের গৃহকে জিন্দা রাখা এবং তাতে বরকত ও নুর (জ্যোতি) ছড়িয়ে দেওয়া। *সহিহ মুসলিমে* এসেছে (নবিজি বলেছেন) :

مَثَلُ الْبَيْتِ الَّذِي يُذْكَرُ اللَّهُ فِيهِ وَالْبَيْتِ الَّذِي لاَ يُذْكَرُ اللَّهُ فِيهِ مَثَلُ الْحَيِّ وَالْمَيِّتِ.

"যেই গৃহে আল্লাহর জিকির করা হয়, আর যেই গৃহে আল্লাহর জিকির করা হয় না, সেই দুটি গৃহের তুলনা করা যায় জীবিত ও মৃতের সাথে।"[58]

সহিহ মুসলিমে আরও বর্ণিত হয়েছে,

عَنِ ابْنِ، عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ : اجْعَلُوا مِنْ صَلاَتِكُمْ فِي بُيُوتِكُمْ وَلاَ تَتَّخِذُوهَا قُبُورًا.

আব্দুল্লাহ বিন উমার রাদিয়াল্লাহু আনহুমা থেকে বর্ণিত, নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, "তোমরা নিজেদের বাড়িতেও নামাজ পড়, (বাড়িতে কোনো নামাজ না পড়ে) বাড়িকে তোমরা কবর বানিয়ে ফেল না।"[59]

২. বাড়িতে নামাজ পড়লে উক্ত নামাজে ইখলাস (এক আল্লাহর জন্যই ইবাদত করার আন্তরিকতা) বাস্তবায়িত হওয়ার বিষয়টি অধিক আশাব্যঞ্জক হয়ে থাকে।

---

[57] জাদুল মাআদ, খ. ১, পৃ. ৩০৫।

[58] সহিহ মুসলিম, কিতাবু সালাতিল মুসাফিরিন, অধ্যায় নং : ৬, পরিচ্ছেদ নং : ২৯, হা. ৭৭৯।

[59] সহিহ মুসলিম, কিতাবু সালাতিল মুসাফিরিন, অধ্যায় নং : ৬, পরিচ্ছেদ নং : ২৯, হা. ৭৭৭।

কেননা বাড়িতে তাকে দেখার মতো লোক কম থাকে। পক্ষান্তরে মসজিদে নামাজ পড়লে বিষয়টি এমন থাকে না।

৩. বাড়িতে নামাজ পড়লে বাড়ির অধিবাসীরা তাকে দেখবে, ফলে তার স্ত্রীপরিজন ও সন্তানসন্ততি তার থেকে নামাজের পদ্ধতি শিখতে পারবে এবং ভালোভাবে নামাজ আদায় করতেও অভ্যস্ত হবে।

৪. নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অনুসরণ করা হবে এবং এই পরিত্যাগকৃত সুন্নাহও জিন্দা করা হবে।

২.৩ : ৩য় সুন্নাহ : রুকুর পরে দীর্ঘক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকা এবং দুই সেজদার মাঝে দীর্ঘক্ষণ বসে থাকা

শাইখান তাঁদের স্ব স্ব *‘সহিহ’* গ্রন্থে *সাবিত আল-বুনানি*-র সূত্রে বর্ণনা করেছেন :

عَنْ أَنَسٍ ـ رضى الله عنه ـ قَالَ إِنِّي لاَ آلُو أَنْ أُصَلِّيَ بِكُمْ كَمَا رَأَيْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم يُصَلِّي بِنَا، قَالَ ثَابِتٌ كَانَ أَنَسٌ يَصْنَعُ شَيْئًا لَمْ أَرَكُمْ تَصْنَعُونَهُ، كَانَ إِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ قَامَ حَتَّى يَقُولَ الْقَائِلُ قَدْ نَسِيَ، وَبَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ حَتَّى يَقُولَ الْقَائِلُ قَدْ نَسِيَ.

আনাস বিন মালিক রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, “আমি নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে যেভাবে আমাদের নিয়ে নামাজ পড়তে দেখেছি, কমবেশি না করে আমি তোমাদেরকে সেভাবেই নামাজ পড়ে দেখাব।” সাবিত রাহিমাহুল্লাহ বলেন, “আনাস এমন কিছু করতেন, যা আমি তোমাদেরকে করতে দেখি না। তিনি রুকু থেকে মাথা তুলে দাঁড়িয়ে এত বিলম্ব করতেন যে, কেউ কেউ বলত, তিনি (সেজদার কথা) ভুলে গেছেন। আবার তিনি দুই সেজদার মাঝে এত বিলম্ব করতেন যে, কেউ কেউ বলত, তিনি (দ্বিতীয় সেজদার কথা) ভুলে গেছেন।”[60]

সহিহ মুসলিমের বর্ণনায় এসেছে :

عَنْ أَنَسٍ، قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إِذَا قَالَ : سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ. قَامَ حَتَّى نَقُولَ قَدْ أَوْهَمَ. ثُمَّ يَسْجُدُ وَيَقْعُدُ بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ حَتَّى نَقُولَ قَدْ أَوْهَمَ.

আনাস রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, “রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন *‘সামিআল্লাহু লিমান হামিদাহ’* বলে দীর্ঘসময় দাঁড়িয়ে

---

[60] সহিহুল বুখারি, হা. ৮২১, সহিহ মুসলিম, হা. ৪৭২।

থাকতেন, এমনকি আমরা (মনে মনে) বলতাম, তিনি (সেজদার কথা) ভুলে গেছেন। এরপর তিনি সেজদায় যেতেন এবং দুই সেজদার মাঝে তিনি এতক্ষণ বসতেন যে, আমরা (মনে মনে) বলতাম, তিনি (পরবর্তী সেজদার কথা) ভুলে গেছেন।”[61]

এছাড়া এই সুন্নাহর পক্ষে এটাও একটি প্রমাণ যে, নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সেজদা, রুকু, দুই-সেজদা-মধ্যবর্তী উপবেশন, রুকু থেকে ওঠার পর দাঁড়ানো প্রায় সমপরিমাণ ছিল। এ থেকে প্রতীয়মান হয়, তিনি রুকু থেকে ওঠার পরে দাঁড়িয়ে থাকার সময় এবং দুই সেজদার মাঝে বসে থাকার সময় এমন পরিমাণ সময় অবস্থান করতেন, যা তাঁর সেজদায় দেওয়া সময়ের কাছাকাছি হতো; বর্তমানে মুসল্লিরা যেমন দ্রুততা দেখান এসব স্থানে, তেমনটি তিনি করতেন না।

বুখারি ও *মুসলিম* বর্ণনা করেছেন,

عَنِ الْبَرَاءِ قَالَ كَانَ سُجُودُ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَرُكُوعُهُ وَقُعُودُهُ بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ قَرِيبًا مِنْ السَّوَاءِ.

বারা বিন আজিব রাদিয়াল্লাহু আনহু সূত্রে বর্ণিত, তিনি বলেন, “নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সেজদাহ, রুকু এবং দুই সেজদার মধ্যবর্তী উপবেশন প্রায় সমান সময়ের হতো।”[62]

এটা ছিল *সহিহুল বুখারির* শব্দবিন্যাস। *সহিহ মুসলিমের* শব্দবিন্যাস এমন—

[61] সহিহ মুসলিম, কিতাবুস সালাত, অধ্যায় নং : ৪, পরিচ্ছেদ নং : ৩৮, হা. ৪৭৩।

[62] সহিহুল বুখারি, হা. ৮২০।

عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ، قَالَ رَمَقْتُ الصَّلاَةَ مَعَ مُحَمَّدٍ صلى الله عليه وسلم فَوَجَدْتُ قِيَامَهُ فَرَكْعَتَهُ فَاعْتِدَالَهُ بَعْدَ رُكُوعِهِ فَسَجْدَتَهُ فَجَلْسَتَهُ بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ فَسَجْدَتَهُ فَجَلْسَتَهُ مَا بَيْنَ التَّسْلِيمِ وَالاِنْصِرَافِ قَرِيبًا مِنَ السَّوَاءِ .

বারা বিন আজিব রাদিয়াল্লাহু আনহু সূত্রে বর্ণিত, তিনি বলেন, "আমি মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে থেকে তাঁর নামাজ পড়ার পদ্ধতি ভালোভাবে পর্যবেক্ষণ করেছি। নামাজে তাঁর দাঁড়ানো, তার রুকু, এরপর রুকু থেকে সোজা হয়ে দাঁড়ানো, তাঁর সেজদা এবং দুই সাজদার মাঝে তাঁর উপবেশন, এরপর তাঁর দ্বিতীয় সেজদা, তারপর তাঁর *'সালাম ফেরানো'* এবং *'সালাম ফেরানো ও নামাজ শেষ করে চলে যাওয়ার'* মাঝখানে উপবেশন এর সবই প্রায় সমপরিমাণ সময়ের পেয়েছি।"[63]

ইবনুল কাইয়্যিম রাহিমাহুল্লাহ বলেন :

وَكَانَ مِنْ هَدْيِهِ إِطَالَةُ هَذَا الرُّكْنِ — أَيْ : الاِعْتِدَال — بِقَدْرِ الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ، ... قَالَ شَيْخُنَا: وَتَقْصِيرُ هَذَيْنِ الرُّكْنَيْنِ مِمَّا تَصَرَّفَ فِيهِ أُمَرَاءُ بَنِي أُمَيَّةَ فِي الصَّلَاةِ وَأَحْدَثُوهُ فِيهَا، كَمَا أَحْدَثُوا فِيهَا تَرْكَ إِتْمَامِ التَّكْبِيرِ، وَكَمَا أَحْدَثُوا التَّأْخِيرَ الشَّدِيدَ، وَكَمَا أَحْدَثُوا غَيْرَ ذَلِكَ مِمَّا يُخَالِفُ هَدْيَهُ ﷺ، وَرُبِّيَ فِي ذَلِكَ مَنْ رُبِّيَ حَتَّى ظَنَّ أَنَّهُ مِنَ السُّنَّةِ.

"নবিজির আদর্শ ছিল নামাজের এই রুকনকে—অর্থাৎ রুকুর পরে সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে থাকাকে—রুকু ও সেজদার মতো লম্বা করা।... আমাদের শাইখ[64] বলেছেন, 'এই দুই রুকনকে সংক্ষেপ করা[65] বনু উমাইয়ার শাসকদের হস্তক্ষেপকৃত ও নবউদ্ভাবিত বিষয়াবলির অন্যতম; যেমনভাবে তারা পরিপূর্ণরূপে তাকবির আদায় না করার[66] নতুন আমল উদ্ভাবন করেছে, যেমনভাবে অনেক দেরি নামাজ পড়ার নব্য

---

[63] সহিহ মুসলিম, কিতাবুস সালাত, অধ্যায় নং : ৪, পরিচ্ছেদ নং : ৩৮, হা. ৪৭১।

[64] এখানে 'শাইখ' বলে শাইখুল ইসলাম ইবনু তাইমিয়াকে বুঝিয়েছেন।

[65] এখানে দুই রুকন বলে *'রুকুর পরে দাঁড়িয়ে থাকা'* এবং *'দুই সেজদার মাঝে বসে থাকা'* বোঝানো হয়েছে। – **অনুবাদক।**

[66] **অনুবাদকের টীকা :** *'পরিপূর্ণরূপে তাকবির আদায় না করার'* ব্যাখ্যা আমরা আল্লামা জামালুদ্দিন আজ-জাইলায়ি রাহিমাহুল্লাহর (মৃ. ৭৬২ হি.) কথা থেকে পেশ করছি। জাইলায়ি বলেন, "এটা সুবিদিত যে, পরিপূর্ণরূপে তাকবির আদায় না করা বনু উমাইয়ার খলিফাবর্গের এবং তাদের প্রাদেশিক শাসকদের মতাদর্শ ছিল; এমনকি উমার বিন আব্দুল আজিজেরও এই অভিমত ছিল। আর সেটা হলো রুকুর পরে সেজদায় যাওয়ার সময় এবং দুই সেজদার মাঝে বসার পরে দ্বিতীয় সেজদা দেওয়ার সময় (আওয়াজ করে তথা সরবে) তাকবির না দেওয়া।" **দ্রষ্টব্য :** জামালুদ্দিন আবু মুহাম্মাদ আব্দুল্লাহ বিন ইউসুফ আজ-জাইলায়ি, ***নাসবুর রায়াহ লি আহাদিসিল হিদায়া***, তাহকিক : মুহাম্মাদ আওয়ামা (বৈরুত :

আমল উদ্ভাবন করেছে, যেমনভাবে তারা আরও অন্যান্য বিষয় উদ্ভাবন করেছে, যা নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আদর্শের সাথে সাংঘর্ষিক। যারা এসব আমলের মধ্যে প্রতিপালিত হওয়ার তারা এসবেই প্রতিপালিত হয়েছে, এমনকি এক পর্যায়ে এই ধারণা করে ফেলেছে যে, এটা সুন্নাহরই অন্তর্ভুক্ত!”[67]

শাইখ ইবনু উসাইমিন রাহিমাহুল্লাহ বলেছেন :

وعلى هذا؛ فالسُّنَّة الواردةُ عن النبيِّ ﷺ إطالة هذا الرُّكن أعني: ما بين الرُّكوعِ والسُّجودِ خلافًا لمن كان يُسرِعُ فيه، بل لمن كان لا يطمئنُّ فيه، كما نشاهدُه من بعض المصلِّين، من حين أن يرفعَ من الرُّكوع يسجد، فالذي يفعل هذا - أي: لا يطمئنُّ بعد الرُّكوع - صلاتُه باطلة؛ لأنه تَرَكَ رُكنًا مِن أركان الصَّلاةِ.

“এরই ভিত্তিতে বলতে হয়, এই রুকনকে দীর্ঘায়ত করাই নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণিত সুন্নাত। অর্থাৎ, রুকু ও সেজদার মাঝে দাঁড়ানোকে দীর্ঘায়ত করা; যারা এক্ষেত্রে দ্রুততা অবলম্বন করে তাদের বিপরীতে, বরং যারা এতে (তাসবিহ পাঠের সময়টুকুও) প্রশান্তভাবে দাঁড়িয়ে থাকে না তাদের বিপরীতে, যেমনটি আমরা কতিপয় মুসল্লিকে করতে দেখি যে, রুকু থেকে ওঠামাত্র সেজদায় চলে যায়। যে ব্যক্তি এই কাজ করে—অর্থাৎ, রুকুর পরে নির্ধারিত জিকিরপাঠের সময়টুকুও প্রশান্তভাবে দাঁড়িয়ে থাকে না—তার নামাজ বাতিল। কেননা সে নামাজের রুকনগুলোর একটি রুকন পরিত্যাগ করেছে।”[68]

মুআসসাসাতুর রাইয়্যান, জেদ্দা : দারুল কিবলা, ১ম প্রকাশ, ১৪১৮ হি./১৯৯৭ খ্রি.), খ. ১, পৃ. ৩৫৫। **টীকা সমাপ্ত।**

[67] জাদুল মাআদ, খ. ১, পৃ. ২১২-২১৫।

[68] আশ-শারহুল মুমতি, খ. ৩, পৃ. ১০৫; **আরও দেখুন :** আল্লামা আলবানি, ***সিফাতু সালাতিন নাবি*** ﷺ, পৃ. ১৩৮।

২.৪ : ৪র্থ সুন্নাহ : সফর থেকে ফিরে আসার পরে মসজিদে দুই রাকাত নামাজ আদায়

শাইখান তাঁদের স্ব স্ব *'সহিহ'* গ্রন্থে সাহাবি কাব বিন মালিক রাদিয়াল্লাহু আনহুর হাদিস বর্ণনা করেছেন, যেখানে তিনি বলেছেন,

أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ كَانَ لَا يَقْدَمُ مِنْ سَفَرٍ إِلَّا نَهَارًا فِي الضُّحَى، فَإِذَا قَدِمَ بَدَأَ بِالْمَسْجِدِ فَصَلَّى فِيهِ رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ جَلَسَ فِيهِ.

"রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কেবল দিনেই সফর থেকে ফিরে আসতেন; আর আসতেন কিছুটা বেলা বাড়ার সময়। সফর থেকে ফিরে তিনি প্রথমেই মসজিদে যেতেন এবং সেখানে তিনি দুই রাকাআত নামাজ পড়তেন। তারপর সেখানে (লোকদের সাথে কুশলাদি বিনিময়ের জন্য) কিছুক্ষণ বসতেন।"[69]

শাইখান বর্ণনা করেছেন, জাবির বিন আব্দুল্লাহ রাদিয়াল্লাহু আনহুমা বলেন,

اشْتَرَى مِنِّي رَسُولُ اللهِ ﷺ بَعِيرًا فَلَمَّا قَدِمَ الْمَدِينَةَ أَمَرَنِي أَنْ آتِيَ الْمَسْجِدَ فَأُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ.

---

[69] সহিহুল বুখারি, হা. ৪৪১৮; সহিহ মুসলিম, হা. ২৭৬৯ ও ৭১৬; এটা কাব বিন মালিক রাদিয়াল্লাহু আনহুর তওবা-বিষয়ক হাদিসের একাংশ।

“(কোনো এক সফরে) রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমার নিকট থেকে একটি উট কিনেছিলেন। এরপর তিনি মদিনায় আগমন করলে আমাকে মসজিদে এসে দুই রাকাত নামাজ পড়তে বললেন।”[70]

নববি রাহিমাহুল্লাহ (মৃ. ৬৭৬ হি.) বলেছেন,

فِي هَذِهِ الْأَحَادِيثِ اسْتِحْبَابُ رَكْعَتَيْنِ لِلْقَادِمِ مِنْ سَفَرِهِ فِي الْمَسْجِدِ أَوَّلَ قُدُومِهِ وَهَذِهِ الصَّلَاةُ مَقْصُودَةٌ لِلْقُدُومِ مِنَ السَّفَرِ لَا أَنَّهَا تَحِيَّةُ الْمَسْجِدِ وَالْأَحَادِيثُ الْمَذْكُورَةُ صَرِيحَةٌ فِيمَا ذَكَرْتُهُ.

“এসব হাদিস থেকে প্রতীয়মান হয়, সফর থেকে ফেরা ব্যক্তির জন্য প্রথমেই মসজিদে যেয়ে দুই রাকাত নামাজ পড়া মুস্তাহাব (সুন্নাতি আমল)। এই নামাজ সফর থেকে ফেরার জন্যই নির্ধারিত, এটা তাহিয়্যাতুল মাসজিদ (মসজিদে প্রবেশের নামাজ) নয়। আমি যা বলছি তার প্রমাণ হিসেবে উল্লিখিত হাদিসগুলো সুস্পষ্ট।”[71]

ইবনুল কাইয়্যিম রাহিমাহুল্লাহ বলেন :

السُّنَّةُ لِلْقَادِمِ مِنَ السَّفَرِ أَنْ يَدْخُلَ الْبَلَدَ عَلَى وُضُوءٍ وَأَنْ يَبْدَأَ بِبَيْتِ اللَّهِ قَبْلَ بَيْتِهِ، فَيُصَلِّي فِيهِ رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ يَجْلِسُ لِلْمُسَلِّمِينَ عَلَيْهِ ثُمَّ يَنْصَرِفُ إِلَى أَهْلِهِ.

“সফরফেরত ব্যক্তির জন্য সুন্নাতি আমল হলো, তিনি অজু থাকা অবস্থায় নিজের এলাকায় আসবেন এবং নিজের গৃহের আগে আল্লাহর গৃহে যাবেন, এরপর সেখানে দুই রাকাত নামাজ পড়বেন, তারপর যারা তাঁকে সালাম দেয়, তাদের জন্য বসবেন (অর্থাৎ কিছুক্ষণ কুশলাদি বিনিময় করবেন); তারপরে নিজের পরিবারপরিজনের কাছে যাবেন।”[72]

---

[70] সহিহুল বুখারি, হা. ৪৪৩, সহিহ মুসলিম, হা. ৭১৫।

[71] শারহু সহিহি মুসলিম, খ. ৫, পৃ. ১৮৭।

[72] জাদুল মাআদ, খ. ৩, পৃ. ৫০৩-৫০৪।

২.৫ : ৫ম সুন্নাহ : দুই সেজদার মাঝে বসার সময় পায়ের গোড়ালিদ্বয়ের ওপর বসা

‘আল-মুজামুল কাবির’ গ্রন্থে *তাবারানি* স্বীয় সনদে হাদিস বর্ণনা করেছেন,

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما، قَالَ: مِنَ السُّنَّةِ فِي الصَّلَاةِ أَنْ تَضَعَ أَلْيَتَيْكَ عَلَى عَقِبَيْكَ بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ.

ইবনু আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহুমা থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, “দুই সেজদার মাঝে তোমার পায়ের গোড়ালিদ্বয়ের ওপর তোমার দুই নিতম্ব (পাছা) রেখে বসা[73] — নামাজের একটি সুন্নাহ।”[74]

---

[73] **অনুবাদকের টীকা :** আলোচ্য হাদিসে দুই সেজদার মাঝে বসার সময় দুই হাঁটুকে জমিনে রেখে, দুই পায়ের আঙুলগুলোকে জমিনমুখী করে বিছিয়ে দিয়ে, দুই পায়ের গোড়ালির ওপর বসার কথা বলা হয়েছে। এটা সুন্নাহ। পক্ষান্তরে নিতম্ব বা পাছাকে জমিনের সাথে লাগিয়ে দিয়ে দুই পা খাড়া করে রাখা এবং হস্তদ্বয়কে জমিনে বিছিয়ে দেওয়া থেকে হাদিসে নিষেধ করা হয়েছে। আর আলোচ্য সুন্নাহ কেবল দুই সেজদার মাঝে বসার ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য, অন্যক্ষেত্রে নয়। **দ্রষ্টব্য :** আবু জাকারিয়া মুহিউদ্দিন বিন শারাফ আন-নাবাবি, ***আল-মাজমু শারহুল মুহাজ্জাব*** (কায়রো : ইদারাতুত তাবাআতিল মুনিরিয়্যা, প্রকাশের ক্রমধারাবিহীন, ১৩৪৪-১৩৪৭ হি.), খ. ৩, পৃ. ৪৩৮। শাইখ আলবানি রাহিমাহুল্লাহ এই হাদিসের ফিকহ সম্পর্কে আলোচনা করতে যেয়ে বলেন :

ولا منافاة بينها، وبين السنة الأخرى، وهي الافتراش، بل كل سنة، فيفعل تارة هذه، وتارة هذه، اقتداء به ﷺ، وحتى لا يضيع عليه شيء من هديه ﷺ.

“(দুই সেজদার মাঝে) বসার এই পদ্ধতির সাথে অপর সুন্নাতি পদ্ধতির কোনোই বৈপরীত্য নেই; যেই অপর সুন্নাতি পদ্ধতি হলো নামাজে স্বাভাবিকভাবে বসার পদ্ধতি (বাম পা বিছিয়ে তার ওপর নিতম্ব রেখে ডান পা খাড়া রেখে বসা)। বরং সবগুলোই সুন্নাহ। নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অনুসরণ করে একবার এটা আমল করবে, আরেকবার ওটা আমল করবে; যাতে করে নবিজির কোনো আদর্শই তার ছুটে না যায়।”

দ্রষ্টব্য : আবু আব্দুর রহমান মুহাম্মাদ নাসিরুদ্দিন আল-আলবানি, ***সিলসিলাতুল আহাদিসিস সহিহা ওয়া শাইউম মিন ফিকহিহা ওয়া ফাওয়ায়িদিহা*** (রিয়াদ : মাকতাবাতুল মাআরিফ, ১ম প্রকাশ, ১৪১৫ হি./১৯৯৫ খ্রি.), খ. ১, পৃ. ৭৩৬। **অনুবাদকের টীকা সমাপ্ত।**

[74] তাবারানি, ***আল-মুজামুল কাবির***, খ. ৩, পৃ. ১০৬; আল্লামা আলবানি *‘আস-সহিহা’* কিতাবে (খ. ১, পৃ. ৭৩৪, হা. ৩৮৪) হাদিসটিকে *সহিহ* বলেছেন।

২.৬ : ৬ষ্ঠ সুন্নাহ : নামাজে কাতারবদ্ধ হওয়ার সময় পাশাপাশি মিলে দাঁড়ানো

অনেক মুসলিম এই সুন্নাহকে উপেক্ষা করেন; অর্থাৎ, নামাজে কাতারবদ্ধ হওয়ার সময় পাশাপাশি মিলে দাঁড়ানোর সুন্নাহকে।[75] অথচ নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই সুন্নাহ পালনের জন্য উৎসাহিত করেছেন। *আল-বুখারি* বর্ণনা করেছেন,

عَنْ أَنَسٍ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم قَالَ : أَقِيمُوا صُفُوفَكُمْ وَتَرَاصُّوا، فَإِنِّي أَرَاكُمْ مِنْ وَرَاءِ ظَهْرِي.

---

75 **অনুবাদকের টীকা :** কাতারে পরস্পরে মিলিত হয়ে দাঁড়ানোর (اَلتَّرَاصُّ فِي الصُّفُوْفِ) অর্থ কী, সেটা বোঝা দরকার। ইমাম ইবনু উসাইমিন রাহিমাহুল্লাহ (মৃ. ১৪২১ হি.) বলেন,

المراد بالتَّراصِّ أن لا يَدَعُوا فُرَجًا للشياطين، وليس المراد بالتَّراص التَّزاحم.

"পরস্পরে মিলিত হয়ে দাঁড়ানোর অর্থ : কেউ যেন শয়তানের জন্য ফাঁক না রাখে; পরস্পরে মিলিত হয়ে দাঁড়ানোর অর্থ এটা নয় যে, মুসল্লিরা ভিড় করবেন বা চাপাচাপি করে দাঁড়াবেন।" **দ্রষ্টব্য :** মুহাম্মাদ বিন সালিহ আল-উসাইমিন, ***আশ-শারহুল মুমতি আলা জাদিল মুস্তাকনি*** (সৌদি আরব : দারু ইবনিল জাওজি, ১ম প্রকাশ, ১৪২২ হি./১৪২৮ খ্রি.), খ. ৩, পৃ. ১২।

সুবৃহৎ ফিকহ বিশ্বকোষ *'আল-মাওসুআতুল ফিকহিয়্যাতিল কুওয়াইতিয়্যা'* গ্রন্থে বলা হয়েছে :

ذَهَبَ الْجُمْهُورُ إِلَى أَنَّهُ يُسْتَحَبُّ تَسْوِيَةُ الصُّفُوفِ فِي صَلاَةِ الْجَمَاعَةِ بِحَيْثُ لاَ يَتَقَدَّمُ بَعْضُ الْمُصَلِّينَ عَلَى الْبَعْضِ الآْخَرِ، وَيَعْتَدِلُ الْقَائِمُونَ فِي الصَّفِّ عَلَى سَمْتٍ وَاحِدٍ مَعَ التَّرَاصِّ، وَهُوَ تَلاَصُقُ الْمَنْكِبِ بِالْمَنْكِبِ، وَالْقَدَمِ بِالْقَدَمِ، وَالْكَعْبِ بِالْكَعْبِ حَتَّى لاَ يَكُونَ فِي الصَّفِّ خَلَلٌ وَلاَ فُرْجَةٌ.

"অধিকাংশ উলামার মতে, জামাতে নামাজ পড়ার সময় কাতার সোজা করা মুস্তাহাব; যাতে করে একজন মুসল্লি অপর মুসল্লির চেয়ে সামনে চলে না যায় (বরং সমান থাকতে হবে)। আর কাতারে দাঁড়ানো সবাই একটি সমান্তরাল রেখার ওপর সোজা হয়ে পরস্পরে মিলে দাঁড়াবেন। পরস্পরে মিলে দাঁড়ানোর মানে কাঁধের সাথে কাঁধ, পায়ের সাথে পা, টাখনুর সাথে টাখনু মিলিয়ে দাঁড়ানো; যেন কাতারের মধ্যে কোনো ছিদ্র ও ফাঁক না থাকে।

দ্রষ্টব্য : মিনিস্ট্রি অফ আওকাফ অ্যান্ড ইসলামিক অ্যাফেয়ার্স, কুয়েত, ***আল-মাওসুআতুল ফিকহিয়্যাতিল কুওয়াইতিয়্যা*** (মিশর : মাতাবিউ দারিস সাফওয়া, ১ম প্রকাশ, ১৪১২ হি./১৯৯২ খ্রি.), খ. ২৭, পৃ. ৩৫। **টীকা সমাপ্ত।**

আনাস রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, "তোমাদের কাতারগুলো সোজা করে নাও, আর আঁটসাঁট হয়ে দাঁড়াও। কেননা আমি আমার পিছনে তোমাদেরকে দেখতে পাই।"[76]

অন্য বর্ণনায় *আল-বুখারি* অতিরিক্ত বর্ণনা করেছেন (সাহাবি আনাস বলেন) :

وَكَانَ أَحَدُنَا يُلْزِقُ مَنْكِبَهُ بِمَنْكِبِ صَاحِبِهِ وَقَدَمَهُ بِقَدَمِهِ.

"আমাদের প্রত্যেকেই তার পার্শ্ববর্তী ব্যক্তির কাঁধের সাথে কাঁধ এবং পায়ের সাথে পা মিলাত।"[77]

ইবনু আবি শাইবা অতিরিক্ত বর্ণনা করেছেন, আনাস রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন,

وَلَوْ ذَهَبْتَ تَفْعَلُ ذَلِكَ لَتَرَى أَحَدَهُمْ كَأَنَّهُ بَغْلٌ شَمُوسٌ.

"তুমি যদি এটা (পায়ে পা ও কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে দাঁড়ানো) করতে যাও, তাহলে দেখবে, তাদের কেউ কেউ যেন অস্থির খচ্চর (এর মতো আচরণ করছে)।"[78]

---

[76] সহিহুল বুখারি, হা. ৭১৯।

[77] সহিহুল বুখারি, হা. ৭২৫।

[78] মুসান্নাফ ইবনি আবি শাইবা, খ. ৩, পৃ. ২১১, হা. ৩৫৪৪। *'আল-বাগলুশ শামুস'* অর্থ : যেই খচ্চর তার তেজ ও অস্থিরতার দরুন ছুটে পালাতে চায়, এক জায়গায় স্থির হতে পারে না। **দেখুন :** ইবনু মানজুর, ***লিসানুল আরব***, খ. ৮, পৃ. ১৩১। **আমি (অনুবাদক) বলছি**, "*মুসান্নাফ ইবনি আবি শাইবা* কিতাবের মুহাক্কিক আল্লামা সাদ বিন নাসির আশ-শাসরি হাফিজাহুল্লাহ এই হাদিসকে *সহিহ* বলেছেন। শাইখের তাহকিককৃত কিতাবে হাদিসটির নাম্বার : ৩৫৬২। **দ্রষ্টব্য :** আবু বাকার আব্দুল্লাহ বিন মুহাম্মাদ ইবনু আবি

শাইখান বর্ণনা করেছেন,

عَنِ النُّعْمَانِ بْنَ بَشِيرٍ، قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم : أَقِيمُوا صُفُوفَكُمْ، ثَلَاثًا، وَاللهِ لَتُقِيمُنَّ صُفُوفَكُمْ أَوْ

لَيُخَالِفَنَّ اللهُ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ.

নুমান বিন বাশির রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, "তোমরা তোমাদের কাতার সোজা করে নিবে।" এ কথা তিনি তিনবার বলার পরে বলেন, "তোমরা অবশ্যই তোমাদের কাতার সোজা করে নিবে, তা নাহলে আল্লাহ তোমাদের অন্তরে মতভেদ সৃষ্টি করে দিবেন।"[79]

সহিহ মুসলিমে এসেছে :

عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ أَنَّ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم قَالَ : أَلاَ تَصُفُّونَ كَمَا تَصُفُّ الْمَلاَئِكَةُ عِنْدَ رَبِّهَا؟ فَقُلْنَا : يَا رَسُولَ اللهِ وَكَيْفَ تَصُفُّ الْمَلاَئِكَةُ عِنْدَ رَبِّهَا؟ قَالَ : يُتِمُّونَ الصُّفُوفَ الأُوَلَ وَيَتَرَاصُّونَ فِي الصَّفِّ.

জাবির বিন সামুরা রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, একদা নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, "ফেরেশতাগণ যেভাবে তাঁদের প্রতিপালকের সামনে কাতারবদ্ধ হয়ে দাঁড়ান, তোমরা কি সেভাবে কাতারবদ্ধ হয়ে দাঁড়াবে না?" আমরা বললাম, "হে আল্লাহর রসুল, ফেরেশতাগণ তাঁদের রবের সামনে কীভাবে কাতারবদ্ধ হন?" তিনি বললেন, "তাঁরা প্রথম দিকের কাতারগুলো পূর্ণ করেন এবং কাতারে পরস্পরের সাথে মিলে দাঁড়ান।"[80]

শাইবা আল-কুফি, ***আল-মুসান্নাফ***, তাহকিক : সাদ বিন নাসির আশ-শাসরি (রিয়াদ : দারু কুনুজি ইশবিলিয়া, ১ম প্রকাশ, ১৪৩৬ হি./২০১৫ খ্রি.), খ. ৩, পৃ. ২৭২, হা. ৩৫৬২।" **অনুবাদকের টীকা সমাপ্ত।**

[79] সহিহুল বুখারি, হা. ৭১৭, সহিহ মুসলিম, হা. ৪৩৬; **আমি (অনুবাদক) বলছি,** "লেখক হাফিজাহুল্লাহ *বুখারি-মুসলিমের* বরাতে এই হাদিসটি উল্লেখ করলেও সরাসরি এই শব্দবিন্যাসে হাদিসটি *বুখারি-মুসলিমে* নেই, বরং কাছাকাছি শব্দরূপে আছে। কিন্তু হুবহু এই শব্দগুচ্ছ *'সুনানু আবি দাউদ'* গ্রন্থে রয়েছে। **দ্রষ্টব্য :** আবু দাউদ সুলাইমান বিন আশআস আস-সিজিস্তানি, ***সুনানু আবি দাউদ***, তাহকিক : মুহাম্মাদ মুহিউদ্দিন আব্দুল হামিদ (বৈরুত : আল-মাকতাবাতুল আসরিয়্যা, তাবি), খ. ১, পৃ. ১৭৮, হা. ৬৬২, বর্ণনার মান : সহিহ।" **অনুবাদকের টীকা সমাপ্ত।**

[80] সহিহ মুসলিম, কিতাবুস সালাত, অধ্যায় নং : ৪, পরিচ্ছেদ নং : ২৭, হা. ৪৩০।

২.৭ : ৭ম সুন্নাহ : বিতরের নামাজের সালাম ফেরানোর পর নির্ধারিত জিকিরপাঠ

সর্বশ্রেষ্ঠ মানব নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আদর্শ ছিল বিতরের নামাজের সালাম ফেরানোর পর তিনবার এই জিকির পাঠ করা—

سُبْحَانَ الْمَلِكِ الْقُدُّوسِ.

“সুবহানাল মালিকিল কুদ্দুস; **অর্থ :** আমি তাঁর পবিত্রতা বর্ণনা করছি, যিনি মহান সম্রাট, অত্যন্ত পবিত্র-ত্রুটিমুক্ত।”

এই জিকির তৃতীয়বার পড়ার সময় নবিজি তাঁর আওয়াজ উঁচু করতেন এবং এরপরে বলতেন, “রব্বিল মালায়িকাতি ওয়ার রুহ।”[81]

আবু দাউদ ও *নাসায়ি* তাঁদের স্ব স্ব *‘সুনান’* গ্রন্থে বর্ণনা করেছেন,

عَنْ أُبَىِّ بْنِ كَعْبٍ، قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللّٰهِ صلى الله عليه وسلم إِذَا سَلَّمَ فِي الْوِتْرِ قَالَ : سُبْحَانَ الْمَلِكِ الْقُدُّوسِ.

[81] **অনুবাদকের টীকা :** তিনবার *‘সুবহানাল মালিকিল কুদ্দুস’* পড়া এবং তৃতীয়বার সজোরে পড়া বিশুদ্ধ হাদিস দ্বারা প্রমাণিত। কিন্তু ***‘রব্বিল মালায়িকাতি ওয়ার রুহ’*** **পড়ার বর্ণনা বিশুদ্ধ নয়,** এ সম্পর্কে সামনে আলোচনা আসবে ইনশাআল্লাহ। **টীকা সমাপ্ত।**

উবাই বিন কাব রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, “নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বিতর নামাজের সালাম ফিরিয়ে বলতেন, *সুবহানাল মালিকিল কুদ্দুস।*”[82]

নাসায়ি অতিরিক্ত বর্ণনা করেছেন, আব্দুর রহমান বিন আবজা রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন,

وَكَانَ يَقُولُ إِذَا سَلَّمَ : سُبْحَانَ الْمَلِكِ الْقُدُّوسِ، ثَلاَثًا، وَيَرْفَعُ صَوْتَهُ بِالثَّالِثَةِ.

“রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বিতর নামাজের সালাম ফিরিয়ে **তিনবার বলতেন,** *‘সুবহানাল মালিকিল কুদ্দুস;’* এবং তৃতীয়বার তাঁর আওয়াজ উঁচু করে বলতেন।”[83]

দারাকুতনি অতিরিক্ত বর্ণনা করেছেন (উবাই বিন কাব বলেন) :

وَإِذَا سَلَّمَ قَالَ : سُبْحَانَ الْمَلِكِ الْقُدُّوسِ، ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، يَمُدُّ بِهَا صَوْتَهُ فِي الْأَخِيرَةِ يَقُولُ : رَبِّ الْمَلَائِكَةِ وَالرُّوحِ.

“রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বিতর নামাজের সালাম ফিরিয়ে **তিনবার বলতেন,** *সুবহানাল মালিকিল কুদ্দুস;* এবং তৃতীয়বার তাঁর আওয়াজ টেনে

---

[82] আবু দাউদ, হা. ১৪৩০; নাসায়ি, খ. ৩, পৃ. ২৪৪, হা. ১৭২৯; আল্লামা আলবানি *‘তাহকিক মিশকাতিল মাসাবিহ’* গ্রন্থে (খ. ১, পৃ. ৩৯৮) হাদিসটিকে *সহিহ* বলেছেন।

[83] নাসায়ি, খ. ৩, পৃ. ২৪৫, হা. ১৭৩২; আল্লামা আলবানি *‘হিদায়াতুর রুয়াত’* গ্রন্থে (খ. ২, পৃ. ৬০) হাদিসটিকে *সহিহ* বলেছেন।

টেনে উঁচু করে বলতেন, *সুবহানাল মালিকিল কুদ্দুসি রব্বিল মালায়িকাতি ওয়ার রুহ*।”[84] আর আল্লাহই সর্বাধিক অবগত।

[84] সুনানুদ দারাকুতনি, খ. ২, পৃ. ৩১, হা. ১৬৪৪; *জাদুল মাআদের* দুই মুহাক্কিক শাইখ শুয়াইব ও শাইখ আব্দুল কাদির আল-আরনাউত হাদিসটিকে বিশুদ্ধ বলেছেন; জাদুল মাআদ, খ. ১, পৃ. ৩২৬। **আমি (অনুবাদক) বলছি**, “আল্লামা সালিহ আল-উসাইমি হাফিজাহুল্লাহ *‘রব্বিল মালায়িকাতি ওয়ার রুহ’*-এর এই বর্ণনাটিকে জইফ বলেছেন। **দ্রষ্টব্য :** সালিহ আল-উসাইমি, ***“শারহুল বাকিয়াতিস সালিহাত মিনাল আজকারি বাদাস সালাওয়াত / আশ-শাইখ সালিহ আল-উসাইমি”***, ইউটিউবে প্রকাশকারী চ্যানেল : صالح العصيمي Saleh alOsaimi, দারসি প্রোগ্রামের শিরোনাম ও তারিখ : আল-ইয়াওমুল ইলমি বিল মাসজিদিন নাবাবি, ১৫ই জুমাদাস সানি, ১৪৩৪ হি., এডুকেশনাল ভিডিয়ো, ৫৩:৪৪ মিনিট থেকে ৫৪:০০ মিনিট পর্যন্ত, https://youtu.be/EiKH-JzYSBo?si=vn5hbzYBsTo3N_3U। সম্ভবত দারাকুতনির আলোচ্য হাদিসটির সনদে বিদ্যমান বর্ণনাকারী *ফিতর বিন খলিফা আল-মাখজুমি*-র কারণে হাদিসটিকে জইফ বলা হয়েছে, যিনি শিয়া হওয়ার অভিযোগে অভিযুক্ত এবং প্রায় পাঁচজন নির্ভরযোগ্য বর্ণনাকারীর বিপরীতে এই অতিরিক্ত অংশ বর্ণনা করেছেন; অন্যরা এই অংশ বর্ণনা করেননি। আর আল্লাহই সবচেয়ে ভালো জানেন।” **অনুবাদকের কথা সমাপ্ত।**

২.৮ : ৮ম সুন্নাহ : নামাজান্তে আওয়াজ উঁচু করে জিকির করা

কতিপয় মুসলিম যেসব সুন্নাহ ছেড়ে দিয়েছে, সেগুলোর একটি হলো—নামাজের পর উঁচু আওয়াজে জিকির করা। *শাইখান* হাদিস বর্ণনা করেছেন,

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ : رَفْعَ الصَّوْتِ بِالذِّكْرِ حِينَ يَنْصَرِفُ النَّاسُ مِنَ الْمَكْتُوبَةِ كَانَ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم.

"ইবনু আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহুমা থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সময় সাহাবিগণ ফরজ নামাজ শেষ হলে আওয়াজ উঁচু করে জিকির করতেন।"[85]

সহিহুল বুখারি ও *সহিহ মুসলিমের* অন্য শব্দবিন্যাসে এসেছে,

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ كُنْتُ أَعْرِفُ انْقِضَاءَ صَلاَةِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم بِالتَّكْبِيرِ.

---

[85] সহিহুল বুখারি, হা. ৮৪১, সহিহ মুসলিম, হা. ৫৮৩। **আমি (অনুবাদক) বলছি,** "হাদিসটিতে আরও এসেছে—যা লেখক উল্লেখ করেননি, কিন্তু তা জানা আমরা গুরুত্বপূর্ণ মনে করি— :

وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ كُنْتُ أَعْلَمُ إِذَا انْصَرَفُوا بِذَلِكَ إِذَا سَمِعْتُهُ.

ইবনু আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহুমা বলেন, 'আমি সেটা (উঁচু আওয়াজের জিকির) শুনে বুঝতাম, সাহাবিগণ নামাজ শেষ করেছেন।' **দ্রষ্টব্য :** আল-বুখারি, ***আস-সহিহ***, খ. ১, পৃ. ১৬৮, হা. ৮৪১; মুসলিম বিন হাজ্জাজ, ***আস-সহিহ***, খ. ২, পৃ. ৯১, হা. ৫৮৩।" **অনুবাদকের টীকা সমাপ্ত।**

ইবনু আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহুমা থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, “তাকবির শুনে[86] আমি বুঝতে পারতাম, নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নামাজ শেষ হয়েছে।”[87]

ইমাম শাফেয়ি *‘আল-উম্ম’* কিতাবে স্বীয় সনদে বর্ণনা করেছেন,

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنَ الزُّبَيْرِ يَقُولُ «كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا سَلَّمَ مِنْ صَلَاتِهِ يَقُولُ بِصَوْتِهِ الْأَعْلَى: لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ.

---

86 **অনুবাদকের টীকা :** এই হাদিসে *‘তাকবির’* কথাটির অর্থ *‘স্রেফ একবার আল্লাহু আকবার বলা’* নয়, বরং এর মানে *মুতলাকুজ জিকর* তথা অনির্দিষ্ট জিকির। কারণ শরিয়তে বহু জায়গায় *‘তাকবির’* শব্দটি *‘অনির্দিষ্ট জিকির’* অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। শরিয়তে যে শব্দটি এই অর্থে ব্যবহৃত হয়, তা বিশ্লেষণ করে দলিলপ্রমাণ সহকারে ব্যক্ত করেছেন বিখ্যাত তাফসিরকারক ইমাম ইবনু কাসির রাহিমাহুল্লাহ (মৃ. ৭৭৪ হি.)। **দ্রষ্টব্য :** ইবনু কাসির, ***তাফসিরুল কুরআনিল আজিম***, খ. ১, পৃ. ৩৭১। আর এজন্যই আমরা পূর্ববর্তী টীকায় বুখারি-মুসলিমের বর্ণনা থেকে দেখেছি, ইবনু আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহুমা অন্যত্র বলেছেন, তিনি *‘জিকির’* শুনে বুঝতেন, নামাজ শেষ হয়েছে। **টীকা সমাপ্ত।**

87 সহিহুল বুখারি, হা. ৮৪২, সহিহ মুসলিম, হা. ৫৮৩। হাফিজ ইবনু হাজার রাহিমাহুল্লাহ বলেছেন,
فَقَالَ عِيَاضٌ الظَّاهِرُ أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ يَحْضُرُ الْجَمَاعَةَ لِأَنَّهُ كَانَ صَغِيرًا مِمَّنْ لَا يُوَاظِبُ عَلَى ذَلِكَ وَلَا يُلْزَمُ بِهِ فَكَانَ يَعْرِفُ انْقِضَاءَ الصَّلَاةِ بِمَا ذَكَرَ وَقَالَ غَيْرُهُ يَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ حَاضِرًا فِي أَوَاخِرِ الصُّفُوفِ فَكَانَ لَا يَعْرِفُ انْقِضَاءَهَا بِالتَّسْلِيمِ وَإِنَّمَا كَانَ يعرفهُ بِالتَّكْبِيرِ وَقَالَ بن دَقِيقِ الْعِيدِ يُؤْخَذُ مِنْهُ أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ هُنَاكَ مُبَلِّغٌ جَهِيرُ الصَّوْتِ يُسْمِعُ مَنْ بَعُدَ.
কাদি ইয়াদ বলেন, অগ্রাধিকারযোগ্য অভিমত অনুযায়ী, ইবনু আব্বাস জামাতে উপস্থিত হতেন না। কেননা তিনি ছোটো ছিলেন; জামাতে নামাজ পড়তে অভ্যস্ত ছিলেন না এবং তাঁর জন্য জামাতে নামাজ তখনও বাধ্যতামূলক ছিল না। তখন তিনি নামাজের সমাপ্তি বুঝতে পারতেন সেই বিষয়ের মাধ্যমে, যা তিনি উল্লেখ করেছেন। কেউ কেউ বলেন, এমন হওয়ারও সম্ভাবনা আছে যে, তিনি শেষের কাতারগুলোতে উপস্থিত হতেন, ফলে সালামের মাধ্যমে নামাজের সমাপ্তি বুঝতে পারতেন না, বরং তিনি তাকবিরের মাধ্যমে বুঝতে পারতেন যে, নামাজ শেষ হয়েছে। ইবনু দাকিক আল-ইদ বলেছেন, “এই হাদিস থেকে জানা যায়, তখন দূরবর্তী মুসল্লিদের কাছে নামাজের তাকবির-জিকির পৌঁছানোর মতো কোনো উচ্চ আওয়াজওয়ালা মুবাল্লিগ (প্রচারক) ছিল না।”

দ্রষ্টব্য : ফাতহুল বারি, খ. ২, পৃ. ৩৯৭। **লেখকের টীকা সমাপ্ত।**

আব্দুল্লাহ বিন জুবাইর রাদিয়াল্লাহু আনহুমা থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর নামাজের সালাম ফেরানোর পর তাঁর আওয়াজ উঁচু করে বলতেন, "লা-ইলা-হা ইল্লাল্লাহু ওয়াহদাহু লা শারিকা লাহু...।"[88]

শাইখ আব্দুল আজিজ বিন আব্দুল্লাহ বিন বাজ রাহিমাহুল্লাহ (মৃ. ১৪২০ হি.) বলেছেন :

---

[88] শাফিয়ি, ***কিতাবুল উম্ম***, খ. ২, পৃ. ৮৮; হাদিসটি *সহিহ মুসলিমে* (অধ্যায় নং : ৫, পরিচ্ছেদ নং : ২৬, হা. ৫৯৪) এসেছে, কিন্তু সেখানে *'তাঁর আওয়াজ উঁচু করে'* অংশটুকু নেই। **আমি (অনুবাদক) বলছি, "**কোনো গ্রহণযোগ্য মুহাক্কিক থেকে আমি শাফেয়ি বর্ণিত অতিরিক্ত অংশটুকুর বর্ণনাগত মান জানতে পারিনি। তবে আলোচ্য বিষয়কে প্রমাণ করতে ইমাম শাফিয়ির বর্ণনাতে যাওয়ার প্রয়োজন নেই আমাদের, খোদ *সহিহ মুসলিমের* বর্ণনাটিতেই উঁচু আওয়াজে জিকির করার কথা আছে। *সহিহ মুসলিমের* আলোচ্য ৫৯৪ নং হাদিসের শেষে বলা হয়েছে,

ثُمَّ يَقُولُ ابْنُ الزُّبَيْرِ: كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يُهَلِّلُ بِهِنَّ دُبُرَ كُلِّ صَلَاةٍ.

"তারপর আব্দুল্লাহ বিন জুবাইর রাদিয়াল্লাহু আনহুমা বলেন, 'রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রত্যেক নামাজের পর উক্ত জিকিরের শব্দাবলি উঁচু আওয়াজে বলতেন'।" **দ্রষ্টব্য :** মুসলিম বিন হাজ্জাজ, ***আস-সহিহ***, খ. ২, পৃ. ৯৬, হা. ৫৯৪।

হাদিসে বর্ণিত *'ইউহাল্লিলু'* শব্দটির মূল ব্যুৎপত্তিগত অর্থই হলো আওয়াজ উঁচু করা; যা *'হাল্লা'* শব্দমূল থেকে নির্গত হয়েছে। প্রখ্যাত আরবি ভাষাবিদ ও অভিধানবেত্তা ইমাম ইবনু ফারিস রাহিমাহুল্লাহ (মৃ. ৩৯৫ হি.) বলেন,

(هَلَّ) الْهَاءُ وَاللَّامُ أَصْلٌ صَحِيحٌ يَدُلُّ عَلَى رَفْعِ صَوْتٍ.

"(হাল্লা) *হা* ও *লাম* একটি সহিহ (ইল্লাতমুক্ত) মূল, যা উঁচু আওয়াজের অর্থ প্রকাশ করে।" **দ্রষ্টব্য :** আবুল হুসাইন আহমাদ বিন ফারিস আর-রাজি, ***মুজামু মাকায়িসিল লুগাহ***, তাহকিক : আব্দুস সালাম হারুন (দেমাস্ক : দারুল ফিকর, প্রকাশের ক্রমধারাবিহীন, ১৩৯৯ হি./১৯৭৯ খ্রি.), ভুক্তি : هَلَّ, খ. ৬, পৃ. ১১।

এজন্যই খ্যাতনামা ভাষ্যকার আল্লামা ইবনু কুরকুল রাহিমাহুল্লাহ (মৃ. ৫৬৯ হি.) হাদিসটির ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বলেন,

«كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يُهَلِّلُ بِهِنَّ دُبُرَ كُلِّ صَلَاةٍ» أي: يعلن بذلك ويرفع صوته.

"রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রত্যেক নামাজের পর উক্ত জিকিরের শব্দাবলি *তাহলিল* করতেন। অর্থাৎ, তিনি সেগুলো সরবে বলতেন এবং তাঁর আওয়াজ উঁচু করতেন।" **দ্রষ্টব্য :** আবু ইসহাক ইবরাহিম বিন ইউসুফ ইবনু কুরকুল আল-হামজি, ***মাতালিউল আনওয়ার আলা সিহাহিল আসার***, তাহকিক : দারুল ফালাহ লিল বাহসিল ইলমি ওয়া তাহকিকিত তুরাস (কুয়েত : মিনিস্ট্রি অফ আওকাফ অ্যান্ড ইসলামিক অ্যাফেয়ার্স, ১ম প্রকাশ, ১৪৩৩ হি./২০১২ খ্রি.), খ. ৬, পৃ. ১২৭।**" অনুবাদকের টীকা সমাপ্ত।**

والسنة للإمام والمنفرد والمأموم الجهر بهذه الأذكار بعد كل صلاة فريضة جهرا متوسطا ليس فيه تكلف ... ولا يجوز أن يجهروا بصوت جماعي بل كل واحد يذكر بنفسه من دون مراعاة لصوت غيره؛ لأن الذكر الجماعي بدعة لا أصل لها في الشرع المطهر.

“ইমাম, মুক্তাদি ও একাকী নামাজ আদায়কারী — সবার জন্যই সুন্নাতি আমল হলো, প্রত্যেক ফরজ নামাজের পর কৃত্রিমতাহীন মধ্যম আওয়াজে জিকির করা।... তবে সমস্বরে আওয়াজ করে জিকির করা না-জায়েজ। বরং প্রত্যেকেই অন্যের আওয়াজের প্রতি খেয়াল না করে নিজে নিজে (সরবে) জিকির করবে। কেননা সমস্বরে জিকির করা বিদাত; পবিত্র শরিয়তে এটার কোনো ভিত্তি নেই।”[89]

শাইখ বাকার বিন আব্দুল্লাহ আবু জাইদ রাহিমাহুল্লাহ (মৃ. ১৪২৯ হি.) বলেছেন,

السنة رفع الصوت بالذكر؛ لما فيه من التعليم و إشعار الداخل بالسلام من الصلاة وما فيه من تمجيد الله وتعظيمه.

“সরবে জিকির করা সুন্নাহ। কেননা এর মাধ্যমে মানুষকে শেখানো হয়ে যায়, নামাজের সালাম ফেরানোর ব্যাপারে অন্তরকে জানিয়ে দেওয়া হয় এবং এর মাধ্যমে আল্লাহর গৌরব ও বড়োত্ব বর্ণনা করা হয়।”[90]

গুরুত্বপূর্ণ অবগতি :

---

[89] শাইখ ইবনু বাজ, ***মাজমুউ ফাতাওয়া ওয়া মাকালাতুম মুতানাওয়্যাআ***, খ. ১১, পৃ. ১৮৯।

[90] ড. বাকার আবু জাইদ, ***তাসহিহুদ দুআ***, পৃ. ৪৩৮।

একদল আলিমের মতে, শেখানোর উদ্দেশ্য ব্যতিরেকে নামাজের পর উঁচু আওয়াজে জিকির করা সুন্নাহ নয়।[91]

নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম খুব অল্প সময় উঁচু আওয়াজে জিকির করেছেন, যাতে করে তিনি সাহাবিদেরকে জিকিরের পদ্ধতি শেখাতে পারেন; তাঁরা সর্বদাই সরবে জিকির করতেন, ব্যাপারটি এমন নয়।[92]

---

[91] **অনুবাদকের টীকা :** বিশুদ্ধ দলিলপ্রমাণের আলোকে প্রতীয়মান হয়, ফরজ নামাজান্তে সরবে জিকির করার অভিমতটিই অধিক শক্তিশালী ও অগ্রগণ্য। এজন্য ইমাম আহমাদ বিন হাম্বাল, ইবনু হাজম, ইবনু তাইমিয়া, ইবনুল কাইয়্যিম, ইবনু রজব, ইবনুল মুলাক্কিন, ইবনু হাজার, সুলাইমান বিন সিহমান, ইবনু বাজ, ইবনু উসাইমিন, আব্দুল্লাহ বিন আকিল প্রমুখের মতো যুগশ্রেষ্ঠ মুহাক্কিক উলামা এই মতকে প্রধান্য দিয়েছেন এবং এই মতের পৃষ্ঠপোষকতা করেছেন। **এ বিষয়ে বিস্তারিত জানতে দ্রষ্টব্য :** জিয়াব বিন সাদ আল-গামিদি, ***তাহকিকুল কালাম ফি আজকারিস সালাতি বাদাস সালাম*** (তায়েফ : মাকতাবাতুল মুজাইনি, ১ম প্রকাশ, ১৪৩১ হি.), পৃ. ২২১-২৩২।

জ্ঞাতব্য যে, সরবে পড়ার এই নিয়ম নামাজান্তে পঠিতব্য সকল জিকিরের জন্য প্রযোজ্য, কেবল *'আয়াতুল কুরসি'* বাদে; *আয়াতুল কুরসি* পড়তে হবে চুপিসারে। শাইখুল ইসলাম ইবনু তাইমিয়া রাহিমাহুল্লাহর (মৃ. ৭২৮ হি.) বিশিষ্ট ছাত্র ইমাম ইবনু মুফলিহ রাহিমাহুল্লাহ (মৃ. ৭৬৩ হি.) তাঁর শাইখ ইবনু তাইমিয়া রাহিমাহুল্লাহর মত বর্ণনা করেছেন যে, তিনি *'আয়াতুল কুরসি'* চুপিসারে পড়ার কথা বলেছেন। **দ্রষ্টব্য :** শামসুদ্দিন মুহাম্মাদ ইবনু মুফলিহ আল-মাকদিসি, ***আল-ফুরু***, তাহকিক : আব্দুল্লাহ আত-তুর্কি (বৈরুত ও রিয়াদ : মুআসসাসাতুর রিসালা ও দারুল মুআয়্যাদ, ১ম প্রকাশ, ১৪২৪ হি./২০০৩ খ্রি.), খ. ২, পৃ. ২২৮।

আল্লামা সালিহ আল-উসাইমি হাফিজাহুল্লাহ (জ. ১৩৯১ হি.) উল্লেখ করেছেন, ***'আয়াতুল কুরসি'* চুপিসারে পড়তে হবে, এই মর্মে সকল উলামা একমত পোষণ করেছেন;** নামাজান্তে পঠিতব্য জিকির যারা সরবে পড়ার কথা বলেছেন এবং যারা নীরবে পড়ার কথা বলেছেন, তাঁদের সবার মতানুসারে *'আয়াতুল কুরসি'* নীরবে পড়তে হবে। **দ্রষ্টব্য :** সালিহ আল-উসাইমি, ***"শারহুল বাকিয়াতিস সালিহাত মিনাল আজকারি বাদাস সালাওয়াত / আশ-শাইখ সালিহ আল-উসাইমি"***, ইউটিউবে প্রকাশকারী চ্যানেল : صالح العصيمي Saleh alOsaimi, দারসি প্রোগ্রামের শিরোনাম ও তারিখ : আল-ইয়াওমুল ইলমি বিল মাসজিদিন নাবাবি, ১৫ই জুমাদাস সানি, ১৪৩৪ হি., এডুকেশনাল ভিডিয়ো, ৫৩:৪৪ মিনিট থেকে ৫৪:০০ মিনিট পর্যন্ত, https://youtu.be/EiKH-JzYSBo?si=vn5hbzYBsTo3N_3U। **টীকা সমাপ্ত।**

[92] **দেখুন :** ফাতহুল বারি, খ. ২, পৃ. ৩৯৬; শারহু সহিহি মুসলিম, খ. ৫, পৃ. ৭০।

২.৯ : ৯ম সুন্নাহ : নামাজান্তে পঠিতব্য একটি জিকির

মুসলিম তাঁর *‘সহিহ’* গ্রন্থে বর্ণনা করেছেন :

عَنِ الْبَرَاءِ، قَالَ كُنَّا إِذَا صَلَّيْنَا خَلْفَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَحْبَبْنَا أَنْ نَكُونَ عَنْ يَمِينِهِ يُقْبِلُ عَلَيْنَا بِوَجْهِهِ - قَالَ - فَسَمِعْتُهُ يَقُولُ : رَبِّ قِنِي عَذَابَكَ يَوْمَ تَبْعَثُ - أَوْ تَجْمَعُ - عِبَادَكَ.

বারা ইবনু আজিব রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, “আমরা রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পেছনে নামাজ পড়তাম, তখন (পেছনে) তাঁর ডান দিকে দাঁড়ানো পছন্দ করতাম, যাতে তিনি (সালাম ফিরিয়ে ঘুরে বসার সময়) আমাদের দিকে মুখ করে বসেন। বারা রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, আমি তাঁকে বলতে শুনেছি, ‘রব্বি কিনি আজাবাকা ইয়াওমা তাবআসু ইবাদাকা **অথবা** বলেছেন, রব্বি কিনি আজাবাকা ইয়াওমা তাজমাউ ইবাদাকা; হে আমার রব, যেদিন আপনি আপনার বান্দাদেরকে পুনরায় জীবিত করবেন, সেদিন আপনার আজাব থেকে আমাকে রক্ষা করুন, **অথবা** বলেছেন, হে আমার রব, যেদিন আপনি আপনার বান্দাদেরকে একত্রিত করবেন, সেদিন আপনার আজাব থেকে আমাকে রক্ষা করুন’।”[93] [94]

---

[93] সহিহ মুসলিম, কিতাবু সালাতিল মুসাফিরিন, অধ্যায় নং : ৬, পরিচ্ছেদ নং : ৮, হা. ৭০৯।

[94] **অনুবাদকের টীকা :** লেখক হাফিজাহুল্লাহ উদ্ধৃত *সহিহ মুসলিমের* এই হাদিসটি বিশুদ্ধ নয়। অন্যান্য বিশুদ্ধ বর্ণনার বিপরীত হওয়ায় এই হাদিসটি *‘শাজ’* হওয়ার দোষে দুষ্ট। যুগশ্রেষ্ঠ মুহাদ্দিস, ইমাম আলবানি রাহিমাহুল্লাহ (মৃ. ১৪২০ হি.) এই হাদিস প্রসঙ্গে বলেন :

ظاهره أنه سمعه يقول ذلك بعد الصلاة إذا أقبل عليهم بوجهه، وهو مخالف لكل الطرق المتقدمة عن البراء - وبعضها صحيح - أنه صلى الله عليه وسلم كان يقوله عند النوم، فتكون رواية عبيد هذه شاذة في أحسن الأحوال.

“হাদিসটির প্রকাশ্য অর্থ থেকে বোঝা যায়, বারা রাদিয়াল্লাহু আনহু নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে উক্ত দোয়া পড়তে শুনেছেন নামাজের পরে, যখন তিনি সালাম ফেরানোর পর তাঁদের দিকে মুখ করে বসতেন। কিন্তু হাদিসটি বারা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত পূর্বোদ্ধৃত সকল সনদের বিপরীত—যেগুলোর কতিপয় বিশুদ্ধ—যেসব সনদের হাদিসে বলা হয়েছে, নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উক্ত দোয়া ঘুমের সময় বলতেন। সুতরাং আলোচ্য হাদিসের বর্ণনাকারী *‘উবাইদের’* (যথাপ্রাপ্ত; পুরো নাম : সাবিত বিন উবাইদ – অনুবাদক) এই বর্ণনা নিদেনপক্ষে শাজ।” **দ্রষ্টব্য :** আল-আলবানি, ***সিলসিলাতুল আহাদিসিস সহিহা***, খ. ৬, পৃ. ৫৮৯।

যেহেতু বহু মুসলিম ঘুমের আগে এই দোয়া পড়েন না, সেহেতু ঘুমের আগে উক্ত দোয়া পড়া *‘হারানো সুন্নাতগুলোর’* একটি হিসেবে ধরে নেওয়া যেতে পারে। সেজন্য ঘুমের আগে উক্ত দোয়া পাঠের হাদিসটি উল্লেখ করে দিচ্ছি। *সুনানুত তিরমিজি গ্রন্থে* এসেছে,

عَنْ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ، قَالَ : كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَتَوَسَّدُ يَمِينَهُ عِنْدَ الْمَنَامِ، ثُمَّ يَقُولُ : رَبِّ قِنِي عَذَابَكَ يَوْمَ تَبْعَثُ عِبَادَكَ.

বারা ইবনু আজিব রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, “ঘুমানোর সময় রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর ডান হাতের ওপর মাথা রাখতেন, এরপর বলতেন, ‘রব্বি কিনি

আজাবাকা ইয়াওমা তাবআসু ইবাদাকা; হে আমার রব, যেদিন আপনি আপনার বান্দাদেরকে পুনরায় জীবিত করবেন, সেদিন আপনার আজাব থেকে আমাকে রক্ষা করুন'।" **দ্রষ্টব্য :** আত-তিরমিজি, ***আল-জামি***, খ. ৫, পৃ. ৪৭১, হা. ৩৩৯৯, বর্ণনার মান : সহিহ।

শাইখ আলবানি রাহিমাহুল্লাহর এই মতকে পছন্দ করেছেন আল্লামা সালিহ আল-উসাইমি হাফিজাহুল্লাহ (জ. ১৩৯১ হি.) এবং উক্ত হাদিসকে 'অশুদ্ধ' বলে রায় দিয়েছেন। **দ্রষ্টব্য :** সালিহ আল-উসাইমি, ***"30 - হুকমু কওলিল মুসাল্লি দুবুরাস সালাত (আল্লাহুম্মা কিনি আজাবাকা ইয়াওমা তাবআসু ইবাদাক)? / জুমালুল ইলম 1432 / সালিহ আল-উসাইমি"***, ইউটিউবে প্রকাশকারী চ্যানেল : قطوف العصيمي, ভিডিয়ো আপলোডের তারিখ : ৩১শে জানুয়ারি, ২০১৮ খ্রি., এডুকেশনাল ভিডিয়ো, ০:০০ মিনিট থেকে ০:৩৫ মিনিট পর্যন্ত, https://youtu.be/T2qKDxuHwAI?si=t_j7o41kxdLxuNXt।

সৌদি আরবের *'সর্বোচ্চ উলামা পরিষদের'* সাবেক সদস্য, *'ইমাম মুহাম্মাদ বিন সাউদ বিশ্ববিদ্যালয়ের'* ফিকহ ডিপার্টমেন্টের প্রফেসর, বিশিষ্ট ফাকিহ, আশ-শাইখ, আল-আল্লামা, ড. সাদ আল-খাসলান হাফিজাহুল্লাহ (জ. অজ্ঞাত) নামাজের পরে উক্ত দোয়া পড়ার হাদিসটিকে অশুদ্ধ বলেছেন এবং দোয়াটি ঘুমের সময় পড়তে হবে বলে জানিয়েছেন। **দ্রষ্টব্য :** সাদ আল-খাসলান, ***"হাল ওয়ারাদা আনিন নাবিয়্যি ﷺ কওলু "রব্বি কিনি আজাবাকা ইয়াওমা তাবআসু ইবাদাক" / আশ-শাইখ উ.দু: সাদ আল-খাসলান"***, ইউটিউবে প্রকাশকারী চ্যানেল : شبكة المجد, ভিডিয়ো আপলোডের তারিখ : ১৮ই আগস্ট, ২০১৯ খ্রি., এডুকেশনাল ভিডিয়ো, ০:০০ মিনিট থেকে ০১:৩০ মিনিট পর্যন্ত, https://youtu.be/9zgBywzCKdU?si=Ccr-2yNORCooA5Xd। আর আল্লাহই সবচেয়ে ভালো জানেন। **টীকা সমাপ্ত।**

২.১০ : ১০ম সুন্নাহ : ইদের নামাজ পড়ে আসার পর (বাড়িতে) দুই রাকাত নামাজ পড়া

বর্ণিত হয়েছে,

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ـ صلى الله عليه وسلم ـ لاَ يُصَلِّي قَبْلَ الْعِيدِ شَيْئًا فَإِذَا رَجَعَ إِلَى مَنْزِلِهِ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ .

আবু সাইদ খুদরি রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, "রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইদের নামাজের আগে কোনো নামাজ পড়তেন না। তবে তিনি তাঁর বাড়িতে ফিরে আসার পর দুই রাকাত নামাজ পড়তেন।"[95]

ইমাম হাকিম রাহিমাহুল্লাহ (মৃ. ৪০৫ হি.) বলেছেন,

هَذِهِ سُنَّةٌ عَزِيزَةٌ، بِإِسْنَادٍ صَحِيحٍ.

---

[95] ইবনু মাজাহ, হা. ১২৯৩; আহমাদ, খ. ৩, পৃ. ২৮ ও ৪০; ইবনু খুজাইমা, খ. ২, পৃ. ৩৬২, হা. ১৪৬৯; হাকিম, খ. ১, পৃ. ২৯৭; বাইহাকি, ***আস-সুনানুল কুবরা***, খ. ৩, পৃ. ৩০২। *আল-বুসিরি* হাদিসটিকে *'হাসান'* বলেছেন *'মিসবাহুজ জুজাজা'* গ্রন্থে (খ. ২, পৃ. ১৭, *সুনান*-সহ)। আর হাফিজ ইবনু হাজার *'বুলুগুল মারামে'* (খ. ১, পৃ. ১২৬) এবং *'ফাতহুল বারি'* গ্রন্থে (খ. ৩, পৃ. ৩১৮) হাদিসটিকে *'হাসান'* বলেছেন। **আমি (অনুবাদক) বলছি,** "সমকালীন মুহাক্কিক বিদ্বানদের মধ্যে শাইখ আলবানি রাহিমাহুল্লাহ (মৃ. ১৪২০ হি.) ও শাইখ শুয়াইব আল-আরনাউত রাহিমাহুল্লাহও (মৃ. ১৪৩৮ হি.) হাদিসটিকে *'হাসান'* বলেছেন। **দ্রষ্টব্য :** মুহাম্মাদ নাসিরুদ্দিন আল-আলবানি, ***ইরওয়াউল গালিল ফি তাখরিজি আহাদিসি মানারিস সাবিল*** (বৈরুত : আল-মাকতাবুল ইসলামি, ২য় প্রকাশ, ১৪০৫ হি./১৯৮৫ খ্রি.), খ. ৩, পৃ. ১০০; আহমাদ বিন মুহাম্মাদ বিন হাম্বাল আশ-শাইবানি, ***মুসনাদুল ইমাম আহমাদ ইবনি হাম্বাল***, তাহকিক : শুয়াইব আরনাউত ও অন্যান্য (বৈরুত : মুআসসাসাতুর রিসালা, ১ম প্রকাশ, ১৪২১ হি./২০০১ খ্রি.), খ. ১৭, পৃ. ৩২৪-৩২৬।" **অনুবাদকের টীকা সমাপ্ত।**

“এটি অত্যন্ত বিরল একটি সুন্নাহ, যা বিশুদ্ধ সনদে বর্ণিত হয়েছে।”[96]

ইমাম ইবনু খুজাইমা রাহিমাহুল্লাহ (মৃ. ৩১১ হি.) পরিচ্ছেদ রচনা করে বলেছেন,

بَابُ اسْتِحْبَابِ الصَّلَاةِ فِي الْمَنْزِلِ بَعْدَ الرُّجُوعِ مِنَ الْمُصَلَّى.

“পরিচ্ছেদ : ইদগাহ থেকে ফিরে আসার পর বাড়িতে নামাজ পড়া মুস্তাহাব।”[97]

পক্ষান্তরে যেসব হাদিস এই মর্মে বর্ণিত হয়েছে যে, নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইদের নামাজের আগে ও পরে কোনো নামাজ পড়তেন না, সেসব হাদিসের সাথে আবু সায়িদ বর্ণিত কিছুপূর্বে গত হওয়া হাদিসটির এরূপ সমন্বয় করা যায় যে, উক্ত নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা হয়েছে ইদগাহে নামাজ পড়ার ব্যাপারে (বাড়িতে পড়ার ব্যাপারে নয়)।[98]

---

[96] হাকিম, ***আল-মুস্তাদরাক***, খ. ১, পৃ. ২৯৭।

[97] সহিহ ইবনি খুজাইমা, খ. ২, পৃ. ৩৬২।

[98] ***দেখুন :*** হাফিজ ইবনু হাজার, ***আত-তালখিসুল হাবির***, খ. ৩, পৃ. ১০৮৩।

অধ্যায় ৩

বিভিন্ন বিষয়ের সুন্নাহসমগ্র

৩.১ : ১ম সুন্নাহ : পরিচিত-অপরিচিত সবাইকে সালাম দেওয়া

সহিহুল বুখারি ও *সহিহ মুসলিমে* এসেছে,

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَجُلاً سَأَلَ النَّبِيَّ أَيُّ الإِسْلاَمِ خَيْرٌ قَالَ تُطْعِمُ الطَّعَامَ وَتَقْرَأُ السَّلاَمَ عَلَى مَنْ عَرَفْتَ وَمَنْ لَمْ تَعْرِفْ.

আব্দুল্লাহ ইবনু আমর রাদিয়াল্লাহু আনহুমা থেকে বর্ণিত হয়েছে, "জনৈক ব্যক্তি আল্লাহর রসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞেস করল, 'ইসলামের কোন জিনিসটি সবচেয়ে উত্তম?' তিনি বললেন, 'তুমি (মানুষদেরকে) আহার করাবে এবং চেনা-অচেনা সবাইকে সালাম দেবে'।"[99]

মালিক তাঁর *'আল-মুয়াত্তা'* কিতাবে বিশুদ্ধ সূত্রযোগে বর্ণনা করেছেন :

عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ ؛ أَنَّ الطُّفَيْلَ بْنَ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ أَخْبَرَهُ: أَنَّهُ كَانَ يَأْتِي عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ . فَيَغْدُو مَعَهُ إِلَى السُّوقِ. قَالَ: فَإِذَا غَدَوْنَا إِلَى السُّوقِ. لَمْ يَمْرُرْ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ عَلَى سَقَّاطٍ، وَلَا صَاحِبِ بِيعَةٍ، وَلَا مِسْكِينٍ، وَلَا أَحَدٍ إِلاّ سَلَّمَ عَلَيْهِ. قَالَ الطُّفَيْلُ: فَجِئْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ يَوْمًا. فَاسْتَتْبَعَنِي إِلَى السُّوقِ. فَقُلْتُ لَهُ: وَمَا تَصْنَعُ فِي السُّوقِ، وَأَنْتَ لَا تَقِفُ عَلَى الْبَيْعِ، وَلَا تَسْأَلُ عَنِ السِّلَعِ، وَلَا تَسُومُ بِهَا، وَلَا تَجْلِسُ فِي مَجَالِسِ السُّوقِ؟ قَالَ، وَأَقُولُ: اجْلِسْ بِنَا هَاهُنَا نَتَحَدَّثْ. قَالَ، فَقَالَ لِي عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ: يَا أَبَا بَطْنٍ - وَكَانَ الطُّفَيْلُ ذَا بَطْنٍ - إِنَّمَا نَغْدُو مِنْ أَجْلِ السَّلَامِ. نُسَلِّمُ عَلَى مَنْ لَقِيَنَا.

ইসহাক বিন আব্দুল্লাহ বিন আবু তালহা থেকে বর্ণিত, তুফাইল বিন উবাই বিন কাব রাহিমাহুল্লাহ তাঁর কাছে বর্ণনা করেছেন, তুফাইল রাহিমাহুল্লাহ ইবনু উমার রাদিয়াল্লাহু আনহুমার কাছে যাতায়াত করতেন এবং তাঁর সাথে সকাল বেলা বাজারে

[99] সহিহুল বুখারি, হা. ১২; সহিহ মুসলিম, হা. ৪২।

যেতেন। তিনি বলেন, যখন আমরা সকাল বেলা বাজারে যেতাম, তখন আব্দুল্লাহ বিন উমার রাদিয়াল্লাহু আনহুমার নিয়ম ছিল, তিনি কোনো ফেলে-যাওয়া জিনিসপত্রের দোকানদার (سَقَّاطٍ),[100] বিক্রেতা, মিসকিন এবং অন্য যেকোনো মানুষের নিকট দিয়েই গমন করতেন, তাদেরকে সালাম দিতেন। বর্ণনাকারী তুফাইল বলেন, আমার পূর্বের নিয়ম অনুযায়ী একদিন আমি আব্দুল্লাহ বিন উমার রাদিয়াল্লাহু আনহুমার নিকট গেলাম, তখন তিনি আমাকে সাথে করে বাজারের দিকে যেতে শুরু করলেন। আমি তাঁকে বললাম, আপনি বাজারে যেয়ে কী করবেন? আপনি কেনাবেচার জন্য কোথাও দাঁড়ান না, কোনো জিনিসের দাম জিজ্ঞেস করেন না, কোনো দরদাম করেন না, আর বাজারের কোনো মজলিসেও বসেন না। বরং আপনি আমার সাথে এখানে বসুন, আমরা হাদিস আলোচনা করি। বর্ণনাকারী তুফাইল বলেন, তখন আব্দুল্লাহ বিন উমার রাদিয়াল্লাহু আনহুমা আমাকে বললেন, ওহে ভুঁড়িওয়ালা, —তুফাইল স্থূলপেটের অধিকারী ছিলেন— আমরা সকালবেলা শুধু সালাম করতে (বাজারে) যাই। যার সাথেই আমাদের সাক্ষাৎ হয়, তাকেই আমরা সালাম করি।”[101]

নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বর্ণনা করেছেন, কেবল পরিচিত মানুষকে সালাম দেওয়া কেয়ামতের আলামত। ইমাম আহমাদ তদীয় *‘মুসনাদ’* গ্রন্থে বর্ণনা করেছেন :

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ رضي الله عنه عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ : إِنَّ بَيْنَ يَدَيِ السَّاعَةِ تَسْلِيمَ الْخَاصَّةِ، وَفُشُوَّ التِّجَارَةِ، حَتَّى تُعِينَ الْمَرْأَةُ زَوْجَهَا عَلَى التِّجَارَةِ، وَقَطْعَ الْأَرْحَامِ، وَشَهَادَةَ الزُّورِ، وَكِتْمَانَ شَهَادَةِ الْحَقِّ، وَظُهُورَ الْقَلَمِ.

---

[100] **লেখক হাফিজাহুল্লাহ টীকায় লিখেছেন,** “সাক্কাত মানে রদ্দিমালের বিক্রেতা।” **টীকা সমাপ্ত।**

[101] ইয়াহইয়া বিন ইয়াহইয়া আল-লাইসির রেওয়াইয়াতে বর্ণিত ***আল-মুয়াত্তা***, খ. ২, পৃ. ৫৫১-৫৫২, হা. ২৭৬৩। **আমি (অনুবাদক) বলছি,** “লেখক হাফিজাহুল্লাহ মুহাক্কিক বাশার আওয়াদ মারুফের তাহকিকে প্রকাশিত *‘মুয়াত্তা’* কিতাব অনুসরণ করেছেন, যা তাঁর বিব্লিয়োগ্রাফি থেকে বোঝা যায়। শাইখ মুহাম্মাদ মুস্তাফা আল-আজামি রাহিমাহুল্লাহর (মৃ. ১৪৩৯ হি.) তাহকিককৃত *‘মুয়াত্তা’* কিতাবে হাদিসটির নাম্বার : ৩৫৩৩। আর শাইখ আলবানি রাহিমাহুল্লাহ হাদিসটিকে *‘সহিহুল আদাবিল মুফরাদ’* গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন। **দ্রষ্টব্য :** মালিক বিন আনাস, ***আল-মুয়াত্তা***, তাহকিক : মুহাম্মাদ মুস্তাফা আল-আজামি (আবুধাবি : জায়িদ চ্যারিটেবল অ্যান্ড হিউম্যানিটেরিয়ান ফাউন্ডেশন, ১ম প্রকাশ, ১৪২৫ হি./২০০৪ খ্রি.), খ. ৫, পৃ. ১৪০০, হা. ৩৫৩৩; মুহাম্মাদ নাসিরুদ্দিন আল-আলবানি, ***সহিহুল আদাবিল মুফরাদ*** (জুবাইল : দারুস সিদ্দিক, ৪র্থ প্রকাশ, ১৪১৮ হি./১৯৯৭ খ্রি.), পৃ. ৩৮৬, হা. ১০০৬, ৭৭৪।” **অনুবাদকের কথা সমাপ্ত।**

আব্দুল্লাহ বিন মাসউদ রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, “কেয়ামতের পূর্বে খাস লোকদেরকে (কতিপয় লোককে নির্দিষ্ট করে) সালাম দেওয়ার প্রচলন হবে, ব্যবসা-বাণিজ্যের প্রসার ঘটবে; এমনকি স্বামীর ব্যবসায় স্ত্রীও সহযোগিতা করবে। রক্ত-সম্পর্কীয় আত্মীয়তা ছিন্ন করা হবে, মিথ্যা সাক্ষ্যদানের প্রচলন হবে, সত্য সাক্ষ্য গোপন করা হবে এবং কলমের প্রসার ঘটবে[102]।”[103]

পরন্তু মানুষের মাঝে সালামের প্রসার ঘটানো জান্নাত লাভের একটি মাধ্যম।

তিরমিজি বর্ণনা করেছেন,

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَلاَمٍ، قَالَ : قال رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم : أَيُّهَا النَّاسُ أَفْشُوا السَّلاَمَ وَأَطْعِمُوا

الطَّعَامَ وَصَلُّوا وَالنَّاسُ نِيَامٌ تَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ بِسَلاَمٍ.

আব্দুল্লাহ বিন সালাম রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রসুলুল্লাহ

সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, “হে মানবসকল, তোমরা সালামের প্রসার

---

102 **অনুবাদকের টীকা :** *‘কলমের প্রসার ঘটবে’* কথাটির ব্যাখ্যায় ইমাম ইবনু আব্দিল বার্র রাহিমাহুল্লাহ (মৃ. ৪৬৩ হি.) বলেছেন,

فإنَّهُ أرادَ ظُهُورَ الكِتابِ وكثرةَ الكُتّابِ.

“নবিজি এই কথার মাধ্যমে উদ্দেশ্য করেছেন, কিতাবের প্রসার ঘটবে এবং লেখকের সংখ্যা বেড়ে যাবে।” **দ্রষ্টব্য :** আবু উমার ইবনু আব্দিল বার্র আল-কুরতুবি, ***আত-তামহিদ লিমা ফিল মুয়াত্তা মিনাল মাআনি ওয়াল আসানিদ***, তাহকিক : বাশার আওয়াদ মারুফ ও অন্যান্য (লন্ডন : মুআসসাসাতুল ফুরকান, ১ম প্রকাশ, ১৪৩৯ হি./২০১৭ খ্রি.), খ. ১১, পৃ. ১৩৭। **টীকা সমাপ্ত।**

103 আহমাদ, হা. ৩৮৭০, শাইখ আহমাদ শাকির রাহিমাহুল্লাহ হাদিসটিকে *সহিহ* বলেছেন। **দেখুন :** শাইখ সিদ্দিক হাসান খান রাহিমাহুল্লাহ, ***আল-ইজাআহ লিমা ইয়াকুনু বাইনা ইয়াদায়িস সাআহ***, পৃ. ১৪৫। **আমি (অনুবাদক) বলছি**, “শাইখ আলবানি রাহিমাহুল্লাহও হাদিসটিকে *সহিহ* বলেছেন। **দ্রষ্টব্য :** আলবানি, ***সহিহুল আদাবিল মুফরাদ***, পৃ. ৪০১-৪০২; হা. ১০৪৯, ৮০৫।” **টীকা সমাপ্ত।**

ঘটাও, মানুষদের খাবার খাওয়াও এবং মানুষরা ঘুমিয়ে থাকাবস্থায় (তাহাজ্জুদের) নামাজ পড়। তাহলে তোমরা সহিহ-সালামতে জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে।"[104]

অনুরূপভাবে সালামের আদানপ্রদান মুসলিমদের মাঝে সম্প্রীতি বিস্তারের একটি মাধ্যম; যেই পারস্পরিক সম্প্রীতি-ভালোবাসা ইমানদার হওয়ার মাধ্যম, যেই ইমান ব্যক্তিকে নিয়ে যাবে জান্নাতে। *মুসলিম* বর্ণনা করেছেন :

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم : لاَ تَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ حَتَّى تُؤْمِنُوا، وَلاَ تُؤْمِنُوا حَتَّى تَحَابُّوا، أَوَ لاَ أَدُلُّكُمْ عَلَى شَىْءٍ إِذَا فَعَلْتُمُوهُ تَحَابَبْتُمْ؟ أَفْشُوا السَّلاَمَ بَيْنَكُمْ.

আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, "তোমরা (পরিপূর্ণ) ইমানদার না হওয়া পর্যন্ত জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে না। আর তোমরা ইমানদার হতে পারবে না, যতক্ষণ না পরস্পরকে ভালোবাসবে। আমি কি তোমাদেরকে এমন বিষয় সম্পর্কে জানিয়ে দেব না, যা করলে তোমাদের মাঝে পারস্পরিক ভালোবাসা তৈরি হবে? তা হলো—তোমরা নিজেদের মাঝে সালামের প্রসার ঘটাও (তোমাদের মধ্যে পারস্পরিক ভালোবাসা তৈরি হবে)।"[105]

এজন্য নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সবাইকে সালাম দিতেন, এমনকি ছোটো শিশুদেরও। *শাইখান* তাঁদের স্ব স্ব *'সহিহ'* গ্রন্থে বর্ণনা করেছেন,

عَنْ أَنَسِ، بْنِ مَالِكٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مَرَّ عَلَى غِلْمَانٍ فَسَلَّمَ عَلَيْهِمْ.

---

[104] তিরমিজি, হা. ২৪৮৫, তিরমিজি বলেছেন, 'হাদিসটির সনদ হাসান সহিহ।' আল-আলবানি *'আস-সহিহা'* গ্রন্থে (হা. ৫৬৯) হাদিসটিকে *সহিহ* বলেছেন।

[105] সহিহ মুসলিম, কিতাবুল ইমান, অধ্যায় নং : ১, পরিচ্ছেদ নং : ২২, হা. ৫৪।

আনাস ইবনু মালিক রাদিয়াল্লাহু আনহু কর্তৃক বর্ণিত, তিনি বলেন, “রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একদল বালকের নিকট দিয়ে গমন করলেন এবং তাদেরকে সালাম দিলেন।”[106]

ইবনুল কাইয়্যিম রাহিমাহুল্লাহ (মৃ. ৭৫১ হি.) বলেছেন :

وَبَذْلُ السَّلَامِ لِلْعَالِمِ يَتَضَمَّنُ تَوَاضُعَهُ، وَأَنَّهُ لَا يَتَكَبَّرُ عَلَى أَحَدٍ، بَلْ يَبْذُلُ السَّلَامَ لِلصَّغِيرِ وَالْكَبِيرِ، وَالشَّرِيفِ وَالْوَضِيعِ، وَمَنْ يَعْرِفُهُ وَمَنْ لَا يَعْرِفُهُ، وَالْمُتَكَبِّرُ ضِدُّ هَذَا، فَإِنَّهُ لَا يَرُدُّ السَّلَامَ عَلَى كُلِّ مَنْ سَلَّمَ عَلَيْهِ كِبْرًا مِنْهُ وَتِيهًا، فَكَيْفَ يَبْذُلُ السَّلَامَ لِكُلِّ أَحَدٍ؟!

“সালাম প্রদানের মাঝে একজন আলিমের জন্য রয়েছে তাঁর বিনয়ের বহিঃপ্রকাশ; তিনি কারও কাছে অহংকার জাহির করেন না, বরং ছোটো-বড়ো, উঁচু-নীচ, চেনা-অচেনা সবাইকে সালাম দেন। অহংকারী লোক এর বিপরীত। দাম্ভিকতা ও অহংকারে কেউ সালাম দিলে সে তার জবাবই দেয় না; তাহলে সে কীভাবে সবাইকে সালাম দেবে?!”[107]

এটাই হলো সুমহান ইসলামি চরিত্রবৈশিষ্ট্য, যা মুসলিমকে উঁচু (মানিসকতাসম্পন্ন) করে দেয়; যাতে করে সে সকল মানুষকে ভালোবাসতে পারে, সবাইকে সালাম দিতে পারে, যেন অটুট থাকে তাদের মাঝে থাকা পারস্পরিক সম্প্রীতি। কবি বলেছেন,

قَدْ يَمْكُثُ النَّاسُ دَهْراً لَيْسَ بَيْنَهُمُ ~ وُدٌّ فَيَزْرَعُهُ التَّسْلِيمُ وَاللُّطْفُ

[106] সহিহুল বুখারি, হা. ৬২৪৭; সহিহ মুসলিম, হা. ২১৬৮; শব্দবিন্যাস *সহিহ মুসলিমের।*

[107] জাদুল মাআদ, খ. ২, পৃ. ৩৭৪-৩৭৫।

“কাটাইতে পারে মানুষ দীর্ঘকাল, থাকে না তাহাদের মাঝে প্রীতি ও হৃদ্যতা।

তবু সে প্রীতি আসিতে পারে, করিলে সালাম, রাখিলে দয়ার্দ্রতা।”[108]

সুতরাং হে মুসলিম, এই সুন্নাহর প্রতি তোমার প্রবল আগ্রহী হওয়া উচিত, যা পরিত্যাগ করেছে অনেক মানুষ। কারণ সুন্নাহর মাঝেই নিহিত রয়েছে কল্যাণ ও বরকত। যাবতীয় প্রশংসা আল্লাহর জন্যই নিবেদিত।

---

[108] ইবনু মুফলিহ, ***আল-আদাবুশ শারইয়্যা***, খ. ১, পৃ. ৩৭০।

৩.২ : ২য় সুন্নাহ : পোশাক ও জুতো-স্যান্ডেল পরার সময় আগে ডান দিক থেকে আরম্ভ করা তারপরে বাম দিকে পরা

নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আদর্শ ছিল, তিনি পোশাক বা জুতো-স্যান্ডেল পরার সময় তাঁর ডান দিক থেকে শুরু করতেন। *শাইখান* বর্ণনা করেছেন,

عَنْ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ عَائِشَةَ، قَالَتْ كَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يُعْجِبُهُ التَّيَمُّنُ فِي شَأْنِهِ كُلِّهِ، فِي طُهُورِهِ وَتَرَجُّلِهِ وَتَنَعُّلِهِ.

মুমিনদের মাতা আয়িশা রাদিয়াল্লাহু আনহা থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, "নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর সকল কাজে— পবিত্রতা অর্জন করা, চুল আঁচড়ানো এবং জুতো-স্যান্ডেল পরার কাজেও ডান দিক থেকে আরম্ভ করতে পছন্দ করতেন।"[109]

আবু দাউদ বর্ণনা করেছেন,

---

[109] সহিহুল বুখারি, হা, ১৬৮, সহিহ মুসলিম, হা. ২৬৮।

عَنْ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ حَفْصَةَ : أَنَّ النَّبِيَّ صلي الله عليه وسلم كَانَ يَجْعَلُ يَمِينَهُ لِطَعَامِهِ وَشَرَابِهِ وَثِيَابِهِ وَيَجْعَلُ شِمَالَهُ لِمَا سِوَى ذَلِكَ.

মুমিনদের জননী হাফসাহ রাদিয়াল্লাহু আনহা থেকে বর্ণিত হয়েছে, “নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পানাহার ও পোশাক পরিধানের কাজ ডান হাতে করতেন। এছাড়া অন্যান্য কাজ বাম হাতে করতেন।”[110]

এটাই ছিল নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আমল। নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কথা থেকেও সাব্যস্ত হয়েছে, *আবু দাউদ* তাঁর *‘সুনান’* গ্রন্থে বর্ণনা করেছেন,

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِذَا لَبِسْتُمْ، وَ إِذَا تَوَضَّأْتُمْ، فَابْدَءُوا بِأَيَامِنِكُمْ.

আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, “তোমরা যখন (পোশাক বা জুতো) পরিধান করবে এবং অজু করবে, তখন ডান দিক থেকে শুরু করবে।”[111]

শাইখান তাঁদের স্ব স্ব *‘সহিহ’* গ্রন্থে বর্ণনা করেছেন,

---

[110] আবু দাউদ, হা. ৩২; হাদিসটি হাসান, এর বেশকিছু সাক্ষ্যমূলক হাদিস রয়েছে। **দেখুন :** বাহজাতুন নাজিরিন, খ. ২, পৃ. ৪৭। **আমি (অনুবাদক) বলছি,** “শাইখ আলবানি রাহিমাহুল্লাহও হাদিসটিকে *সহিহ* বলেছেন। **দ্রষ্টব্য :** আলবানি, ***সহিহ সুনানি আবি দাউদ***, খ. ১, পৃ. ৬১, হা. ২৫।” **টীকা সমাপ্ত।**

[111] আবু দাউদ, হা. ৪১৪১; *নববি* হাদিসটিকে *সহিহ* বলেছেন *‘রিয়াদুস সালিহিন’* গ্রন্থে (খ. ২, পৃ. ৪৭; *বাহজাতুন নাজিরিন*-সহ)। **আমি (অনুবাদক) বলছি,** “শাইখ আলবানি রাহিমাহুল্লাহও হাদিসটিকে *সহিহ* বলেছেন। **দ্রষ্টব্য :** মুহাম্মাদ নাসিরুদ্দিন আল-আলবানি, ***সহিহুল জামিয়িস সগিরি ওয়া জিয়াদাতিহ*** (বৈরুত : আল-মাকতাবুল ইসলামি, তাবি), খ. ১, পৃ. ১৯৮, হা. ৭৮৭।

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ إِذَا انْتَعَلَ أَحَدُكُمْ فَلْيَبْدَأْ بِالْيَمِينِ وَ إِذَا نَزَعَ فَلْيَبْدَأْ بِالشِّمَالِ لِيَكُنْ الْيُمْنَى أَوَّلَهُمَا تُنْعَلُ وَآخِرَهُمَا تُنْزَعُ.

আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, "যখন তোমাদের কেউ জুতো পরে, তখন সে যেন ডান দিক থেকে শুরু করে; আর যখন খোলে, তখন যেন বাম দিক থেকে শুরু করে; যাতে পরার সময় উভয় পায়ের মধ্যে ডান পা প্রথমে হয় এবং খোলার সময় শেষে হয়।"[112]

হাফিজ ইবনু হাজার রাহিমাহুল্লাহ (মৃ. ৮৫২ হি.) বলেন,

قَالَ ابن عبد الْبر من بَدَأَ بالانتعال فِي الْيُسْرَى أَسَاءَ لمُخَالفَة السّنة.

"ইবনু আব্দিল বার্র বলেছেন, 'যে ব্যক্তি জুতো পরার সময় আগে বাম পায়ে পরে, সুন্নাহপরিপন্থি কাজ করার দরুন সে মূলত অশিষ্ট (খারাপ) কাজ করে'।"[113]

এ ধরনের আরও কয়েকটি মাসায়েল :

অনুরূপভাবে মসজিদে প্রবেশের সময় ডান পা আগে দেওয়া এবং বের হওয়ার সময় বাম পা আগে দেওয়া মুস্তাহাব (সুন্নাতি আমল)। কেননা *হাকিম* বর্ণনা করেছেন,

[112] সহিহুল বুখারি, হা. ৫৮৫৬; সহিহ মুসলিম, হা. ২০৯৭।

[113] ফাতহুল বারি, খ. ১০, পৃ. ৩৭৭।

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ : مِنَ السُّنَّةِ إِذَا دَخَلْتَ الْـمَسْجِدَ أَنْ تَبْدَأَ بِرِجْلِكَ الْيُمْنَى، وَ إِذَا خَرَجْتَ أَنْ تَبْدَأَ بِرِجْلِكَ الْيُسْرَى.

আনাস রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, "সুন্নাত হচ্ছে, যখন তুমি মসজিদে প্রবেশ করবে, তখন আগে ডান পা দিয়ে প্রবেশ করবে। আর যখন মসজিদ থেকে বের হবে, তখন আগে বাম পা দিয়ে বের হবে।"[114]

আল-বুখারি পরিচ্ছেদ রচনা করেছেন,

بَابُ التَّيَمُّنِ فِي دُخُولِ الْمَسْجِدِ وَغَيْرِهِ وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يَبْدَأُ بِرِجْلِهِ الْيُمْنَى فَإِذَا خَرَجَ بَدَأَ بِرِجْلِهِ الْيُسْرَى.

"পরিচ্ছেদ : মসজিদে প্রবেশ ও অন্যান্য কাজ ডান দিক থেকে আরম্ভ করা। ইবনু উমার রাদিয়াল্লাহু আনহুমা আগে তাঁর ডান পা দিয়ে প্রবেশ করতেন, আর বের হওয়ার সময় আগে তাঁর বাম পা দিয়ে বের হতেন।"[115]

এরপর *আল-বুখারি* উক্ত পরিচ্ছেদে পেশকৃত আমলের পক্ষে আয়িশা রাদিয়াল্লাহু আনহা বর্ণিত পূর্বোক্ত হাদিসটি উল্লেখ করেছেন। এ থেকে প্রতীয়মান হয়, **শরিয়তের মূলনীতি হলো— সম্মান দিতে হয় এমন যত বিষয় আছে,**

---

[114] হাকিম, ***আল-মুস্তাদরাক***, খ. ১, পৃ. ২১৮, হা. ৭৯১। *হাকিম* বলেছেন, "হাদিসটি *মুসলিমের* শর্ত অনুযায়ী বিশুদ্ধ।" আর এ বিষয়ে *জাহাবি* তাঁর সাথে একমত পোষণ করেছেন। **আমি (অনুবাদক) বলছি,** "শাইখ আলবানি রাহিমাহুল্লাহ হাদিসটিকে *'হাসান'* বলেছেন। **দ্রষ্টব্য :** আলবানি, ***সিলসিলাতুল আহাদিসিস সহিহা***, খ. ৫, পৃ. ৬২৪।" **টীকা সমাপ্ত।**

[115] সহিহুল বুখারি, খ. ১, পৃ. ১৫৪।

সেগুলোতে ডান দিক থেকে আরম্ভ করা সুন্নাত; অপরপক্ষে এর বিপরীত যত বিষয় আছে, সেগুলোতে বাম দিক থেকে আরম্ভ করা সুন্নাত।[116]

[116] **অনুবাদকের টীকা :** শরিয়তের এই মূলনীতির পক্ষে উলামাদের ইজমা (মতৈক্য) সংঘটিত হয়েছে। ইজমা বর্ণনা করেছেন আল্লামা আবু বাকার ইবনুল আরাবি রাহিমাহুল্লাহ (মৃ. ৫৪৩ হি.) এবং আল্লামা বাদরুদ্দিন আল-আইনি রাহিমাহুল্লাহ (মৃ. ৮৫৫ হি.)। **দ্রষ্টব্য :** আবু বাকার মুহাম্মাদ বিন আব্দুল্লাহ ইবনুল আরাবি আল-মালিকি, ***আল-মাসালিক ফি শারহি মুয়াত্তায়ি মালিক***, তাহকিক : মুহাম্মাদ বিন হুসাইন আস-সুলাইমানি ও আয়িশা বিনতুল হুসাইন আস-সুলাইমানি (বৈরুত : দারুল গরবিল ইসলামি, ১ম প্রকাশ, ১৪২৮ হি./২০০৭ খ্রি.), খ. ৩, পৃ. ৫০৬; বাদরুদ্দিন মাহমুদ বিন আহমাদ আল-আইনি, ***আল-বিনায়া শারহুল হিদায়া***, তাহকিক : আইমান সালিহ শাবান (বৈরুত : দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যা, ১ম প্রকাশ, ১৪২০ হি./২০০০ খ্রি.) খ. ১, পৃ. ২৪৮-২৪৯। **টীকা সমাপ্ত।**

৩.৩ : ৩য় সুন্নাহ : যে ব্যক্তি হাঁচি দিয়ে *‘আলহামদুলিল্লাহ’* বলেনি, তার উদ্দেশে *‘ইয়ারহামুকাল্লাহ’* না বলা

অনেকে মনে করেন, হাঁচি দিলেই হাঁচিদাতার উদ্দেশে *‘ইয়ারহামুকাল্লাহ (আল্লাহ আপনার প্রতি রহম করুন)’* বলতে হয়। অথচ এটা ভুল ধারণা। বরং হাঁচিদাতা *‘আলহামদুলিল্লাহ (যাবতীয় প্রশংসা আল্লাহর জন্য নিবেদিত)’* না বলা পর্যন্ত তার উদ্দেশে *‘ইয়ারহামুকাল্লাহ’* বলা যাবে না। এটাই নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সুন্নাহ। *শাইখান* তাঁদের স্ব স্ব *‘সহিহ’* গ্রন্থে বর্ণনা করেছেন :

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ـ رضى الله عنه ـ قَالَ عَطَسَ رَجُلاَنِ عِنْدَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَشَمَّتَ أَحَدَهُمَا وَلَمْ يُشَمِّتِ الآخَرَ، فَقَالَ الَّذِي لَمْ يُشَمِّتْهُ: عَطَسَ فُلاَنٌ فَشَمَّتَّهُ، وَعَطَسْتُ أَنَا فَلَمْ تُشَمِّتْنِي؟ قَالَ : إِنَّ هَذَا حَمِدَ اللهَ، وَ إِنَّكَ لَمْ تَحْمَدِ اللهَ.

আনাস বিন মালিক রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, “একদা নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সামনে দুই ব্যক্তি হাঁচি দিল। তখন নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একজনের জবাবে *‘ইয়ারহামুকাল্লাহ’* বললেন, অন্যজনের জবাবে *‘ইয়ারহামুকাল্লাহ’* বললেন না। যে ব্যক্তির জবাবে *‘ইয়ারহামুকাল্লাহ’* বললেন না, সে বলল, ‘অমুক হাঁচি দিলে আপনি *ইয়ারহামুকাল্লাহ* বললেন, আর আমি হাঁচি দিলে আপনি *ইয়ারহামুকাল্লাহ* বললেন না যে!’ তিনি জবাবে বললেন, ‘এ ব্যক্তি *আলহামদুলিল্লাহ* বলেছে, আর তুমি *আলহামদুলিল্লাহ* বলনি’।”[117]

মুসলিম তাঁর *‘সহিহ’* গ্রন্থে বর্ণনা করেছেন :

---

[117] সহিহুল বুখারি, হা. ৬২২১; সহিহ মুসলিম, হা. ২৯৯১।

عَنْ أَبِي مُوسَى قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ : إِذَا عَطَسَ أَحَدُكُمْ فَحَمِدَ اللَّهَ فَشَمِّتُوهُ فَإِنْ لَمْ يَحْمَدِ اللَّهَ فَلاَ تُشَمِّتُوهُ.

আবু মূসা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি, "তোমাদের কেউ যদি হাঁচি দিয়ে আল্লাহর প্রশংসা করে, তাহলে তোমরা তার হাঁচির জবাবে *'ইয়ারহামুকাল্লাহ'* বলবে। আর যদি সে আল্লাহর প্রশংসা না করে, তবে তোমরা তার হাঁচির জবাবে *'ইয়ারহামুকাল্লাহ'* বলবে না।"[118]

এসব হাদিস থেকে স্পষ্টরূপে প্রতীয়মান হয়, হাঁচিদাতা *'আলহামদুলিল্লাহ'* না বলা পর্যন্ত তার উদ্দেশে *'ইয়ারহামুকাল্লাহ'* বলা যাবে না। সুতরাং হাঁচিদাতা যদি *'আলহামদুলিল্লাহ'* না বলে, কিংবা *'আলহামদুলিল্লাহ'* বললেও তা যদি শোনা না যায়, তাহলে উক্ত ব্যক্তির সঙ্গী তার উদ্দেশে *'ইয়ারহামুকাল্লাহ'* বলবে না।

---

[118] সহিহ মুসলিম, কিতাবুর রিকাক, অধ্যায় নং : ৫৫, পরিচ্ছেদ নং : ৯, হা. ২৯৯২।

৩.৪ : ৪র্থ সুন্নাহ : যে ব্যক্তি তিনবারের বেশি হাঁচি দেয়, তার উদ্দেশে *'ইয়ারহামুকাল্লাহ'* না বলা

কোনো ব্যক্তি হাঁচি দিয়ে *'আলহামদুলিল্লাহ'* বললে তার জবাবে *'ইয়ারহামুকাল্লাহ'* বলতে হয়। কিন্তু হাঁচিদাতা তিনবারের বেশি হাঁচি দিলে তার উদ্দেশে *'ইয়ারহামুকাল্লাহ'* বলা যাবে না। এটাই সুন্নাহ। কেননা *আবু দাউদ* তাঁর *'সুনান'* গ্রন্থে এবং অপরাপর 'গ্রন্থকার মুহাদ্দিস' হাদিস বর্ণনা করেছেন,

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم : شَمِّتْ أَخَاكَ ثَلَاثًا فَمَا زَادَ فَهُوَ زُكَامٌ.

আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, "তোমার (সাথে থাকা মুসলিম) ভাইয়ের হাঁচির জবাবে তিনবার *'ইয়ারহামুকাল্লাহ'* বলবে। এরপরও হাঁচি দিতে থাকলে, (বুঝে নেবে) সে সর্দিতে আক্রান্ত (তাই আর জবাব দিতে হবে না)।"[119]

মালিক বর্ণনা করেছেন *'আল-মুয়াত্তা'* গ্রন্থে :

---

[119] আবু দাউদ, হা. ৫০৩৪; আল্লামা আলবানি রাহিমাহুল্লাহ *'সহিহুল জামি'* গ্রন্থে (হা. ৩৭১৫) হাদিসটিকে *'হাসান'* বলেছেন।

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ ، عَنْ أَبِيهِ ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: إِنْ عَطَسَ فَشَمِّتْهُ، ثُمَّ إِنْ عَطَسَ فَشَمِّتْهُ، ثُمَّ إِنْ عَطَسَ فَشَمِّتْهُ، ثُمَّ إِنْ عَطَسَ فَقُلْ: إِنَّكَ مَضْنُوكٌ. قَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ أَبِي بَكْرٍ: لَا أَدْرِي أَبَعْدَ الثَّلَاثَةِ أَوِ الْأَرْبَعَةِ.

আব্দুল্লাহ বিন আবু বকর বিন হাজম স্বীয় পিতা থেকে বর্ণনা করেছেন, রসুলল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, "যদি কেউ হাঁচি দেয়, তবে তার জবাবে *'ইয়ারহামুকাল্লাহ'* বলবে (অর্থাৎ হাঁচি দিয়ে *'আলহামদুলিল্লাহ'* বললে জবাবে *'ইয়ারহামুকাল্লাহ'* বলবে)। সে যদি আবার হাঁচি দেয়, তবে তার জবাবে *'ইয়ারহামুকাল্লাহ'* বলবে। সে যদি পুনরায় হাঁচি দেয়, তবে তার জবাবে *'ইয়ারহামুকাল্লাহ'* বলবে। এরপর আবার হাঁচি দিলে বলবে, 'তুমি সর্দিতে আক্রান্ত'।" আব্দুল্লাহ বিন আবু বকর বলেন, "আমি জানি না, রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তৃতীয়বারের পর এই কথা বলতে বলেছেন, না চতুর্থবারের পর।"[120]

তিরমিজি তাঁর *'সুনান'* গ্রন্থে বর্ণনা করেছেন :

عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الأَكْوَعِ قَالَ : عَطَسَ رَجُلٌ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَأَنَا شَاهِدٌ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم : يَرْحَمُكَ اللَّهُ. ثُمَّ عَطَسَ الثَّانِيَةَ، فَقَالَ لَهُ فِي الثَّالِثَةِ : هَذَا رَجُلٌ مَزْكُومٌ.

সালামা ইবনুল আকওয়া রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, "জনৈক ব্যক্তি রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকটে হাঁচি দিল। আমিও তখন উপস্থিত ছিলাম। রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, 'ইয়ারহামুকাল্লাহ।' সে আবার হাঁচি দিলে রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তৃতীয়বারের বেলায় বললেন, 'এই লোক সর্দিতে আক্রান্ত'।"[121]

---

[120] মালিক, ***আল-মুয়াত্তা***, খ. ২, পৃ. ৫৪৪, হা. ২৭৬৯; ইবনু আব্দিল বার্র বলেছেন,

لَا خِلَافَ عَنْ مَالِكٍ فِي إِرْسَالِ هَذَا الْحَدِيثِ وَهُوَ حَدِيثٌ يَتَّصِلُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ مِنْ وُجُوهٍ مِنْهَا حَدِيثُ سَلَمَةَ بْنِ الْأَكْوَعِ وَحَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ.

"*মালিক* থেকে এই হাদিসটি যে *'মুরসাল'* সূত্রে বর্ণিত হয়েছে, সে বিষয়ে কোনো মতভেদ নেই। কিন্তু হাদিসটি কয়েকটি সনদে *'মুত্তাসিল (নিরবচ্ছিন্ন)'* সূত্রে বর্ণিত হয়েছে, যেমন ইবনুল আকওয়া বর্ণিত হাদিস এবং আবু হুরাইরা বর্ণিত হাদিস।" **আমি (অনুবাদক) বলছি**, "লেখক হাফিজাহুল্লাহ এই উদ্ধৃতির কোনো রেফারেন্স দেননি এবং যেই কিতাব থেকে উদ্ধৃতিটি নিয়েছেন সেটার নামও তাঁর বিব্লিয়োগ্রাফিতে উল্লেখ করেননি; বিধায় আমরা রেফারেন্স যুক্ত করে দিচ্ছি। **দ্রষ্টব্য :** ইবনু আব্দিল বার্র, ***আত-তামহিদ***, খ. ১১, পৃ. ১৬৩; **অথবা** আবু উমার ইবনু আব্দিল বার্র আল-কুরতুবি, ***আত-তামহিদ লিমা ফিল মুয়াত্তা মিনাল মাআনি ওয়াল আসানিদ***, তাহকিক : মুস্তাফা বিন আহমাদ আল-আলাউয়ি ও মুহাম্মাদ আব্দুল কাবির আল-বাকরি (মরক্কো : মিনিস্ট্রি অফ আওকাফ অ্যান্ড ইসলামিক অ্যাফেয়ার্স, প্রকাশের ক্রমধারাবিহীন, ১৩৮৭ হি.), খ. ১৭, পৃ. ৩২৫।" **টীকা সমাপ্ত।**

[121] তিরমিজি, হা. ২৭৪৩; হাদিসটির মূল অংশ *সহিহ মুসলিমে* (হা. ২৯৯৩) আছে।

আরও বর্ণিত হয়েছে,

عَنْ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ قَالَ: الْعَاطِسُ بِمَنْزِلَةِ الْخَاطِبِ يُشَمَّتُ إِلَى ثَلَاثٍ مِرَارًا فَمَا زَادَ فَهُوَ دَاءٌ فِي الرَّأْسِ.

আমর বিন আস রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, "হাঁচিদাতা বিয়ের প্রস্তাবদাতার পর্যায়ভুক্ত, তিনবার পর্যন্ত তার হাঁচির জবাবে *'ইয়ারহামুকাল্লাহ'* বলতে হবে; এরচেয়ে বেশি হাঁচি দিলে, সেটা মাথার (ঠাণ্ডাজনিত) অসুস্থতা।"[122]

---

[122] হাদিসটি ইবনু মুফলিহ উল্লেখ করেছেন *'আল-আদাবুশ শারইয়্যা'* গ্রন্থে (খ. ১, পৃ. ৭৬৮)। **আমি (অনুবাদক) বলছি,** "লেখক এই হাদিসের বর্ণনাগত মান উল্লেখ করেননি, আমিও বর্ণনাটির মান প্রসঙ্গে কোনো গ্রহণযোগ্য মুহাক্কিকের কথা জানতে পারিনি।" **টীকা সমাপ্ত।**

৩.৫ : পঞ্চমত : বৃষ্টির সময় নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কতিপয় সুন্নাহ

আবু দাউদ তাঁর *'সুনান'* গ্রন্থে বর্ণনা করেছেন :

عَنْ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، كَانَ إِذَا رَأَى نَاشِئًا فِي أُفُقِ السَّمَاءِ تَرَكَ الْعَمَلَ وَإِنْ كَانَ فِي صَلَاةٍ، ثُمَّ يَقُولُ: اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّهَا فَإِنْ مُطِرَ قَالَ: اللَّهُمَّ صَيِّبًا هَنِيئًا.

মুমিনদের আম্মা আয়িশা রাদিয়াল্লাহু আনহা থেকে বর্ণিত হয়েছে, "নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আকাশের প্রান্তে মেঘখণ্ড উঠতে দেখলে যাবতীয় (নফল) আমল ছেড়ে দিতেন; এমনকি তিনি নামাজে থাকলেও। তারপর বলতেন,

اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّهَا.

'আল্লাহুম্মা ইন্নি আউজু বিকা মিন শার্রিহা; **অর্থ :** হে আল্লাহ, আমি আপনার নিকট এর অনিষ্ট থেকে আশ্রয় চাইছি।'
যদি বৃষ্টি হতো, তাহলে বলতেন,

اللَّهُمَّ صَيِّبًا هَنِيْئًا.

'আল্লাহুম্মা সয়্যিবান হানিআ; **অর্থ :** হে আল্লাহ, এই বৃষ্টিকে মুষলাধারায় বর্ষিত ফলপ্রসূ বর্ষণ করে দিন'।"[123]

হাদিসে উল্লিখিত *'আন-নাশি* (نَاشِئ)' শব্দের অর্থ : এমন মেঘ, যা এখনো পূর্ণতা পায়নি। *বুখারি* তাঁর *'সহিহ'* গ্রন্থে বর্ণনা করেছেন,

---

[123] আবু দাউদ, হা. ৫০৯৯; আল্লামা আলবানি হাদিসটিকে *'সিলসিলা সহিহা'* গ্রন্থে (হা. ২৭৫৭) *সহিহ* বলেছেন।

عَنْ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا رَأَى الْمَطَرَ قَالَ : اللهم صَيِّبًا نَافِعًا.

মুমিনদের জননী আয়িশা রাদিয়াল্লাহু আনহা থেকে বর্ণিত হয়েছে, “আল্লাহর রসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বৃষ্টি দেখলে বলতেন,

اللهم صَيِّبًا نَافِعًا.

‘আল্লাহুম্মা সয়্যিবান নাফিআ; **অর্থ :** হে আল্লাহ, এই বৃষ্টিকে মুষলাধারায় বর্ষিত উপকারী বর্ষণ করে দিন’।”[124]

মুসলিম তাঁর *‘সহিহ’* গ্রন্থে বর্ণনা করেছেন :

عَنْ أَنَسٍ، قَالَ أَصَابَنَا وَنَحْنُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مَطَرٌ قَالَ فَحَسَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَوْبَهُ حَتَّى أَصَابَهُ مِنْ الْمَطَرِ فَقُلْنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ لِمَ صَنَعْتَ هَذَا قَالَ لِأَنَّهُ حَدِيثُ عَهْدٍ بِرَبِّهِ تَعَالَى.

আনাস রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, “আমরা রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সঙ্গে ছিলাম এমন সময় বৃষ্টি নামল। তখন রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর পোশাক খুললেন, ফলে তাঁর শরীরে বৃষ্টির পানি পৌঁছল। আমরা জিজ্ঞেস করলাম, ‘হে আল্লাহর রসুল, আপনি এরূপ কেন করলেন?’ তিনি বললেন, ‘কেননা এটা অল্প সময় পূর্বেই মহান আল্লাহর নিকট থেকে এসেছে’।”[125]

ইমাম শাফেয়ি রাহিমাহুল্লাহ (মৃ. ২০৪ হি.) বলেছেন :

---

[124] সহিহুল বুখারি, হা. ১০৩২।

[125] সহিহ মুসলিম, কিতাবু সলাতিল ইস্তিসকা, অধ্যায় নং : ১০, পরিচ্ছেদ নং : ২, হা. ৮৯৮।

بَلَغَنَا «أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَتَمَطَّرُ فِي أَوَّلِ مَطْرَةٍ حَتَّى يُصِيبَ جَسَدَهُ، ... أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ عَنْ ابْنِ حَرْمَلَةَ عَنْ ابْنِ الْمُسَيِّبِ أَنَّهُ رَآهُ فِي الْمَسْجِدِ، وَمَطَرَتْ السَّمَاءُ، وَهُوَ فِي السِّقَايَةِ فَخَرَجَ إِلَى رَحْبَةِ الْمَسْجِدِ ثُمَّ كَشَفَ عَنْ ظَهْرِهِ لِلْمَطَرِ حَتَّى أَصَابَهُ ثُمَّ رَجَعَ إِلَى مَجْلِسِهِ.

"আমাদের কাছে খবর পৌঁছেছে, নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বৃষ্টিপাতের শুরুর দিকে তাঁর শরীরের পোশাক যতদূর সম্ভব অনাবৃত করতেন, যাতে তাঁর শরীরে বৃষ্টির পানি পৌঁছে।... তিনি বলেন, আমাদের কাছে ইবরাহিম খবর বর্ণনা করেছেন ইবনু হারমালার সূত্রে ইবনুল মুসাইয়্যিব থেকে, একদিন তিনি তাঁকে (ইবনুল মুসাইয়্যিবকে) মসজিদে দেখেন। হঠাৎ বৃষ্টি আরম্ভ হয়; যখন তিনি পানি দেওয়ার স্থানে ছিলেন। বৃষ্টি শুরু হলে তিনি সেখান থেকে মসজিদের আঙিনায় চলে যান, এরপর বৃষ্টি গায়ে লাগানোর জন্য তাঁর পিঠ অনাবৃত করেন। একপর্যায়ে তাঁর শরীরে বৃষ্টি পৌঁছে, তারপর তিনি স্বীয় মজলিসে ফিরে আসেন।"[126]

[126] ইমাম শাফিয়ি, ***আল-উম্ম***, খ. ২, পৃ. ৫৫৩।

৩.৬ : বিবিধ বিষয়ের ষষ্ঠ সুন্নাহ : মাঝেমাঝে খালি পায়ে হাঁটা

আবু দাউদ তাঁর *‘সুনান’* গ্রন্থে বর্ণনা করেছেন :

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُرَيْدَةَ، أَنَّ رَجُلًا مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَحَلَ إِلَى فَضَالَةَ بْنِ عُبَيْدٍ وَهُوَ بِمِصْرَ، فَقَدِمَ عَلَيْهِ، فَقَالَ: أَمَا إِنِّي لَمْ آتِكَ زَائِرًا، وَلَكِنِّي سَمِعْتُ أَنَا وَأَنْتَ حَدِيثًا مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجَوْتُ أَنْ يَكُونَ عِنْدَكَ مِنْهُ عِلْمٌ، قَالَ: وَمَا هُوَ؟ قَالَ: كَذَا وَكَذَا، قَالَ: فَمَا لِي أَرَاكَ شَعِثًا وَأَنْتَ أَمِيرُ الْأَرْضِ؟ قَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَنْهَانَا عَنْ كَثِيرٍ مِنَ الإِرْفَاهِ، قَالَ: فَمَا لِي لَا أَرَى عَلَيْكَ حِذَاءً؟ قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْمُرُنَا أَنْ نَحْتَفِيَ أَحْيَانًا.

আব্দুল্লাহ বিন বুরাইদা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, একবার নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এক সাহাবি ভ্রমণ করেন ‘মিশরে অবস্থানরত’ সাহাবি ফাদালা ইবনু উবাইদ রাদিয়াল্লাহু আনহুর কাছে। এরপর বলেন, “আমি কেবল আপনার সাথে দেখা করতে আসিনি। বরং আমি এবং আপনি দুজনে যে হাদিসটি রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট শুনেছি, আশা করি, এ সম্পর্কে আপনার কাছে ইলম আছে (সেটাই জানতে এসেছি)।” তিনি বললেন, “তা কোন বিষয়ে?” জবাবে তিনি (ভ্রমণ করে আসা সাহাবি) বলেন, “এরূপ এরূপ।” এরপর তিনি (ভ্রমণ করে আসা সাহাবি) বলেন, “আপনি একটা জায়গার নেতা, অথচ আপনার মাথার চুল এলোমেলো দেখছি কেন?” ফাদালা রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, “রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদেরকে বিলাসিতা করা[127] থেকে

---

[127] **অনুবাদকের টীকা :** লেখক হাফিজাহুল্লাহ হাদিসে উল্লিখিত *‘আল-ইরফাহ* (الإِرْفَاهِ)’ শব্দের টীকায় বলেছেন, “এর মানে তানাউউম (التنعم) তথা বিলাসিতা।” আমি (অনুবাদক) দেখেছি, অনেক উলামা লেখকের মতোই হাদিসটির ব্যাখ্যা করেছেন। কিন্তু সরাসরি *‘আল-ইরফাহ’* শব্দের ব্যাখ্যা আরেকটি বিশুদ্ধ হাদিসে বর্ণিত হয়েছে। সুতরাং হাদিসে বর্ণিত ব্যাখ্যাই এখানে প্রণিধানযোগ্য হওয়া উচিত, যেমনটি একদল ভাষ্যকার বিদ্বান মনে করেছেন। হাদিসে বলা হয়েছে, প্রতিদিন চুল আঁচড়ানোকে *‘ইরফাহ’* বলে; এজন্য একদিন পরপর কিংবা একটা সময়কাল পর্যন্ত গ্যাপ দিয়ে দিয়ে চুল আঁচড়ানো সুন্নাহ। *ইমাম নাসায়ি* তাঁর *‘সুনান’* গ্রন্থে বর্ণনা করেছেন,

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ شَقِيقٍ قَالَ: «كَانَ رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ عَامِلًا بِمِصْرَ، فَأَتَاهُ رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِهِ، فَإِذَا هُوَ شَعِثُ الرَّأْسِ مُشْعَانٌّ، قَالَ: مَا لِي أَرَاكَ مُشْعَانًّا، وَأَنْتَ أَمِيرٌ، قَالَ: كَانَ نَبِيُّ اللهِ ﷺ يَنْهَانَا عَنِ الْإِرْفَاهِ. قُلْنَا: وَمَا الْإِرْفَاهُ؟ قَالَ: التَّرَجُّلُ كُلَّ يَوْمٍ».

আবদুল্লাহ বিন শাকিক রাহিমাহুল্লাহ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, “নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এক সাহাবি মিশরের শাসক ছিলেন। তাঁর কাছে আরেকজন সাহাবি এসে দেখেন, তাঁর চুল এলোমেলা হয়ে রয়েছে। এ দেখে তিনি বলেন, ‘কী ব্যাপার, আপনি একজন শাসক হওয়া সত্ত্বেও আপনার চুল এলোমেলো দেখছি যে?!’ তখন তিনি

নিষেধ করেছেন।” তিনি (ভ্রমণ করে আসা সাহাবি) বললেন, “আপনার পায়ে জুতো দেখছি না কেন?” তিনি জবাব দিলেন, “নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদেরকে মাঝেমাঝে খালি পায়ে চলার নির্দেশ দিয়েছেন।”[128]

বর্ণিত হয়েছে :

عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ، رضي الله عنه أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَمْشِي حَافِيًا وَنَاعِلًا وَيَشْرَبُ قَائِمًا وَقَاعِدًا وَيَنْفَتِلُ عَنْ يَمِينِهِ وَيَسَارِهِ وَيَصُومُ فِي السَّفَرِ وَيُفْطِرُ.

ইমরান বিন হুসাইন রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত হয়েছে, “নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম খালি পায়েও চলতেন, জুতো পরেও চলতেন, দাঁড়িয়েও পান করতেন, বসেও পান করতেন, সালাম ফেরানোর পর ডান দিক থেকেও প্রস্থান করতেন, বাম দিক থেকেও প্রস্থান করতেন, সফরে রোজা রাখতেন, আবার সফরে রোজা ছেড়েও দিতেন।”[129]

মুসলিম তাঁর *‘সহিহ’* গ্রন্থে বর্ণনা করেছেন :

বলেন, রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদেরকে *‘ইরফাহ’* করতে নিষেধ করেছেন। আমরা জিজ্ঞেস করলাম, ‘“*ইরফাহ*” কী?’ তিনি জবাবে বলেন, ‘প্রতিদিন চুল আঁচড়ানো’।”

দ্রষ্টব্য : আবু আব্দুর রহমান আহমাদ বিন শুয়াইব আন-নাসায়ি, ***সুনানুন নাসায়ি*** (কায়রো : আল-মাকতাবাতুত তিজারিয়্যাতুল কুবরা, ১ম প্রকাশ, ১৩৪৮ হি./১৯৩০ খ্রি.), খ. ৮, পৃ. ১৩২, হা. ৫০৫৮।

শাইখ আলবানি রাহিমাহুল্লাহ হাদিসটিকে *সহিহ* বলেছেন। **দ্রষ্টব্য :** মুহাম্মাদ নাসিরুদ্দিন আল-আলবানি, ***সহিহ সুনানিন নাসায়ি*** (রিয়াদ : মাকতাবুত তারবিয়াতিল আরাবি লি দুওয়ালিল খলিজ, ১ম প্রকাশ, ১৪০৯ হি./১৯৮৮ খ্রি.), খ. ৩, পৃ. ১০৪০, হা. ৪৬৮৩। **টীকা সমাপ্ত।**

[128] আবু দাউদ, হা. ৪১৬০; আহমাদ, ***আল-মুসনাদ***, হা. ২৩৮৫১; আল-আলবানি হাদিসটিকে *‘আস-সহিহা’* গ্রন্থে (হা. ৫০২) *সহিহ* বলেছেন।

[129] বাজ্জার, হা. ৬৯৮; হাইসামি *‘মাজমাউজ জাওয়ায়িদ’* গ্রন্থে (খ. ৩, পৃ. ১৬২) বলেছেন, “এ হাদিসের বর্ণনাকারীরা নির্ভরযোগ্য।” **আমি (অনুবাদক) বলছি**, “কাছাকাছি শব্দে এরকম হাদিস আমর বিন শুয়াইবের সূত্রে *‘মুসনাদ আহমাদ’* কিতাবে বর্ণিত হয়েছে। সেই হাদিসকে ইমাম আহমাদ শাকির রাহিমাহুল্লাহ *‘সহিহ লি গাইরিহি’* বলেছেন এবং আল্লামা শুয়াইব আল-আরনাউতও *‘সহিহ লি গাইরিহি’* বলেছেন। **দ্রষ্টব্য :** আহমাদ বিন মুহাম্মাদ বিন হাম্বাল আশ-শাইবানি, ***মুসনাদুল ইমাম আহমাদ বিন হাম্বাল***, তাহকিক : আহমাদ মুহাম্মাদ শাকির (কায়রো : দারুল হাদিস, ১ম প্রকাশ, ১৪১৬ হি./১৯৯৫ খ্রি.), খ. ৬, পৃ. ৩০৭, হা. ৬৭৮৩; আহমাদ, ***আল-মুসনাদ***, খ. ১১, পৃ. ৫২২, হা. ৬৯২৮।” **টীকা সমাপ্ত।**

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، أَنَّهُ قَالَ كُنَّا جُلُوسًا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إِذْ جَاءَهُ رَجُلٌ مِنَ الأَنْصَارِ فَسَلَّمَ عَلَيْهِ ثُمَّ أَدْبَرَ الأَنْصَارِيُّ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم : يَا أَخَا الأَنْصَارِ كَيْفَ أَخِي سَعْدُ بْنُ عُبَادَةَ؟ فَقَالَ : صَالِحٌ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم : مَنْ يَعُودُهُ مِنْكُمْ؟ فَقَامَ وَقُمْنَا مَعَهُ، وَنَحْنُ بِضْعَةَ عَشَرَ، مَا عَلَيْنَا نِعَالٌ وَلاَ خِفَافٌ وَلاَ قَلاَنِسُ وَلاَ قُمُصٌ نَمْشِي فِي تِلْكَ السِّبَاخِ حَتَّى جِئْنَاهُ... الحديث.

আব্দুল্লাহ বিন উমার রাদিয়াল্লাহু আনহুমা থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, “আমরা রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে বসা ছিলাম। এমন সময় আনসারদের জনৈক ব্যক্তি তাঁর নিকট এসে তাঁকে সালাম দিল। তারপর সে ফিরে যাচ্ছিল, তখন রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, ‘ওহে আনসারদের ভাই, আমার ভাই সাদ ইবনু উবাদা কেমন আছে?’ সে বলল, ‘ভালো।’ রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জিজ্ঞেস করলেন, ‘তোমাদের মধ্যে কে কে তাকে দেখতে যাবে?’ এই বলে তিনি ওঠলেন, আমরাও তার সাথে উঠে রওয়ানা হলাম। আমাদের সংখ্যা দশের অধিক ছিল। আমাদের পায়ে জুতো ছিল না, মোজা ছিল না, মাথায় টুপিও ছিল না, গায়ে জামাও ছিল না। আমরা পায়ে হেঁটে কঙ্করময় পথ অতিক্রম করে তাঁর (সাদ ইবনু উবাদার) কাছে গিয়ে পৌঁছলাম।”[130]

সুতরাং মাঝেমাঝে খালি পায়ে হাঁটা নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও তাঁর সম্মাননীয় সাহাবিগণের আদর্শ। আধুনিক বিজ্ঞানও প্রমাণ করেছে, খালি পায়ে হাঁটার অনেক চিকিৎসা-সংক্রান্ত উপকারিতা রয়েছে; যেমন : হাঁটুতে বিদ্যমান বাতের ব্যথা[131] ও অন্যান্য রোগের উপশম।

পরিশেষে, আমি মহান আরশের অধিপতি, সুমহান, সমুচ্চ আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করছি, তিনি যেন আমাদেরকে ‘সুন্নাহ মেনে চলা, নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি

---

[130] সহিহ মুসলিম, কিতাবুল জানায়িজ, অধ্যায় নং : ১২, পরিচ্ছেদ নং : ৭, হা. ৯২৫।

[131] যেমনটি বলা হয়েছে *‘আশ-শারকুল আওসাত’* পত্রিকায়, সংখ্যা : ১০১৯৪, ৪ঠা শাওয়াল ১৪২৭ হি., ২৬শে অক্টোবর ২০০৬ খ্রি.।

ওয়াসাল্লামের পদাঙ্ক অনুসরণ করা এবং তাঁর আদর্শের আলোতে আলোকিত হওয়া’ আহলুস সুন্নাহর অন্তর্ভুক্ত করেন।

অনুরূপভাবে আমি মহান আল্লাহর কাছে চাইছি, তিনি যেন এই সংকলন ও কথাগুচ্ছের দ্বারা মানুষদের উপকৃত করেন এবং কিতাবটি যেন মুস্তাফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সুন্নাহসমগ্রকে পুনর্জীবিত করার মাধ্যমে পরিণত হয়। আর আমাদের সর্বশেষ কথা তো এটাই যে, যাবতীয় প্রশংসা জগৎসমূহের প্রতিপালক আল্লাহর জন্য নিবেদিত।

লিখেছেন—

মুতলাক বিন জাসির বিন মুতলাক আল-ফারিস আল-জাসির

আমাদের নবি মুহাম্মাদ, তাঁর অনুসারীবর্গ ও সকল সাহাবির জন্য আল্লাহ ধার্য করুন সালাত, সালাম ও বরকত।

পরিশিষ্ট : ‘আল্লাহ্ নবির জন্য সলাত ধার্য করেন বা দরুদ বর্ষণ করেন’ কথাটির অর্থ নিরূপণ[132]

[132] এই পরিশিষ্টে উল্লিখিত প্রবন্ধটি অনুবাদক কর্তৃক সংযোজিত।

সারাংশ

দরুদে ব্যবহৃত 'আল্লাহুম্মা সাল্লি আলাইহি' কিংবা 'সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম' প্রভৃতির মতো শব্দগুচ্ছের আক্ষরিক অর্থ 'আল্লাহ নবির জন্য সলাত ধার্য করুন'। বাক্যে ব্যবহৃত 'সালাত' শব্দটির অর্থ নিয়ে উলামাগণ প্রসিদ্ধ তিনটি মতে মতভেদ করেছেন। **প্রথম মত :** এর মানে আল্লাহ নবির প্রতি রহমত করুন, **দ্বিতীয় মত :** এর মানে ফেরেশতাবর্গের কাছে আল্লাহ নবির প্রশংসা করুন, **তৃতীয় মত :** এর মানে আল্লাহ নবির প্রতি অধিক কোমলতাপূর্ণ দয়া বা বিশেষ দয়া করুন। এ বিষয়ক দলিলপ্রমাণ নিরীক্ষা করে আমরা তৃতীয় মতটিকে অগ্রাধিকারযোগ্য অভিমত হিসেবে চয়ন করেছি। এজন্য এই মত অনুযায়ী নবির জন্য ব্যবহৃত যাবতীয় দরুদের অর্থ এমন করাই বাঞ্ছনীয় যে, "মহান আল্লাহ নবির প্রতি বিশেষ দয়া করুন, অথবা আল্লাহ নবির প্রতি অধিক কোমলতাপূর্ণ দয়া করুন।"

অবতরণিকা

বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম। আমরা যে কোনো শরয়ি আলোচনায় এই কথাগুলো অনেক দেখি— *‘আল্লাহুম্মা সাল্লি আলাইহি’* কিংবা *‘সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম,’* আমি এগুলোর অনুবাদ করি, *‘আল্লাহ তার জন্য সালাত ধার্য করুন।’* *সালাত* শব্দের জায়গায় অনেকে ফার্সি শব্দ *‘দরুদ’* ব্যবহার করেন, আবার অনেকে *‘রহমত বা দয়া’* ব্যবহার করেন। কিন্তু বাস্তবে এসব বাক্যে *সালাত* শব্দের অর্থ কী, তা সঠিকভাবে জানা দরকার। আমরা প্রত্যহ প্রায় প্রত্যেক নামাজেই দরুদ পড়ে থাকি; এবং সেখানে এই শব্দগুলো আসে। এটার সঠিক অর্থ জানা এজন্যই খুব জরুরি। **আল্লাহ কর্তৃক বান্দার প্রতি সালাত ধার্য করার বা দরুদ বর্ষণ করার অর্থ কী, তা নিয়ে উলামাগণ অনেকগুলো মতে মতভেদ করেছেন।** আমার জানামতে, এ বিষয়ে প্রসিদ্ধ তিনটি অভিমত রয়েছে।

প্রথম অভিমত

আল্লাহ বান্দার প্রতি সালাত ধার্য করলেন, এর মানে তিনি তার প্রতি রহমত করলেন। অর্থাৎ এই মত অনুযায়ী সালাত মানে রহমত। এটাই সবচেয়ে প্রসিদ্ধ মত। পূর্ববর্তীদের মধ্যে আমরা দেখেছি, তাবেয়ি দাহহাক ইবনু মুজাহিম আল-হিলালি রাহিমাহুল্লাহ (মৃ. সম্ভাব্য ১০২ হি.) থেকে এ ধরনের একটি বর্ণনা পাওয়া যায়। তিনি বলেছেন, صلاة الله رحمته وصلاة الملائكة الدعاء "আল্লাহর তরফ থেকে সালাত ধার্য করার মানে তাঁর রহমত, আর ফেরেশতাদের তরফ থেকে সালাত ধার্য করার মানে দোয়া।"[133] শাইখ আলবানি রাহিমাহুল্লাহ এই বর্ণনাকে *'দুর্বল'* আখ্যা দিয়েছেন। পূর্ববর্তী বিদ্বানদের মধ্যে আমরা ইমাম আবু উবাইদ আল-কাসিম ইবনু সাল্লাম রাহিমাহুল্লাহকে (মৃ. ২২৪ হি.) দেখতে পাই, তিনি তাঁর কিতাবে *দাহহাকের প্রতি সম্পৃক্ত কথাটির* অনুরূপ অভিমত ব্যক্ত করেছেন।[134]

---

[133] ইসমায়িল বিন ইসহাক আল-কাদি, ***ফাদলুস সালাতি আলান নাবি ﷺ***, তাহকিক : মুহাম্মাদ নাসিরুদ্দিন আল-আলবানি (বৈরুত : আল-মাকতাবুল ইসলামি, ৩য় প্রকাশ, ১৯৭৭ খ্রি.), পৃ. ৮০, হা. ৯৬, বর্ণনার মান : জইফ।

[134] আবু উবাইদ আল-কাসিম ইবনু সাল্লাম আল-হারাউয়ি, ***গারিবুল হাদিস***, তাহকিক : মুহাম্মাদ আব্দুল মুয়িদ খান (হায়দ্রাবাদ : মাতবাআতু দায়িরাতিল মাআরিফিল উসমানিয়্যা, ১ম প্রকাশ, ১৩৮৪ হি./১৯৬৪ খ্রি.), খ. ১, পৃ. ১৭৯-১৮০।

অনুরূপভাবে আল্লাহর তরফ থেকে সালাত ধার্যের মানে ‘রহমত ধার্য করা’—এই মত ব্যক্ত করেছেন আরবি ভাষার ইমাম ইবনুল আরাবি (মৃ. ২৩১ হি.),[135] আরবি ভাষার আরেক ইমাম আবুল আব্বাস আল-মুবাররাদ (মৃ. ২৮৫ হি.),[136] আরবি ভাষাবিদ ইমাম মুহাম্মাদ আল-আজহারি (মৃ. ৩৭০ হি.),[137] আরবি ভাষাবিদ আবু নাসর আল-জাওহারি (মৃ. ৩৯৩ হি.),[138] তাফসিরকারক ইমাম আবুল মুজাফফার আস-সামআনি (মৃ. ৪৮৯ হি.)[139] প্রমুখ।

---

[135] আবু মানসুর মুহাম্মাদ বিন আহমাদ আল-আজহারি, ***তাহজিবুল লুগাহ***, তাহকিক : মুহাম্মাদ আওয়াদ মুরয়িব (বৈরুত : দারু ইহইয়ায়িত তুরাসিল আরাবি, ১ম প্রকাশ, ২০০১ খ্রি.), ভুক্তি : صلى, খ. ১২, পৃ. ১৬৬; আবুল হাসান আলি বিন আহমাদ আল-ওয়াহিদি আন-নাইসাবুরি, ***আত-তাফসিরুল বাসিত*** (রিয়াদ : ইমাম মুহাম্মাদ বিন সাউদ বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিনশিপ অফ স্কলারলি রিসার্চ, ১ম প্রকাশ, ১৪৩০ হি.), খ. ৩, পৃ. ৪৩২।

[136] আবুল ফাদল আল-কাদি ইয়াদ বিন মুসা আল-ইয়াহসুবি, ***আশ-শিফা বি তারিফি হুকুকিল মুস্তাফা***, টীকা : আহমাদ বিন মুহাম্মাদ আশ-শুমুন্নি (বৈরুত : দারুল ফিকর, প্রকাশের ক্রমধারাবিহীন, ১৪০৯ হি./১৯৮৮ খ্রি.), খ. ২, পৃ. ৬০; আবু আব্দুল্লাহ মুহাম্মাদ বিন আবু বকর ইবনুল কাইয়্যিম আল-জাওজিয়্যা, ***জিলাউল আফহাম ফি ফাদলিস সলাতি ওয়াস সালামি আলা খাইরিল আনাম***, তাহকিক : জায়িদ বিন আহমাদ আন-নুশাইরি (রিয়াদ : দারু আতাআতিল ইলম, ৫ম প্রকাশ, ১৪৪০ হি./২০১৯ খ্রি.), পৃ. ১৬৩; আবুল ফাদল আহমাদ বিন আলি ইবনু হাজার আল-আসকালানি, ***ফাতহুল বারি বি শারহি সহিহিল বুখারি***, পরিশীলন : মুহিব্বুদ্দিন আল-খতিব (বৈরুত : দারুল মারিফা, প্রকাশের ক্রমধারাবিহীন, ১৩৭৯ হি.), খ. ১১, পৃ. ১৫৬।

[137] আল-আজহারি, ***তাহজিবুল লুগাহ***, ভুক্তি : صلى, খ. ১২, পৃ. ১৬৬।

[138] আবু নাসর ইসমায়িল বিন হাম্মাদ আল-জাওহারি, ***আস-সিহাহ তাজুল লুগাতি ওয়া সিহাহুল আরাবিয়্যা***, তাহকিক : আহমাদ আব্দুল গফুর আত্তার (বৈরুত : দারুল ইলম লিল মালায়িন, ৪র্থ প্রকাশ, ১৪০৭ হি./১৯৮৭ খ্রি.), ভুক্তি : صلا, খ. ৬, পৃ. ২৪০২।

[139] আবুল মুজাফফার মানসুর বিন মুহাম্মাদ আস-সামআনি, ***তাফসিরুল কুরআন***, তাহকিক : ইয়াসির বিন ইবরাহিম ও গানিম বিন আব্বাস (রিয়াদ : দারুল ওয়াতান, ১ম প্রকাশ, ১৪১৮ হি./১৯৯৭ খ্রি.), খ. ১, পৃ. ১৫৭।

ইমাম ইবনুল কাইয়্যিম রাহিমাহুল্লাহ (মৃ. ৭৫১ হি.) তাঁর *‘জিলাউল আফহাম’* গ্রন্থে এই অভিমতের তীব্র প্রতিবাদ করেছেন এবং স্বতন্ত্র পনেরোটি দিক থেকে মতটির জোরালো খণ্ডন করেছেন।[140] তালিবুল ইলমদের উচিত অসাধারণ এই ইলমি আলোচনা থেকে উপকৃত হওয়া। ইমাম ইবনুল কাইয়্যিম তাঁর *‘বাদায়িউল ফাওয়ায়িদ’* কিতাবে তিনটি দিক থেকে এই মতের খণ্ডন করেছেন।[141] সংক্ষিপ্ত কলেবরের আলোচনায় আমরা উক্ত তিনটি পয়েন্ট সামান্য ব্যাখ্যা-সহ উল্লেখ করছি।

- **১ম পয়েন্ট :** মহান আল্লাহ সালাত ও রহমতের মধ্যে পার্থক্য করেছেন। তিনি বলেছেন, أُوْلَٰٓئِكَ عَلَيۡهِمۡ صَلَوَٰتٞ مِّن رَّبِّهِمۡ وَرَحۡمَةٞۖ “তাদের রবের তরফ থেকে তাদের জন্য ধার্য হয় সালাত ও রহমত।”[142] আরবি ভাষায় দুটো বিশেষ্য বা ক্রিয়ার মাঝে *‘হারফু আত্‌ফ’* তথা *‘সংযোজক অব্যয়’* ব্যবহৃত হলে, তা থেকে প্রতীয়মান হয়, উক্ত বিশেষ্যদ্বয় আলাদা; দুটো এক জিনিস নয়।
- **২য় পয়েন্ট :** সকল মুসলিমের জন্যই রহমতের দোয়া করা জায়েজ। কিন্তু *‘সালাত’* ধার্য করা তথা *দরুদ পাঠ করা* কেবল নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জন্য খাস। তবে নবিজির সাথে সাথে একই বাক্যে তাঁর

---

140 ইবনুল কাইয়্যিম, ***জিলাউল আফহাম***, পৃ. ১৬২-১৭৮।

141 আবু আব্দুল্লাহ মুহাম্মাদ বিন আবু বকর ইবনুল কাইয়্যিম আল-জাওজিয়্যা, ***বাদায়িউল ফাওয়ায়িদ***, তাহকিক : আলি বিন মুহাম্মাদ আল-ইমরান (রিয়াদ : দারু আতাআতিল ইলম, ৫ম প্রকাশ, ১৪৪০ হি./২০১৯ খ্রি.), খ. ১, পৃ. ৪৪-৪৫।

142 আল-কুরআন, ২ (সুরা বাকারা) : ১৫৭।

পরিবারপরিজন বা অনুসারীবর্গ ও সাহাবিবৃন্দের জন্যও *'সালাত'* ধার্য করা যায়। এজন্য অসংখ্য উলামা একজন নির্দিষ্ট মুসলিমের জন্য *'সালাত'* ধার্য করতে তথা *'দরুদ'* পড়া *নিষিদ্ধ* আখ্যা দিয়েছেন, কিন্তু নির্দিষ্ট কারও জন্য রহমতের দোয়া করতে নিষেধ করেননি।

- **৩য় পয়েন্ট :** আল্লাহর রহমত সকল কিছুকে পরিব্যপ্ত করে আছে। আল্লাহ বলেন, وَرَحْمَتِى وَسِعَتْ كُلَّ شَىْءٍ "আর আমার রহমত সকল কিছুকে পরিবেষ্টন করেছে।"[143] অথচ আল্লাহর ধার্যকৃত *'সালাত'* তাঁর কিছু খাস বান্দার জন্য নির্দিষ্ট।

[143] আল কুরআন, ৭ (সুরা আরাফ) : ১৫৬।

দ্বিতীয় অভিমত

আল্লাহর তরফ থেকে কারও জন্য *‘সালাত’* ধার্য করার মানে ‘আল্লাহ কর্তৃক ফেরেশতাদের নিকট উক্ত ব্যক্তির প্রশংসা করা।’ অর্থাৎ এই মত অনুযায়ী *‘সালাত’* মানে প্রশংসা। এই মত ব্যক্ত করেছেন বিখ্যাত তাফসিরকারক তাবেয়ি ইমাম আবুল আলিয়া আর-রিয়াহি রাহিমাহুল্লাহ (মৃ. ৯০ হি./৯৩ হি.)। ইমাম আবুল আলিয়া রাহিমাহুল্লাহ বলেন,

صَلَاةُ اللهِ ثَنَاؤُهُ عَلَيْهِ عِنْدَ الْمَلَائِكَةِ، وَصَلَاةُ الْمَلَائِكَةِ الدُّعَاءُ.

“আল্লাহর তরফ থেকে কারও জন্য *‘সালাত’* ধার্য করার অর্থ : আল্লাহ কর্তৃক ফেরেশতাদের নিকট উক্ত ব্যক্তির প্রশংসা করা। আর ফেরেশতাদের তরফ থেকে *‘সালাত’* ধার্য করার অর্থ : দোয়া করা।”[144]

আরবি ব্যাকরণশাস্ত্রের ইমাম সিবওয়াইহের উস্তাজ, আরবি ভাষা ও সাহিত্যের ইমাম, আরবি ছন্দশাস্ত্রের প্রণেতা, খলিল বিন আহমাদ আল-ফারাহিদি (মৃ. ১৭০ হি.) এই মত ব্যক্ত করে বলেন :

---

[144] ইমাম বুখারি রাহিমাহুল্লাহ এই হাদিসটি কাটাসনদে দৃঢ়তাব্যঞ্জক শব্দ দিয়ে উল্লেখ করেছেন *সহিহুল বুখারিতে*। **দ্রষ্টব্য :** আল-বুখারি, ***আস-সহিহ***, খ. ৬, পৃ. ১২০। ইমাম ইসমায়িল আল-কাদি রাহিমাহুল্লাহ (মৃ. ২৮২ হি.) এবং ইমাম ইবনু আবি হাতিম রাহিমাহুল্লাহ (মৃ. ৩২৭ হি.) এই হাদিসটি বর্ণনা করেছেন নিরবচ্ছিন্ন সনদে; বর্ণনার মানকে *‘সহিহ’* আখ্যা দিয়েছেন শাইখ আলবানি রাহিমাহুল্লাহ। **দ্রষ্টব্য :** ইসমায়িল আল-কাদি, ***ফাদলুস সালাতি আলান নাবি ﷺ***, পৃ. ৭৯, হা. ৯৫; আবু মুহাম্মাদ আব্দুর রহমান বিন মুহাম্মাদ ইবনু আবি হাতিম আর-রাজি, ***তাফসিরুল কুরআনিল আজিম,*** তাহকিক : আসআদ মুহাম্মাদ আত-তাইয়্যিব (সৌদি আরব : মাকতাবাতু নিজার মুস্তাফা আল-বাজ, ৩য় প্রকাশ, ১৪১৯ হি.), খ. ৯, পৃ. ৩১৩৯, বর্ণনার মান : সহিহ।

وصَلَواتُ الرسول للمسلمين: دُعاؤه لهم وذكرهم. وصَلَواتُ اللهِ على أَنبيائه والصالحين من خلقه: حُسنُ ثَنائه عليهم وحُسن ذكره لهم. وقيل: مَغفرتُه لهم. وصَلاةُ الناسِ على المَيِّتِ: الدُّعاء. وصلاة الملائكةِ: الاستِغفارُ.

মুসলিমদের জন্য রসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের *'সালাত'* অর্থ : তাদের জন্য নবিজির দোয়া এবং তাদের নিয়ে আলোচনা করা। আর আল্লাহ কর্তৃক স্বীয় আম্বিয়া ও সৎকর্মশীল বান্দাদের প্রতি *'সালাত'* ধার্য করা মানে তাদের প্রশংসা করা এবং তাদের প্রসঙ্গে উত্তম কথা বলা। তবে কেউ কেউ বলেছেন, এর মানে তাদেরকে ক্ষমা করা। আর মৃতব্যক্তির প্রতি মানুষের *'সালাত'* মানে তার জন্য দোয়া করা এবং ফেরেশতাবর্গের *'সালাত'* মানে ক্ষমাপ্রার্থনা করা।[145]

ইমাম ইবনুল কাইয়্যিম রাহিমাহুল্লাহ (মৃ. ৭৫১ হি.) *'জিলাউল আফহাম'* কিতাবে একাধিক জায়গায় এই মতকে পছন্দ করেছেন।[146] যদিও তাঁর আরেকটি মত আছে বলে প্রতীয়মান হয়েছে আমাদের কাছে, যেটা আমরা *'৩য় অভিমতের'* আওতায় আলোচনা করব ইনশাআল্লাহ। তদ্রুপ তাঁর ছাত্র ইমাম ইবনু রজব আল-হাম্বালি রাহিমাহুল্লাহ (মৃ. ৭৯৫ হি.) তাবেয়ি আবুল আলিয়ার বরাত দিয়ে এই মতের পৃষ্ঠপোষকতা করেছেন।[147]

---

[145] আবু আব্দুর রহমান আল-খলিল বিন আহমাদ আল-ফারাহিদি, ***আল-আইন***, তাহকিক : মাহদি আল-মাখজুমি ও ইবরাহিম সামুরায়ি (বৈরুত : দারু ওয়া মাকতাবাতুল হিলাল, তাবি), ভুক্তি : صلو, খ. ৭, পৃ. ১৫৪।

[146] ইবনুল কাইয়্যিম, ***জিলাউল আফহাম***, পৃ. ১৬৬, ১৬৯, ১৭১, ১৭২, ১৭৩, ১৭৫, ১৭৮।

[147] আবুল ফারাজ আব্দুর রহমান বিন শিহাবুদ্দিন ইবনু রজব আল-হাম্বালি, ***জামিউল উলুমি ওয়াল হিকাম ফি শারহি খমসিনা হাদিসাম মিন জাওয়ামিয়িল কালিম***, তাহকিক : শুয়াইব আরনাউত ও ইবরাহিম বাজিস (বৈরুত : মুআসসাসাতুর রিসালা, ৭ম প্রকাশ, ১৪১৭ হি./১৯৯৭ খ্রি.) খ. ২, পৃ. ৩০৭; **অথবা** আবুল ফারাজ আব্দুর রহমান বিন শিহাবুদ্দিন ইবনু রজব আল-হাম্বালি, ***জামিউল উলুমি ওয়াল হিকাম ফি শারহি খমসিনা হাদিসাম মিন জাওয়ামিয়িল কালিম***, তাহকিক : মাহির আল-ফাহল (দেমাস্ক ও বৈরুত : দারু ইবনি কাসির, ১ম প্রকাশ, ১৪২৯ হি./২০০৮ খ্রি.), পৃ. ৭৫০।

পরবর্তীতে এই মত অনেক প্রসিদ্ধি লাভ করে নাজদি উলামাদের কিতাবপত্রে। যেমনটি আমরা দেখতে পাই, ইমাম মুহাম্মাদ বিন আব্দুল ওয়াহহাব রাহিমাহুল্লাহ (মৃ. ১২০৬ হি.),[148] ইমাম সুলাইমান বিন সিহমান আন-নাজদি (মৃ. ১৩৪৯ হি.),[149] ইমাম মুহাম্মাদ বিন ইবরাহিম আলুশ শাইখ (মৃ. ১৩৮৯ হি.),[150] ইমাম ইবনু বাজ রাহিমাহুল্লাহ (মৃ. ১৪২০ হি.),[151] আল্লামা আব্দুর রহমান ইবনু কাসিম আল-আসিমি আন-নাজদি রাহিমাহুল্লাহ (মৃ. ১৩৯২ হি.),[152] প্রমুখ বিদ্বানের গ্রন্থাবলিতে।

---

148 মুহাম্মাদ বিন আব্দুল ওয়াহহাব বিন সুলাইমান আত-তামিমি আন-নাজদি, ***শুরুতুস সালাতি ওয়া আরকানুহা ওয়া ওয়াজিবাতুহা*** (*'মুআল্লাফাতুশ শাইখ মুহাম্মাদ ইবনি আব্দিল ওয়াহহাব'* কিতাবের তৃতীয় খণ্ডের অন্তর্গত), তাহকিক : আব্দুর আজিজ রুমি ও সালিহ আল-হাসান (রিয়াদ : ইমাম মুহাম্মাদ বিন সাউদ বিশ্ববিদ্যালয়, তাবি), পৃ. ১১; আব্দুল মুহসিন বিন মুহাম্মাদ আল-কাসিম, ***মুতুনু তালিবিল ইলম*** (প্রকাশনার নামবিহীন, ৬ষ্ঠ প্রকাশ, ১৪৩৯ হি./২০১৮ খ্রি.), খ. ২, পৃ. ৬৯।

149 সুলাইমান বিন সিহমান আন-নাজদি, ***তাম্বিহু জাউয়িল আলবাবিস সালিমা আনিল উকুয়ি ফিল আলফাজিল মুবতাদাআতিল ওয়াখিমা*** (রিয়াদ : দারুল আসিমা, তাবি), পৃ. ৩-৪।

150 মুহাম্মাদ বিন ইবরাহিম আলুশ শাইখ, ***শারহু কিতাবি আদাবিল মাশয়ি ইলাস সালাহ***, তাহকিক : মুহাম্মাদ বিন আব্দুর রহমান বিন কাসিম (রিয়াদ : প্রকাশনার নামবিহীন, ১ম প্রকাশ, ১৪১৯ হি.), পৃ. ৪৯।

151 আব্দুল আজিজ বিন আব্দুল্লাহ বিন বাজ, ***আশ-শারহুল মুমতাজ লি শাইখিল ইসলামিল মুজাদ্দিদিল ইমাম ইবনি বাজ শারহুন আলা মাতনি শুরুতিস সালাতি ওয়া আরকানিহা ওয়া ওয়াজিবাতিহা***, পরিশীলন : সায়িদ বিন আলি বিন ওয়াহফ আল-কাহতানি (প্রকাশনার নামবিহীন, ১ম প্রকাশ, ১৪৩৫ হি./২০১৪ খ্রি.), পৃ. ১১৯-১২০।

152 আব্দুর রহমান ইবনু কাসিম আল-আসিমি আন-নাজদি, ***হাশিয়াতুর রওদিল মুরবি শারহি জাদিল মুস্তাকনি*** (প্রকাশনার নামবিহীন, ১ম প্রকাশ, ১৩৯৭ হি.), খ. ১, পৃ. ৩৫।

নাজদি বিদ্বান ইমাম ইবনু উসাইমিন রাহিমাহুল্লাহ (মৃ. ১৪২১ হি.) বহু জায়গায় এই মত ব্যক্ত করেছেন এবং এটাকেই সঠিক বলে প্রচার করেছেন।[153] কিন্তু আমার কাছে প্রতিভাত হয়েছে, শাইখ ইবনু উসাইমিন রাহিমাহুল্লাহ অনেকগুলো কিতাবে জোরালোভাবে এই মতের পক্ষে অবস্থান নেওয়া সত্ত্বেও তিনি পরবর্তীতে এই মত থেকে ফিরে আসেন। একটু পরেই সেই পরিবর্তিত অবস্থান নিয়ে আমরা আলোচনা করব ইনশাআল্লাহ। অনুরূপভাবে নাজদি বিদ্বান ইমাম সালিহ আল-ফাওজান হাফিজাহুল্লাহও (জ. ১৩৫৪ হি.) এই মতকে পছন্দ করেছেন।[154]

আলোচ্য অভিমতের বিরুদ্ধে অভিযোগ করা যায়, একজন তাবেয়ির বক্তব্য দিয়ে শরিয়তের কোনো বিধান—চাই তা বিবৃতিমূলক বিধান হোক, কিংবা অনুজ্ঞাসূচক—সাব্যস্ত করা যাবে না; শরিয়তের বিধান সাব্যস্ত করার জন্য শরয়ি

---

[153] **বিস্তারিত দ্রষ্টব্য :** মুহাম্মাদ বিন সালিহ আল-উসাইমিন, ***শারহুল আকিদাতিল ওয়াসিতিয়্যা***, পরিশীলন : সাদ বিন ফাওয়্যাজ আস-সুমাইল (সৌদি আরব : দারু ইবনিল জাওজি, ৬ষ্ঠ প্রকাশ, ১৪২১ হি.), খ. ১, পৃ. ৪৭; মুহাম্মাদ বিন সালিহ আল-উসাইমিন, ***আল-কওলুল মুফিদ আলা কিতাবিত তাওহিদ*** (সৌদি আরব : দারু ইবনিল জাওজি, ২য় প্রকাশ, ১৪২৪ হি.), খ. ১, পৃ. ৪৪৭; মুহাম্মাদ বিন সালিহ আল-উসাইমিন, ***শারহুল মানজুমাতিল বাইকুনিয়্যা ফি মুস্তালাহিল হাদিস***, তাহকিক : ফাহদ বিন নাসির আস-সুলাইমান (রিয়াদ : দারুস সুরাইয়া, ২য় প্রকাশ, ১৪২৩ হি./২০০৩ খ্রি.), পৃ. ২৩; মুহাম্মাদ বিন সালিহ আল-উসাইমিন, ***আশ-শারহুল মুমতি আলা জাদিল মুস্তাকনি*** (সৌদি আরব : দারু ইবনিল জাওজি, ১ম প্রকাশ, ১৪২২ হি./১৪২৮ খ্রি.), খ. ৫, পৃ. ১৪৩; মুহাম্মাদ বিন সালিহ আল-উসাইমিন, ***শারহু রিয়াদিস সালিহিন*** (রিয়াদ : দারুল ওয়াতান, প্রকাশের ক্রমধারাবিহীন, ১৪২৬ হি.), খ. ৫, পৃ. ৪৮০; মুহাম্মাদ বিন সালিহ আল-উসাইমিন, ***'তাফসিরুল কুরআনিল কারিম (সুরাতুল আহজাব)'*** (সৌদি আরব : মুআসসাসাতুশ শাইখ মুহাম্মাদ বিন সালিহ আল-উসাইমিন আল-খাইরিয়্যা, ১ম প্রকাশ, ১৪৩৬ হি.), পৃ. ৪৬১; মুহাম্মাদ বিন সালিহ আল-উসাইমিন, ***মাজমুউ ফাতাওয়া ওয়া রাসায়িল***, সংকলন ও বিন্যাস : ফাহদ বিন নাসির আস-সুলাইমান (রিয়াদ : দারুল ওয়াতান ও দারুস সুরাইয়া, প্রকাশের ক্রমধারাবিহীন, ১৪১৩ হি.), খ. ১৪, পৃ. ১৪১।

[154] সালিহ বিন ফাওজান আল-ফাওজান, ***ইআনাতুল মুস্তাফিদ বি শারহি কিতাবিত তাওহিদ*** (বৈরুত : মুআসসাসাতুর রিসালা, ৩য় প্রকাশ, ১৪২৩ হি./২০০২ খ্রি.), খ. ১, পৃ. ৩১৮।

দলিল লাগে। আর একজন তাবেয়ির বক্তব্য শরিয়তের দলিল নয়; নবিজির বক্তব্য দলিল, সাহাবির বক্তব্য দলিল, কিন্তু তাবেয়ির বক্তব্য দলিল নয়। এজন্য আল্লাহ কারও জন্য *সালাত* ধার্য করেন, মানেই ফেরেশতাবর্গের নিকটে উক্ত ব্যক্তির প্রশংসা করেন, এটা সুনিশ্চিতভাবে বলা সম্ভব নয়। এটা অত্যন্ত যুক্তিগ্রাহ্য ও শক্তিশালী অভিযোগ।

ইমাম ইবনু উসাইমিন রাহিমাহুল্লাহ এই অভিযোগ উত্থাপন করেছেন তাঁর পনেরো খণ্ডব্যাপী অনুপম ও অনবদ্য কর্ম *‘ফাতহু জিল জালালি ওয়াল ইকরাম’* কিতাবে। তিনি বলেন :

وهذا الكلام لأبي العالية يحتاج إلى نقل صحيح عن النبي ﷺ، فإن صح عن النبي ﷺ وجب قبوله، وإن لم يصح فلا يجوز أن نفسره بهذا؛ أي: بأنها ثناؤه عليه في الملأ الأعلى؛ لأن هذا يحتاج إلى دليل، ولكنا نقول: هو رحمة أخص من الرحمة العامة، وهذا لا يضرنا.

আবুল আলিয়ার এই কথার পক্ষে নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে সহিহ বর্ণনা থাকা বাঞ্ছনীয়। যদি নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে এমন কথা বিশুদ্ধ সূত্রে সাব্যস্ত হয়, তাহলে তা গ্রহণ করা ওয়াজিব সাব্যস্ত হবে; আর বিশুদ্ধ সূত্রে প্রমাণিত না হলে, এই কথা অনুযায়ী ব্যাখ্যা করা আমাদের জন্য না-জায়েজ হবে। অর্থাৎ এই কথা বলে ব্যাখ্যা করা (না-জায়েজ হবে) যে, আল্লাহ কর্তৃক বান্দার জন্য *‘সালাত’* ধার্য করার মানে উঁচু সভাসদের ফেরেশতাবর্গের কাছে তার প্রশংসা করা। কিন্তু আমরা এক্ষেত্রে বলব, *‘সালাত’* মানে এমন রহমত, যা সার্বজনীন রহমত থেকে খাস। এই ব্যাখ্যায় আমাদের সমস্যা হবে না।[155]

তিনি তাঁর শেষ জীবনের রচনা *‘ফাতহু জিল জালালি ওয়াল ইকরাম’* কিতাবে *‘বুলুগুল মারামের’* ভূমিকার ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বলেছেন :

---

[155] মুহাম্মাদ বিন সালিহ আল-উসাইমিন, ***ফাতহু জিল জালালি ওয়াল ইকরাম বি শারহি বুলুগিল মারাম*** (রিয়াদ : দারুল ওয়াতান, ১ম প্রকাশ, ১৪২৮ হি./২০০৭ খ্রি.), খ. ৩, পৃ. ৩১৯।

فالصلاة لا نستطيع أن نجزم بأنها ثناء الله على عبده في الملأ الأعلى، ولا نقول: إنها الرحمة لفساد هذا المعنى، بل نقول: الصلاة فيها رحمة خاصة فوق الرحمة التي تكون لكل أحد ولا ندري معناها، وحينئذ نسلم من الشبهة، لكن القول بأنها ثناء الله على عبده في الملأ الأعلى فسره كثير من المحققين، رحمهم الله.

সুতরাং *‘সালাত’* শব্দ প্রসঙ্গে আমরা দৃঢ়ভাবে এটা বলতে সক্ষম নই যে, এর মানে উঁচু সভাসদের ফেরেশতাবর্গের কাছে আল্লাহ কর্তৃক স্বীয় বান্দার প্রশংসা। আবার আমরা এটাও বলতে পারি না যে, *‘সালাত’* মানে রহমত; কেননা এটা বাতিল অর্থ। বরং আমরা বলব, *‘সালাত’* শব্দে সুনির্দিষ্ট রহমত অন্তর্ভুক্ত হয়, যা সার্বজনীন রহমতের চেয়ে ওপরের স্তরের, কিন্তু এটার (সুনিশ্চিত) প্র, অর্থ আমরা জানি না। এই কথা বললে আমরা সংশয় থেকে বেঁচে যাব। পক্ষান্তরে *‘উঁচু সভাসদের ফেরেশতাবর্গের কাছে আল্লাহ কর্তৃক স্বীয় বান্দার প্রশংসা’* শীর্ষক অর্থ অনুযায়ী অনেক মুহাক্কিক বিদ্বান ব্যাখ্যা করেছেন, আল্লাহ তাঁদের প্রতি রহম করুন।[156]

আমার মুর্শিদ আল্লামা সালিহ আল-উসাইমি হাফিজাহুল্লাহ (জ. ১৩৯১ হি.)

ইমাম মুহাম্মাদ বিন আব্দুল ওয়াহহাব রাহিমাহুল্লাহ বিরচিত কিতাব ‘শুরুতুস *সালাত*

ওয়া আরকানুহা ওয়া ওয়াজিবাতুহা’ এর ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বলেছেন :

> এরপর লেখক *‘বান্দার প্রতি আল্লাহর সালাত ধার্য করার’* অর্থ আলোচনা করেছেন। বস্তুত *‘সালাত’* শব্দের অর্থ নির্ধারণ বিষয়ে কোনো বিশুদ্ধ হাদিস (শরিয়তের দলিল হতে পারে এমন হাদিস) প্রমাণিত হয়নি। তাবেয়ি আবুল আলিয়া আর-রিয়াহি *‘সালাত’* শব্দের তাফসিরে যে বলেছেন, *‘এর মানে উঁচু সভাসদের ফেরেশতাবর্গের কাছে আল্লাহ কর্তৃক স্বীয় বান্দার প্রশংসা,’* – সেই কথার পক্ষে আরও উঁচু স্তরের হাদিস প্রয়োজন; যেমন নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাদিস, কিংবা সাহাবির হাদিস।”[157]

---

[156] মুহাম্মাদ বিন সালিহ আল-উসাইমিন, ***ফাতহু জিল জালালি ওয়াল ইকরাম বি শারহি বুলুগিল মারাম*** (রিয়াদ : দারুল ওয়াতান, ১ম প্রকাশ, ১৪২৫ হি./২০০৪ খ্রি.), খ. ১, পৃ. ২৫।

[157] সালিহ আল-উসাইমি, ***“শারহু শুরুতিস সালাতি ওয়া আরকানিহা ওয়া ওয়াজিবাতিহা / বারনামাজু মুহিম্মাতিল ইলম 1431 / আশ-শাইখ সালিহ আল-উসাইমি”***, ইউটিউবে প্রকাশকারী চ্যানেল : صالح العصيمي Saleh alOsaimi, ভিডিয়ো আপলোডের তারিখ : ১৬ই মার্চ, ২০১৯ খ্রি., এডুকেশনাল ভিডিয়ো, ১:৩৮:৫০ মিনিট থেকে ১:৩৯:১৪ মিনিট পর্যন্ত, https://youtu.be/F7e-ezfLNxY?si=UKF0NdQHxMqfFCS0।

তৃতীয় অভিমত

আল্লাহর তরফ থেকে কারও জন্য *'সালাত'* ধার্য করার মানে 'আল্লাহ কর্তৃক তার প্রতি বিশেষ দয়া করা বা অধিক কোমলতাপূর্ণ অনুকম্পা করা।' অর্থাৎ, এই মত অনুযায়ী *'সালাত'* মানে বিশেষ দয়া বা অধিক কোমলতাপূর্ণ অনুকম্পা। যেহেতু আমরা ইতোমধ্যে জেনে গেছি, আল্লাহর তরফ থেকে ধার্যকৃত *'সালাত'* শব্দের অর্থ বিষয়ে সরাসরি শরিয়তের কোনো দলিল পাওয়া যায় না, সেহেতু এই অবস্থায় আমাদের কী করণীয়, তা জেনে সে অনুযায়ী অর্থ নিরূপণ করতে হবে।

কুরআনের আয়াতের তাফসির করার নিয়ম অনুযায়ী, অর্থাৎ উসুলুত তাফসিরের মূলনীতি অনুযায়ী, যে কোনো আয়াতের তাফসির জানার জন্য কুরআনেই অন্যত্র সেই আয়াতের তাফসির দেওয়া আছে কিনা তা দেখতে হবে, অন্যথায় নবিজির সুন্নাহয় দেখতে হবে; কেননা নবিজির সুন্নাহ কুরআনের ব্যাখ্যাকারী। কুরআন-সুন্নাহর কোনোটিতেই ব্যাখ্যা না পেলে আমাদেরকে সাহাবিগণের বক্তব্য দেখতে হবে। আর বিশুদ্ধ মতানুসারে সাহাবির বক্তব্য শরিয়তের দলিল, যদি না তা সুস্পষ্ট কিতাব ও সুন্নাহর বিরোধী হয়, কিংবা অন্য সাহাবির কথার বিপরীত হয়; আর সকল সাহাবি কোনো বিষয়ে একমত পোষণ করলে তা অবশ্যই শরিয়তের দলিল হিসেবে গৃহীত হবে। কিন্তু সাহাবিগণের বক্তব্যেও আয়াতের তাফসির না পাওয়া গেলে সাহাবিবর্গের ছাত্রবৃন্দ তথা

তাবেয়িদের বক্তব্য দেখতে হবে; এক্ষেত্রে যদি তাবেয়িগণ একমত হয়েছেন এমন ব্যাখ্যা পাওয়া যায়, তাহলে তাতো সন্দেহাতীতভাবে শরিয়তের দলিল হবে। কিন্তু তাবেয়িগণের কথায় ইখতিলাফ তথা মতানৈক্য দেখা গেলে, কিংবা তাঁদের কথার পক্ষে ইজমা পাওয়া না গেলে, আমাদেরকে কুরআন-সুন্নাহর ভাষা তথা আরবি ভাষার দিকে ফিরে যেতে হবে। বিশুদ্ধ আরবি ভাষায় যে অর্থ পাওয়া যাবে, সেটাই হবে সংশ্লিষ্ট আয়াতের তাফসির। এই নাতিদীর্ঘ নীতিমালা আমি শাইখুল ইসলাম ইবনু তাইমিয়া রাহিমাহুল্লাহর (মৃ. ৭২৮ হি.) লেখা *‘মুকাদ্দিমা ফি উসুলিত তাফসির’* কিতাব থেকে সংক্ষেপ করে উপস্থাপন করলাম।[158]

তাহলে *‘সালাত’* শব্দের আভিধানিক অর্থ কী? তৃতীয় অভিমত অনুযায়ী *‘সালাত’* শব্দের মূল অর্থ— الْحُنُوُّ وَالْعَطْفُ তথা অধিক কোমলতাপূর্ণ দয়া, টান বা আকর্ষণ প্রভৃতি। মহান আল্লাহর শান ও মর্যাদার সাথে *‘অধিক কোমলতাপূর্ণ দয়া’* শব্দটি সঙ্গতিপূর্ণ বলেই বিবেচিত হয়। সুতরাং এই অর্থ অনুযায়ী *‘আল্লাহ, আপনি নবিজির জন্য সালাত ধার্য করুন’* কথাটির মানে হবে, *‘আল্লাহ, আপনি নবিজিকে অধিক কোমলতাপূর্ণ দয়া করুন।’* এই অর্থ সাব্যস্ত করেছেন বিশিষ্ট আরবি ভাষাবিদ হাফিজ আবুল কাসিম আস-সুহাইলি রাহিমাহুল্লাহ (মৃ. ৫৮১ হি.)। তিনি বলেন :

---

158 **বিস্তারিত দ্রষ্টব্য :** আবুল আব্বাস আহমাদ বিন আব্দুল হালিম ইবনু তাইমিয়া আল-হার্রানি আন-নুমাইরি, ***মুকাদ্দিমা ফি উসুলিত তাফসির*** (বৈরুত : দারু মাকতাবাতিল হায়াহ, প্রকাশের ক্রমধারাবিহীন, ১৩৯০ হি./১৯৮০ খ্রি.), পৃ. ৩৯-৪৬।

نقول: الصلاة كلها - وإن توهم اختلاف معانيها - راجعة في المعنى والاشتقاق إلى أصل واحد، فلا تظنها لفظة اشتراك ولا استعارة إنما معناها كلها الحنو والعطف، إلا أن الحنو والعطف يكون محسوسًا ومعقولًا، فيضاف إلى الله - تعالى - منه ما يليق بجلاله، وينفي عنه ما يتقدس عنه.

আমরা বলি, যদিও ভুলবশত ধারণা করা হয়েছে, *সালাতের* অর্থ বিভিন্ন রকমের, তবুও সমুদয় *'সালাত'* অর্থ ও ব্যুৎপত্তির দিক থেকে একটি মূলে ফিরে যায়। তাই আপনি এটা মনে করবেন না যে, এটা একাধিক অর্থপ্রকাশকারী শব্দ কিংবা রূপক শব্দ। বরং সমুদয় *'সালাতের'* অর্থ : الحُنُوُّ وَالْعَطْفُ তথা অধিক কোমলতাপূর্ণ দয়া ও টান বা আকর্ষণ। তবে অধিক কোমলতাপূর্ণ দয়া ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য (ইন্দ্রিয় দিয়ে অনুভূত এমন) ও অইন্দ্রিয়গ্রাহ্য (ইন্দ্রিয় দিয়ে অনুভূত নই কিন্তু বোধগম্য এমন) হয়ে থাকে। তাই মহান আল্লাহর জন্য এ থেকে কেবল সেটাই সাব্যস্ত করা হবে, যা তাঁর মর্যাদার সাথে সঙ্গতিপূর্ণ; এবং তাঁর থেকে এই বৈশিষ্ট্যের সেই অংশ নাকচ করা হবে, যা থেকে তিনি পূতপবিত্র।[159]

এখানে প্রশ্ন আসতে পারে, *'আল-হুনুউ্যু'* এবং *'আল-আত্‌ফ'* তো রহমতের মতো দয়াই হয়ে গেল, তাহলে প্রথম অর্থের সাথে এই অর্থের পার্থক্য কোথায়? এর জবাব হাফিজ সুহাইলি দিয়েছেন। তিনি বলেছেন,

الصلاة أرق وأبلغ من معنى الرحمة، وإن كان راجعا إليه، إذ ليس كل راحم ينحني على المرحوم ولا ينعطف عليه من شدة الرحمة.

"*সালাত* শব্দ *রহমত* শব্দের অর্থের চেয়ে অধিক কোমলতাপূর্ণ ও গভীরতর; যদিও তা রহমতের অর্থের দিকে ফিরে যায় (অর্থাৎ যদিও রহমতের অর্থের সাথে

---

[159] আবুল কাসিম আব্দুর রহমান বিন আব্দুল্লাহ আস-সুহাইলি, ***নাতায়িজুল ফিকার ফিন নাহু*** (বৈরুত : দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যা, ১ম প্রকাশ, ১৪১২ হি./১৯৯২ খ্রি.), পৃ. ৪৭।

তার মিল থাকে)। কেননা প্রত্যেক রহমকারী মাত্রই রহমপ্রাপ্তের প্রতি প্রবল রহমতের দরুন *কোমলতাপূর্ণ দয়াশীল* হয় না।"[160]

হাফিজ সুহাইলির বক্তব্য উদ্ধৃত করে *'সালাত'* শব্দের অর্থ বিষয়ে এ অভিমতই ব্যক্ত করেছেন ইমাম ইবনুল কাইয়্যিম রাহিমাহুল্লাহ (মৃ. ৭৫১ হি.) তাঁর *'বাদায়িউল ফাওয়ায়িদ'* গ্রন্থে।[161] আরবি ভাষার ইমাম ইবনু হিশাম রাহিমাহুল্লাহও (মৃ. ৭৬১) *'সালাত'* শব্দের এই ব্যুৎপত্তিগত অর্থ ব্যক্ত করেছেন। তিনি বলেছেন,

الصَّوَاب عِنْدِي أَن الصَّلَاة لُغَة بِمَعْنى وَاحِد وَهُوَ الْعَطف.

"আমার কাছে সঠিক বক্তব্য হচ্ছে, আভিধানিক অর্থে *'সালাত'* শব্দের কেবল একটিই অর্থ; আর তা হলো কোমলতাপূর্ণ দয়া বা টান।"[162]

এই মতের কাছাকাছি কথা ব্যক্ত করেছেন ইমাম ইবনু উসাইমিন রাহিমাহুল্লাহ, যেমনটি আমরা কিছুপূর্বে আলোচনা করলাম।[163] আল্লামা সালিহ আল-উসাইমি হাফিজাহুল্লাহও (জ. ১৩৯১ হি.) অনুরূপ মত ব্যক্ত করে বিশদ আলোচনা করেছেন এবং বলেছেন :

---

[160] আস-সুহাইলি, ***নাতায়িজুল ফিকার ফিন নাহু***, পৃ. ৪৮।

[161] ইবনুল কাইয়্যিম, ***বাদায়িউল ফাওয়ায়িদ***, খ. ১, পৃ. ৪৫-৪৭।

[162] জামালুদ্দিন আবু মুহাম্মাদ আব্দুল্লাহ বিন ইউসুফ ইবনু হিশাম, ***মুগনিল লাবিব আন কুতুবিল আআরিব***, তাহকিক : মাজিন মুবারক ও মুহাম্মাদ আলি হামদুল্লাহ (দেমাস্ক : দারুল ফিকর, ৬ষ্ঠ প্রকাশ, ১৯৮৫ খ্রি.), পৃ. ৭৯১।

[163] আল-উসাইমিন, ***ফাতহু জিল জালালি ওয়াল ইকরাম***, খ. ১, পৃ. ২৫; আল-উসাইমিন, ***ফাতহু জিল জালালি ওয়াল ইকরাম***, খ. ৩, পৃ. ৩১৯।

বান্দার প্রতি আল্লাহ কর্তৃক *সালাত* ধার্য করার অর্থ নির্ধারণের ক্ষেত্রে যেহেতু কোনো বিশুদ্ধ হাদিস সাব্যস্ত হয়নি, সেহেতু এটাকে *'সালাতের'* আভিধানিক অর্থের দিকে ফিরিয়ে দেওয়া এবং সে অনুযায়ী ব্যাখ্যা করা আবশ্যক।... আভিধানিক অর্থে, অধিক কোমলতাপূর্ণ দয়া ও টান বা আকর্ষণ প্রভৃতি অর্থকে শামিলকারী বিষয়ের নাম *'সালাত'।* যেমনটি একদল বিদ্বান উল্লেখ করেছেন; তাঁদের মধ্যে অন্যতম বিদ্বান— আস-সুহাইলি *'নাতায়িজুল ফিকার'* গ্রন্থে এবং ইবনুল কাইয়্যিম *'বাদায়িউল ফাওয়ায়িদ'* গ্রন্থে বিষয়টি উল্লেখ করেছেন। সুতরাং যত ধরনের অধিক কোমলতাপূর্ণ দয়া ও টান বা আকর্ষণ রয়েছে, তার সবই *'সালাত'* শব্দের অন্তর্ভুক্ত হবে। অতএব এই অর্থ মোতাবেক বান্দার প্রতি আল্লাহ কর্তৃক *সালাত* ধার্য করার মানে বান্দার প্রতি অধিক কোমলতাপূর্ণ দয়া ও অনুগ্রহ করা। এটাই *'সালাত'* শব্দের তাফসির। পক্ষান্তরে যাঁরা বলেছেন, *'সালাত'* আল্লাহর তরফ থেকে হলে তার মানে হবে প্রশংসা, ফেরেশতাবর্গের তরফ থেকে হলে তার মানে হবে ইস্তিগফার তথা ক্ষমাপ্রার্থনা, মানুষের তরফ থেকে হলে তার মানে হবে দোয়া, তাঁদের এই বক্তব্য ওই সমস্ত ত্রুটিপূর্ণ বিষয়ের অন্তর্গত, যেগুলোর মাধ্যমে তাঁদের কথাকে দুর্বল সাব্যস্ত করেছেন ইবনু হিশাম। কেননা আরবরা তাদের ভাষায় এমন কোনো ক্রিয়া চেনে না, যার অর্থ কিনা ক্রিয়ার কর্তার পরিবর্তনে পরিবর্তিত হতে থাকে। অথচ কর্তার পরিবর্তন হলেই এই ক্রিয়ার (সালাত ক্রিয়ামূল) অর্থ পরিবর্তন করা হচ্ছে। যখন আল্লাহর তরফ থেকে হবে, তখন একটা অর্থ হবে, ফেরেশতাদের তরফ থেকে হলে দ্বিতীয় আরেকটি অর্থ হবে, আর মানুষদের তরফ থেকে হলে অন্য আরেকটি অর্থ হবে! এক্ষেত্রে সঠিক কথা হলো, *'সালাত'* মানে অধিক কোমলতাপূর্ণ দয়া এবং টান বা আকর্ষণ। তাই সকল ধরনের অধিক কোমলতাপূর্ণ দয়া ও টান *'সালাত'* শব্দের অন্তর্গত হবে। সুতরাং অধিক কোমলতাপূর্ণ দয়া ও টানের সমুদয় রূপ *'সালাত'* পরিচয়ের আওতাভুক্ত।[164]

---

[164] সালিহ আল-উসাইমি, ***"শারহু শুরুতিস সালাতি ওয়া আরকানিহা ওয়া ওয়াজিবাতিহা"***, ১:৩৯:১৫ মিনিট থেকে ১:৪৩:২১ মিনিট পর্যন্ত, https://youtu.be/F7e-ezfLNxY?si=UKF0NdQHxMqfFCS0।

অগ্রাধিকারযোগ্য অভিমত

আমাদের এই নাতিদীর্ঘ প্রামাণ্য আলোচনা থেকে স্পষ্টরূপে প্রতীয়মান হয়, আলোচ্য বিষয়ে তৃতীয় অভিমতটিই দলিল ও মূলনীতির দিক থেকে বেশি শক্তিশালী, তাই এই বিষয়ে তৃতীয় মতটিই অগ্রাধিকারযোগ্য অভিমত। অর্থাৎ, **আল্লাহ কর্তৃক বান্দার জন্য *'সালাত'* ধার্য করার অর্থ : বান্দার প্রতি অধিক কোমলতাপূর্ণ দয়া ও বিশেষ অনুকম্পা করা।** *'আল্লাহুম্মা সাল্লি আলা মুহাম্মাদ'* অর্থ : হে আল্লাহ, আপনি মুহাম্মাদের প্রতি অধিক কোমলতাপূর্ণ দয়া করুন অথবা বিশেষ অনুকম্পা করুন। এ ব্যতীত অন্যান্য অর্থগুলো মারজুহ বা ত্রুটিপূর্ণ। আর আল্লাহই সবচেয়ে ভালো জানেন।

সমাপ্ত, আলহামদুলিল্লাহ।

নিবন্ধক—

গফুরুর রহিমের রহমপ্রত্যাশী বান্দা
মুহাম্মাদ আব্দুল্লাহ মৃধা

লেখকের প্রমাণপঞ্জি

১. **আল-কুরআনুল কারিম**

২. **আল-জামিউস সহিহ (সহিহুল বুখারি)।** তাহকিক : মুহিব্বুদ্দিন আল-খতিব, সংখ্যায়ন : মুহাম্মাদ ফুআদ আব্দুল বাকি। প্র. আল-মাকতাবাতুস সালাফিয়্যা ১৪০০ হি.।

৩. **সহিহ মুসলিম মাআ শারহিন নাওয়াউয়ি।** প্র. দারুল ফিকর, বৈরুত, ১৪১৫ হি.-১৯৯৫ খ্রি.।

৪. **সুনানু আবি দাউদ।** পরিশীলন : শাইখ মাশহুর বিন হাসান আলু সালমান। প্র. মাকতাবাতুল মাআরিফ, রিয়াদ।

৫. **সুনানুন নাসায়ি।** পরিশীলন : আব্দুল ফাত্তাহ আবু গুদ্দাহ। প্র. মাকতাবাতুল মাতবুআত, আলেপ্পো, ১৪১৪ হি.-১৯৯৪ খ্রি.।

৬. **জামিউত তিরমিজি।** তাহকিক : ড. বাশার আওয়াদ মারুফ। প্র. দারুল গরবিল ইসলামি, ১৯৯৮ খ্রি.।

৭. **সুনানু ইবনি মাজাহ।** তাহকিক : শাইখ আলি বিন হাসান আল-হালাবি। প্র. মাকতাবাতুল মাআরিফ, রিয়াদ, ১৪১৯ হি.-১৯৯৮ খ্রি.।

৮. **আল-মুয়াত্তা (বি রিওয়াইয়াতি ইয়াহইয়া ইবনি ইয়াহইয়া) লিল ইমাম মালিক।** তাহকিক : ড. বাশার আওয়াদ মারুফ। প্র. দারুল গরবিল ইসলামি।

৯. **আল-মুসনাদ, লিল ইমাম আহমাদ বিন হাম্বাল।** তাহকিক : শাইখ আহমাদ মুহাম্মাদ শাকির। প্র. দারুল হাদিস, কায়রো, ১৪১৬ হি.।

১০. **আল-মুসনাদ, লি আবি আওয়ানা আল-ইসফিরায়িনি।** তাহকিক : আইমান বিন আরিফ আদ-দিমাশকি। প্র. দারুল মারিফা, ১৯৯৮ খ্রি.।

১১. **সুনানুদ দারাকুতনি।** তাহকিক : মাজদি বিন মানসুর আশ-শুরা। প্র. দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যা, ১৪১৭ হি.-১৯৯৬ খ্রি.।

১২. **আল-মুস্তাদরাক, লি আবি আব্দিল্লাহিল হাকিম আন-নাইসাবুরি।** তাহকিক : মুস্তাফা আব্দুল কাদির আতা। প্র. দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যা, ১৯৯০ খ্রি.।

১৩. **ফাতহুল বারি শারহু সহিহিল বুখারি, লিল হাফিজ ইবনি হাজার আল-আসকালানি।** প্র. দারুল হাদিস, কায়রো।

১৪. **হিদায়াতুর রুয়াত ইলা তাখরিজি আহাদিসিল মাসাবিহি ওয়াল মিশকাত, লিল হাফিজ ইবনি হাজার।** তাখরিজ : আল্লামা মুহাম্মাদ নাসিরুদ্দিন আল-আলবানি। তাহকিক : আলি বিন হাসান আল-হালাবি। প্র. দারু ইবনিল কাইয়্যিম, ইবনু আফফান, ১৪২২ হি.।

১৫. **সিলসিলাতুল আহাদিস সহিহা, আল্লামা মুহাম্মাদ নাসিরুদ্দিন আল-আলবানি।** প্র. মাকতাবাতুল মাআরিফ, রিয়াদ।

১৬. **আত-তারগিব ওয়াত তারহিব, লিল হাফিজিল মুনজিরি।** তাহকিক : মুহাম্মাদ ইমারা। প্র. দারুর রাইয়্যান।

১৭. **মিশকাতুল মাসাবিহ, লিল খতিব আত-তাবরিজি।** তাহকিক : আল্লামা মুহাম্মাদ নাসিরুদ্দিন আল-আলবানি। প্র. আল-মাকতাবুল ইসলামি।

১৮. **বাহজাতুন নাজিরিন শারহু রিয়াদিস সালিহিন।** রচনা : শাইখ সালিম ইবনি ইদ আল-হিলালি। প্র. দারু ইবনিল জাওজি, ১৪২০ হি.।

১৯. **জাদুল মাআদ ফি হাদয়ি খাইরিল ইবাদ, লিল ইমাম ইবনি কাইয়্যিম আল-জাওজিয়্যা।** তাহকিক : শুয়াইব ও আব্দুল কাদির আল-আরনাউত। প্র. মুআসসাসাতুর রিসালা।

২০. **কিতাবুল উম্ম, লিল ইমামিশ শাফিয়ি।** তাহকিক : রিফাত ফাওজি আব্দুল মুত্তালিব। প্র. দারুল ওয়াফা, ১৪২৫ হি.।

২১. **আল-আদাবুশ শারইয়্যাহ ওয়াল মিনাহুল মারইয়্যা, লি শামসিদ্দিন ইবনি মুফলিহ আল-হাম্বালি।** প্র. জামইয়্যাতু ইয়াহইয়ায়িত তুরাস, ১৪১৮ হি.।

২২. **আল-ইতিসাম, লিল ইমামিশ শাতিবি।** তাহকিক : আব্দুল কাদির আল-মাহদি। প্র. দারুল কিতাবিল আরাবি, ১৪১৮ হি.।

২৩. **মাজমুউ ফাতাওয়া ওয়া মাকালাতুম মুতানাওয়্যাআ, লিল আল্লামা আব্দিল আজিজ ইবনি আব্দিল্লাহ ইবনি বাজ রাহিমাহুল্লাহ।** প্র. দারুল কাসিম।

২৪. **তাসহিহুদ দুআ, লিশ শাইখ বাকার ইবনি আব্দিল্লাহ আবি জাইদ।** প্র. দারুল আসিমা, ১৪১৯ হি.।

২৫. **বাহজাতুন নাজিরিন ফিমা ইউসলিহুদ দুনইয়া ওয়াদ্দিন, লিশ শাইখ আব্দিল্লাহ আল-জারিল্লাহ।** প্র. দারুস সামিয়ি, ১৪১৭ হি.।

২৬. **আশ-শারহুল মুমতি আলা জাদিল মুস্তাকনি, লিশ শাইখ মুহাম্মাদ ইবনি সালিহ আল-উসাইমিন রাহিমাহুল্লাহ।** প্র. দারু ইবনিল জাওজি।

২৭. **বুগইয়াতুন নুসসাক ফি আহকামিস সিওয়াক, লিল ইমাম মুহাম্মাদ বিন আহমাদ আস-সাফফারিনি।** তাহকিক : আব্দুল আজিজ আদ-দাখিল। প্র. দারুস সামিয়ি, ১ম প্রকাশ, ১৪২০ হি.-১৯৯৯ খ্রি.।

অনুবাদকের প্রমাণপঞ্জি

১. আল-কুরআনুল কারিম

২. আবু আব্দুর রহমান আল-খলিল বিন আহমাদ আল-ফারাহিদি (মৃ. ১৭০ হি.)। ***আল-আইন।*** তাহকিক : মাহদি আল-মাখজুমি ও ইবরাহিম সামুরায়ি। বৈরুত : দারু ওয়া মাকতাবাতুল হিলাল, তাবি।

৩. মালিক বিন আনাস (মৃ. ১৭৯ হি.)। ***আল-মুয়াত্তা।*** তাহকিক : মুহাম্মাদ মুস্তাফা আল-আজামি। আবুধাবি : জায়িদ চ্যারিটেবল অ্যান্ড হিউম্যানিটেরিয়ান ফাউন্ডেশন, ১ম প্রকাশ, ১৪২৫ হি./২০০৪ খ্রি.।

৪. আবু উবাইদ আল-কাসিম ইবনু সাল্লাম আল-হারাউয়ি (মৃ. ২২৪ হি.)। ***গারিবুল হাদিস।*** তাহকিক : মুহাম্মাদ আব্দুল মুয়িদ খান। হায়দ্রাবাদ : মাতবাআতু দায়িরাতিল মাআরিফিল উসমানিয়্যা, ১ম প্রকাশ, ১৩৮৪ হি./১৯৬৪ খ্রি.।

৫. আবু বাকার আব্দুল্লাহ বিন মুহাম্মাদ ইবনু আবি শাইবা আল-কুফি (মৃ. ২৩৫ হি.)। ***আল-মুসান্নাফ।*** তাহকিক : সাদ বিন নাসির আশ-শাসরি। রিয়াদ : দারু কুনুজি ইশবিলিয়া, ১ম প্রকাশ, ১৪৩৬ হি./২০১৫ খ্রি.।

৬. আহমাদ বিন মুহাম্মাদ বিন হাম্বাল আশ-শাইবানি (মৃ. ২৪১ হি.)। ***মুসনাদুল ইমাম আহমাদ বিন হাম্বাল।*** তাহকিক : আহমাদ মুহাম্মাদ শাকির। কায়রো : দারুল হাদিস, ১ম প্রকাশ, ১৪১৬ হি./১৯৯৫ খ্রি.।

৭. আহমাদ বিন মুহাম্মাদ বিন হাম্বাল আশ-শাইবানি (মৃ. ২৪১ হি.)। ***মুসনাদুল ইমাম আহমাদ ইবনি হাম্বাল।*** তাহকিক : শুয়াইব আরনাউত ও অন্যান্য। বৈরুত : মুআসসাসাতুর রিসালা, ১ম প্রকাশ, ১৪২১ হি./২০০১ খ্রি.।

৮. আবু আব্দুল্লাহ মুহাম্মাদ বিন ইসমায়িল আল-বুখারি (মৃ. ২৫৬ হি.)। ***আস-সহিহ আল-জামি।*** পরিশীলন : মুহাম্মাদ আজ-জুহাইর আন-নাসির। বৈরুত :

দারু তাওকিন নাজাত, ১৩১১ হিজরিতে সুলতান দ্বিতীয় আব্দুল হামিদের ফরমানে মিশরের আল-মাতবাআতুল কুবরা আল-আমিরিয়্যায় মুদ্রিত কপির ওপর ভিত্তি করে প্রকাশিত, ১ম প্রকাশ, ১৪২২ হি.।

৯. আবুল হুসাইন মুসলিম বিন হাজ্জাজ আল-কুশাইরি আন-নাইসাবুরি (মৃ. ২৬১ হি.)। ***আল-জামি আস-সহিহ।*** তাহকিক : আহমাদ বিন রিফআত, মুহাম্মাদ ইজ্জাত বিন উসমান ও মুহাম্মাদ শুকরি বিন হাসান। পরিশীলন : মুহাম্মাদ জুহাইর আন-নাসির। বৈরুত : দারু তাওকিন নাজাত, তুরস্কের দারুত তাবাআতিল আমিরায় মুদ্রিত কপির ওপর ভিত্তি করে শাইখ ফুআদ আব্দুল বাকির সংখ্যায়নে প্রকাশিত, ১ম প্রকাশ, ১৪৩৩ হি.।

১০. আবু দাউদ সুলাইমান বিন আশআস আস-সিজিস্তানি (মৃ. ২৭৫ হি.)। ***সুনানু আবি দাউদ।*** তাহকিক : মুহাম্মাদ মুহিউদ্দিন আব্দুল হামিদ। বৈরুত : আল-মাকতাবাতুল আসরিয়্যা, তাবি।

১১. আবু ইসা মুহাম্মাদ বিন ইসা আত-তিরমিজি (মৃ. ২৭৯ হি.)। ***আল-জামিউস সহিহ।*** তাহকিক ও টীকা : আহমাদ মুহাম্মাদ শাকির, মুহাম্মাদ ফুয়াদ আব্দুল বাকি ও ইবরাহিম আতওয়া। মিশর : শারিকাতু মাকতাবাতি ওয়া মাতবাআতি মুস্তাফা আল-বাবি আল-হালাবি, ২য় প্রকাশ, ১৩৯৫ হি./১৯৭৫ খ্রি.।

১২. ইসমায়িল বিন ইসহাক আল-কাদি (মৃ. ২৮২ হি.)। ***ফাদলুস সালাতি আলান নাবি*** ﷺ। তাহকিক : মুহাম্মাদ নাসিরুদ্দিন আল-আলবানি (মৃ. ১৪২০ হি.)। বৈরুত : আল-মাকতাবুল ইসলামি, ৩য় প্রকাশ, ১৯৭৭ খ্রি.।

১৩. আবু আব্দুর রহমান আহমাদ বিন শুয়াইব আন-নাসায়ি (মৃ. ৩০৩ হি.)। ***সুনানুন নাসায়ি।*** কায়রো : আল-মাকতাবাতুত তিজারিয়্যাতুল কুবরা, ১ম প্রকাশ, ১৩৪৮ হি./১৯৩০ খ্রি.।

১৪. আবু জাফার মুহাম্মাদ বিন জারির আত-তাবারি (মৃ. ৩১০ হি.)। ***জামিউল বায়ান আন তাবিলি আয়িল কুরআন।*** তাহকিক : আব্দুল্লাহ আত-তুর্কি। দারু হাজার, ১ম প্রকাশ, ১৪২২ হি./২০০১ খ্রি.।

১৫. আবু বাকার আহমাদ বিন মুহাম্মাদ আল-খাল্লাল (মৃ. ৩১১ হি.)। ***আস-সুন্নাহ।*** তাহকিক : আদিল আলু হামদান। সৌদি আরব : দারুল আওরাকিস সাকাফিয়্যা, ৩য় প্রকাশ, ১৪৩৯ হি./২০১৮ খ্রি.।

১৬. আবু বকর আহমাদ বিন মুহাম্মাদ আল-খাল্লাল আল-হাম্বালি (মৃ. ৩১১ হি.)। ***আস-সুন্নাহ।*** তাহকিক : আতিয়্যা আজ-জাহরানি। রিয়াদ : দারুর রায়াহ, ১ম প্রকাশ, ১৪১০ হি./১৯৮৯ খ্রি.।

১৭. আবু মুহাম্মাদ আব্দুর রহমান বিন মুহাম্মাদ ইবনু আবি হাতিম আর-রাজি (মৃ. ৩২৭ হি.)। ***তাফসিরুল কুরআনিল আজিম।*** তাহকিক : আসআদ মুহাম্মাদ আত-তাইয়্যিব। সৌদি আরব : মাকতাবাতু নিজার মুস্তাফা আল-বাজ, ৩য় প্রকাশ, ১৪১৯ হি.।

১৮. আবু বাকার মুহাম্মাদ বিন হুসাইন আল-আজুর্রি আল-বাগদাদি (মৃ. ৩৬০ হি.)। ***আশ-শারিয়া।*** তাহকিক : আব্দুল্লাহ বিন উমার বিন সুলাইমান আদ-দুমাইজি। রিয়াদ : দারুল ওয়াতান, ২য় প্রকাশ, ১৪২০ হি./১৯৯৯ খ্রি.।

১৯. আবু মানসুর মুহাম্মাদ বিন আহমাদ আল-আজহারি (মৃ. ৩৭০ হি.)। ***তাহজিবুল লুগাহ।*** তাহকিক : মুহাম্মাদ আওয়াদ মুরয়িব। বৈরুত : দারু ইহইয়ায়িত তুরাসিল আরাবি, ১ম প্রকাশ, ২০০১ খ্রি.।

২০. আবুল কাসিম আব্দুর রহমান বিন আব্দুল্লাহ আল-জাওহারি আল-মালিকি (মৃ. ৩৮১ হি.)। ***মুসনাদুল মুয়াত্তা।*** তাহকিক : লুতফি আস-সগির ও তহা বিন আলি বুসুরাইহ। বৈরুত : দারুল গরবিল ইসলামি, ১ম প্রকাশ, ১৯৯৭ খ্রি.।

২১. আবু নাসর ইসমায়িল বিন হাম্মাদ আল-জাওহারি (মৃ. ৩৯৩ হি.)। ***আস-সিহাহ তাজুল লুগাতি ওয়া সিহাহুল আরাবিয়্যা।*** তাহকিক : আহমাদ আব্দুল গফুর আত্তার। বৈরুত : দারুল ইলম লিল মালায়িন, ৪র্থ প্রকাশ, ১৪০৭ হি./১৯৮৭ খ্রি.।

২২. আবুল হুসাইন আহমাদ বিন ফারিস আর-রাজি (মৃ. ৩৯৫ হি.)। ***মুজামু মাকায়িসিল লুগাহ।*** তাহকিক : আব্দুস সালাম হারুন। দেমাস্ক : দারুল ফিকর, প্রকাশের ক্রমধারাবিহীন, ১৩৯৯ হি./১৯৭৯ খ্রি.।

২৩. আবু উমার ইউসুফ বিন আব্দুল্লাহ ইবনু আব্দিল বার্র আল-কুরতুবি (মৃ. ৪৬৩ হি.)। ***আত-তামহিদ লিমা ফিল মুয়াত্তা মিনাল মাআনি ওয়াল আসানিদ।*** তাহকিক : মুস্তাফা আল-আলাউয়ি ও মুহাম্মাদ আব্দুল কাবির আল-বাকরি। মরক্কো : মরক্কোর ধর্মমন্ত্রণালয়, প্রকাশের ক্রমধারাবিহীন, ১৩৮৭ হি.।

২৪. আবু উমার ইবনু আব্দিল বার্র আল-কুরতুবি (মৃ. ৪৬৩ হি.)। ***আত-তামহিদ লিমা ফিল মুয়াত্তা মিনাল মাআনি ওয়াল আসানিদ।*** তাহকিক : বাশার আওয়াদ মারুফ ও অন্যান্য। লন্ডন : মুআসসাসাতুল ফুরকান, ১ম প্রকাশ, ১৪৩৯ হি./২০১৭ খ্রি.।

২৫. আবুল হাসান আলি বিন আহমাদ আল-ওয়াহিদি আন-নাইসাবুরি (মৃ. ৪৬৮ হি.)। ***আত-তাফসিরুল বাসিত।*** রিয়াদ : ইমাম মুহাম্মাদ বিন সাউদ বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিনশিপ অফ স্কলারলি রিসার্চ, ১ম প্রকাশ, ১৪৩০ হি.।

২৬. আবুল মুজাফফার মানসুর বিন মুহাম্মাদ আস-সামআনি (মৃ. ৪৮৯ হি.)। ***তাফসিরুল কুরআ।*** তাহকিক : ইয়াসির বিন ইবরাহিম ও গানিম বিন আব্বাস। রিয়াদ : দারুল ওয়াতান, ১ম প্রকাশ, ১৪১৮ হি./১৯৯৭ খ্রি.।

২৭. আবু বাকার মুহাম্মাদ বিন আব্দুল্লাহ ইবনুল আরাবি আল-মালিকি (মৃ. ৫৪৩ হি.)। ***আল-মাসালিক ফি শারহি মুয়াত্তায়ি মালিক।*** তাহকিক : মুহাম্মাদ বিন হুসাইন আস-সুলাইমানি ও আয়িশা বিনতুল হুসাইন আস-সুলাইমানি। বৈরুত : দারুল গরবিল ইসলামি, ১ম প্রকাশ, ১৪২৮ হি./২০০৭ খ্রি.।

২৮. আবুল ফাদল আল-কাদি ইয়াদ বিন মুসা আল-ইয়াহসুবি (মৃ. ৫৪৪ হি.)। ***আশ-শিফা বি তারিফি হুকুকিল মুস্তাফা।*** টীকা : আহমাদ বিন মুহাম্মাদ আশ-শুমুন্নি। বৈরুত : দারুল ফিকর, প্রকাশের ক্রমধারাবিহীন, ১৪০৯ হি./১৯৮৮ খ্রি.।

২৯. আবু ইসহাক ইবরাহিম বিন ইউসুফ ইবনু কুরকুল আল-হামজি (মৃ. ৫৬৯ হি.)। ***মাতালিউল আনওয়ার আলা সিহাহিল আসার।*** তাহকিক : দারুল ফালাহ লিল বাহসিল ইলমি ওয়া তাহকিকিত তুরাস। কুয়েত : মিনিস্ট্রি অফ আওকাফ অ্যান্ড ইসলামিক অ্যাফেয়ার্স, ১ম প্রকাশ, ১৪৩৩ হি./২০১২ খ্রি.।

৩০. আবুল কাসিম আব্দুর রহমান বিন আব্দুল্লাহ আস-সুহাইলি (মৃ. ৫৮১ হি.)। ***নাতায়িজুল ফিকার ফিন নাহু।*** বৈরুত : দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যা, ১ম প্রকাশ, ১৪১২ হি./১৯৯২ খ্রি.।

৩১. আবুল আব্বাস দিয়াউদ্দিন আহমাদ বিন উমার আল-আনসারি আল-কুরতুবি (মৃ. ৬৫৬ হি.)। ***ইখতিসারু সহিহিল বুখারি ওয়া ওয়া বায়ানু গারিবিহি।*** তাহকিক : রিফআত ফাওজি আব্দুল মুত্তালিব। দেমাস্ক : দারুন নাওয়াদির, ১ম প্রকাশ, ১৪৩৫ হি./২০১৪ খ্রি.।

৩২. আবু জাকারিয়া মুহিউদ্দিন ইয়াহইয়া বিন শারাফ আন-নাবাবি (মৃ. ৬৭৬ হি.)। ***আল-মিনহাজ শারহু সহিহি মুসলিম ইবনিল হাজ্জাজ।*** বৈরুত : দারু ইহইয়ায়িত তুরাসিল আরাবি, ২য় প্রকাশ, ১৩৯২ হি.।

৩৩. আবু জাকারিয়া মুহিউদ্দিন বিন শারাফ আন-নাবাবি (মৃ. ৬৭৬ হি.)। ***আল-মাজমু শারহুল মুহাজ্জাব।*** কায়রো : ইদারাতুত তাবাআতিল মুনিরিয়্যা, প্রকাশের ক্রমধারাবিহীন, ১৩৪৪-১৩৪৭ হি.।

৩৪. আবুল আব্বাস আহমাদ বিন আব্দুল হালিম ইবনু তাইমিয়া আল-হার্রানি আন-নুমাইরি (মৃ. ৭২৮ হি.)। ***মুকাদ্দিমা ফি উসুলিত তাফসির।*** বৈরুত : দারু মাকতাবাতিল হায়াহ, প্রকাশের ক্রমধারাবিহীন, ১৩৯০ হি./১৯৮০ খ্রি.।

৩৫. আবুল আব্বাস আহমাদ বিন আব্দুল হালিম ইবনু তাইমিয়া আল-হার্রানি আন-নুমাইরি (মৃ. ৭২৮ হি.)। ***দারউ তাআরুদিল আকল ওয়ান নাকল।*** তাহকিক : মুহাম্মাদ রাশাদ সালিম। সৌদি আরব : ইমাম মুহাম্মাদ বিন সাউদ বিশ্ববিদ্যালয়, ২য় প্রকাশ, ১৪১১ হি./১৯৯১ খ্রি.।

৩৬. আবুল আব্বাস আহমাদ বিন আব্দুল হালিম ইবনু তাইমিয়া আল-হার্রানি আন-নুমাইরি (মৃ. ৭২৮ হি.)। ***মাজমুউল ফাতাওয়া।*** সংকলন ও বিন্যাস : আব্দুর রহমান বিন কাসিম। মদিনা : কিং ফাহাদ কমপ্লেক্স ফর কুরআন প্রিন্টিং, প্রকাশের ক্রমধারাবিহীন, ১৪২৫ হি./২০০৪ খ্রি.।

৩৭. শারফুদ্দিন হুসাইন বিন আব্দুল্লাহ আত-তিবি (মৃ. ৭৪৩ হি.)। ***আল-কাশিফ আন হাকায়িকিস সুনা।*** তাহকিক : আব্দুল মাজিদ হিনদাউয়ি (মক্কা ও রিয়াদ : মাকতাবাতু নিজার মুস্তাফা আল-বাজ, ১ম প্রকাশ, ১৪১৭ হি./১৯৯৭ খ্রি.।

৩৮. শামসুদ্দিন আবু আব্দুল্লাহ মুহাম্মাদ বিন আহমাদ আজ-জাহাবি (মৃ. ৭৪৮ হি.)। ***আল-আরশ।*** তাহকিক : মুহাম্মাদ বিন খলিফা আত-তামিমি। মদিনা : মদিনা ইসলামি বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিনশিপ অফ স্কলারলি রিসার্চ, ২য় প্রকাশ, ১৪২৪ হি./২০০৩ খ্রি.।

৩৯. আবু আব্দুল্লাহ মুহাম্মাদ বিন আবু বকর ইবনুল কাইয়্যিম আল-জাওজিয়্যা (মৃ. ৭৫১ হি.)। ***জিলাউল আফহাম ফি ফাদলিস সলাতি ওয়াস সালামি আলা খাইরিল আনাম।*** তাহকিক : জায়িদ বিন আহমাদ আন-নুশাইরি। রিয়াদ : দারু আতাআতিল ইলম, ৫ম প্রকাশ, ১৪৪০ হি./২০১৯ খ্রি.।

৪০. আবু আব্দুল্লাহ মুহাম্মাদ বিন আবু বকর ইবনুল কাইয়্যিম আল-জাওজিয়্যা (মৃ. ৭৫১ হি.)। ***বাদায়িউল ফাওয়ায়ি।*** তাহকিক : আলি বিন মুহাম্মাদ আল-ইমরান। রিয়াদ : দারু আতাআতিল ইলম, ৫ম প্রকাশ, ১৪৪০ হি./২০১৯ খ্রি.।

৪১. জামালুদ্দিন আবু মুহাম্মাদ আব্দুল্লাহ বিন ইউসুফ ইবনু হিশাম (মৃ. ৭৬১ হি.)। ***মুগনিল লাবিব আন কুতুবিল আআরিব।*** তাহকিক : মাজিন মুবারক ও মুহাম্মাদ আলি হামদুল্লাহ। দেমাস্ক : দারুল ফিকর, ৬ষ্ঠ প্রকাশ, ১৯৮৫ খ্রি.।

৪২. জামালুদ্দিন আবু মুহাম্মাদ আব্দুল্লাহ বিন ইউসুফ আজ-জাইলায়ি (মৃ. ৭৬২ হি.)। ***নাসবুর রায়াহ লি আহাদিসিল হিদায়া।*** তাহকিক : মুহাম্মাদ আওয়ামা। বৈরুত : মুআসসাসাতুর রাইয়্যান, জেদ্দা : দারুল কিবলা, ১ম প্রকাশ, ১৪১৮ হি./১৯৯৭ খ্রি.।

৪৩. শামসুদ্দিন মুহাম্মাদ ইবনু মুফলিহ আল-মাকদিসি (মৃ. ৭৬৩ হি.)। ***আল-ফুরু।*** তাহকিক : আব্দুল্লাহ আত-তুর্কি। বৈরুত ও রিয়াদ : মুআসসাসাতুর রিসালা ও দারুল মুআয়্যাদ, ১ম প্রকাশ, ১৪২৪ হি./২০০৩ খ্রি.।

৪৪. আবুল ফিদা ইসমায়িল বিন উমার ইবনু কাসির আল-কুরাশি আদ-দিমাশকি (মৃ. ৭৭৪ হি.)। ***তাফসিরুল কুরআনিল আজিম।*** তাহকিক : মুহাম্মাদ হুসাইন শামসুদ্দিন। বৈরুত : দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যা, ১ম প্রকাশ, ১৪১৯ হি.।

৪৫. আবুল ফারাজ আব্দুর রহমান বিন শিহাবুদ্দিন ইবনু রজব আল-হাম্বালি (মৃ. ৭৯৫ হি.)। ***জামিউল উলুমি ওয়াল হিকাম ফি শারহি খমসিনা হাদিসাম মিন জাওয়ামিয়িল কালিম।*** তাহকিক : শুয়াইব আরনাউত ও ইবরাহিম বাজিস। বৈরুত : মুআসসাসাতুর রিসালা, ৭ম প্রকাশ, ১৪১৭ হি./১৯৯৭ খ্রি.।

৪৬. আবুল ফারাজ আব্দুর রহমান বিন শিহাবুদ্দিন ইবনু রজব আল-হাম্বালি (মৃ. ৭৯৫ হি.)। ***জামিউল উলুমি ওয়াল হিকাম ফি শারহি খমসিনা হাদিসাম মিন জাওয়ামিয়িল কালিম।*** তাহকিক : মাহির আল-ফাহল। দেমাস্ক ও বৈরুত : দারু ইবনি কাসির, ১ম প্রকাশ, ১৪২৯ হি./২০০৮ খ্রি.।

৪৭. আবুল ফাদল আহমাদ বিন আলি ইবনু হাজার আল-আসকালানি (মৃ. ৮৫২ হি.)। ***ফাতহুল বারি বি শারহি সহিহিল বুখারি।*** পরিশীলন : মুহিব্বুদ্দিন আল-খতিব। বৈরুত : দারুল মারিফা, প্রকাশের ক্রমধারাবিহীন, ১৩৭৯ হি.।

৪৮. আবুল ফাদল আহমাদ বিন আলি ইবনু হাজার আল-আসকালানি (মৃ. ৮৫২ হি.)। ***আত-তালখিসুল হাবির।*** তাহকিক : মুহাম্মাদ সানি বিন উমার। রিয়াদ : দারু আদওয়ায়িস সালাফ, ১ম প্রকাশ, ১৪২৮ হি./২০০৭ খ্রি.।

৪৯. আবুল ফাদল আহমাদ বিন আলি ইবনু হাজার আল-আসকালানি (মৃ. ৮৫২ হি.)। ***নাতায়িজুল আফকার ফি তাখরিজি আহাদিসিল আজকার।*** তাহকিক : হামদি আব্দুল মাজিদ আস-সালাফি। দেমাস্ক : দারু ইবনি কাসির, ২য় প্রকাশ, ১৪২৯ হি./২০০৮ খ্রি.।

৫০. বাদরুদ্দিন মাহমুদ বিন আহমাদ আল-আইনি (মৃ. ৮৫৫ হি.)। ***আল-বিনায়া শারহুল হিদায়া।*** তাহকিক : আইমান সালিহ শাবান। বৈরুত : দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যা, ১ম প্রকাশ, ১৪২০ হি./২০০০ খ্রি.।

৫১. আব্দুল হক বিন সাইফুদ্দিন আদ-দেহলবি আল-হানাফি (মৃ. ১০৫২ হি.)। ***লুমআতুত তানকিহ ফি শারহি মিশকাতিল মাসাবিহ।*** তাহকিক : তাকিউদ্দিন নদভি। দেমাস্ক : দারুন নাওয়াদির, ১ম প্রকাশ, ১৪৩৫ হি./২০১৪ খ্রি.।

৫২. মুহাম্মাদ বিন আল্লান আস-সিদ্দিকি আশ-শাফিয়ি আল-আশআরি (মৃ. ১০৫৭ হি.)। ***আল-ফুতুহাতুর রব্বানিয়্যা আলাল আজকারিন নাওয়াউয়িয়্যা।*** প্রকাশনার স্থানবিহীন, জামইয়্যাতুন নাশরি ওয়াত তালিফিল আজহারিয়্যা, তাবি।

৫৩. মুহাম্মাদ বিন আহমাদ বিন সালিম আস-সাফফারিনি আল-হাম্বালি (মৃ. ১১৮৮ হি.)। ***আল-বুহুরুজ জাখিরা ফি উলুমিল আখিরা।*** তাহকিক : আব্দুল আজিজ আহমাদ বিন মুহাম্মাদ আল-মুশাইকিহ। রিয়াদ : দারুল আসিমা, ১ম প্রকাশ, ১৪৩০ হি./২০০৯ খ্রি.।

৫৪. মুহাম্মাদ বিন আব্দুল ওয়াহহাব বিন সুলাইমান আত-তামিমি আন-নাজদি (মৃ. ১২০৬ হি.)। ***শুরুতুস সালাতি ওয়া আরকানুহা ওয়া ওয়াজিবাতুহা*** (‘*মুআল্লাফাতুশ শাইখ মুহাম্মাদ ইবনি আব্দিল ওয়াহহাব*’ কিতাবের তৃতীয় খণ্ডের অন্তর্গত)। তাহকিক : আব্দুর আজিজ রুমি ও সালিহ আল-হাসান। রিয়াদ : ইমাম মুহাম্মাদ বিন সাউদ বিশ্ববিদ্যালয়, তাবি।

৫৫. সুলাইমান বিন সিহমান আন-নাজদি (মৃ. ১৩৪৯ হি.)। ***তাম্বিহু জাউয়িল আলবাবিস সালিমা আনিল উকুয়ি ফিল আলফাজিল মুবতাদাআতিল ওয়াখিমা।*** রিয়াদ : দারুল আসিমা, তাবি।

৫৬. মুহাম্মাদ বিন ইবরাহিম আলুশ শাইখ (মৃ. ১৩৮৯ হি.)। ***শারহু কিতাবি আদাবিল মাশয়ি ইলাস সালাহ।*** তাহকিক : মুহাম্মাদ বিন আব্দুর রহমান বিন কাসিম। রিয়াদ : প্রকাশনার নামবিহীন, ১ম প্রকাশ, ১৪১৯ হি.।

৫৭. মুহাম্মাদ বিন ইবরাহিম আলুশ শাইখ (মৃ. ১৩৮৯ হি.)। ***ফাতাওয়া ওয়া রাসায়িলু সামাহাতিশ শাইখ মুহাম্মাদ ইবনি ইবরাহিম আলিশ শাইখ।*** সংকলন,

বিন্যাস ও পরিশীলন : মুহাম্মাদ বিন আব্দুর রহমান বিন কাসিম। মক্কা : মাতবাআতুল হুকুমিয়্যা, ১ম প্রকাশ, ১৩৯৯ হি.।

৫৮. আব্দুর রহমান ইবনু কাসিম আল-আসিমি আন-নাজদি (মৃ. ১৩৯২ হি.)। ***হাশিয়াতুর রওদিল মুরবি শারহি জাদিল মুস্তাকনি।*** প্রকাশনার নামবিহীন, ১ম প্রকাশ, ১৩৯৭ হি.।

৫৯. আব্দুল আজিজ বিন আব্দুল্লাহ বিন বাজ (মৃ. ১৪২০ হি.)। ***আশ-শারহুল মুমতাজ লি শাইখিল ইসলামিল মুজাদ্দিদিল ইমাম ইবনি বাজ শারহুন আলা মাতনি শুরুতিস সালাতি ওয়া আরকানিহা ওয়া ওয়াজিবাতিহা।*** পরিশীলন : সায়িদ বিন আলি বিন ওয়াহফ আল-কাহতানি। প্রকাশনার নামবিহীন, ১ম প্রকাশ, ১৪৩৫ হি./২০১৪ খ্রি.।

৬০. মুহাম্মাদ নাসিরুদ্দিন আল-আলবানি (মৃ. ১৪২০ হি.)। ***সহিহ সুনানি আবি দাউদ।*** কুয়েত : মুআসসাসাতু গিরাস, ১ম প্রকাশ, ১৪২৩ হি./২০০২ খ্রি.।

৬১. মুহাম্মাদ নাসিরুদ্দিন আল-আলবানি (মৃ. ১৪২০ হি.)। ***সহিহুল আদাবিল মুফরাদ।*** জুবাইল : দারুস সিদ্দিক, ৪র্থ প্রকাশ, ১৪১৮ হি./১৯৯৭ খ্রি.।

৬২. মুহাম্মাদ নাসিরুদ্দিন আল-আলবানি (মৃ. ১৪২০ হি.)। ***সহিহুত তারগিবি ওয়াত তারহিব।*** রিয়াদ : মাকতাবাতুল মাআরিফ, ১ম প্রকাশ, ১৪২১ হি./২০০০ খ্রি.।

৬৩. মুহাম্মাদ নাসিরুদ্দিন আল-আলবানি (মৃ. ১৪২০ হি.)। ***দয়িফুত তারগিবি ওয়াত তারহিব।*** রিয়াদ : মাকতাবাতুল মাআরিফ, ১ম প্রকাশ, ১৪২১ হি./২০০০ খ্রি.।

৬৪. মুহাম্মাদ নাসিরুদ্দিন আল-আলবানি (মৃ. ১৪২০ হি.)। ***সহিহ সুনানিন নাসায়ি।*** রিয়াদ : মাকতাবুত তারবিয়াতিল আরাবি লি দুওয়ালিল খলিজ, ১ম প্রকাশ, ১৪০৯ হি./১৯৮৮ খ্রি.।

৬৫. মুহাম্মাদ নাসিরুদ্দিন আল-আলবানি (মৃ. ১৪২০ হি.)। ***ইরওয়াউল গালিল ফি তাখরিজি আহাদিসি মানারিস সাবিল।*** বৈরুত : আল-মাকতাবুল ইসলামি, ২য় প্রকাশ, ১৪০৫ হি./১৯৮৫ খ্রি.।

৬৬. আবু আব্দুর রহমান মুহাম্মাদ নাসিরুদ্দিন আল-আলবানি (মৃ. ১৪২০ হি.)। ***সিলসিলাতুল আহাদিসিস সহিহা ওয়া শাইউম মিন ফিকহিহা ওয়া ফাওয়ায়িদিহা।*** রিয়াদ : মাকতাবাতুল মাআরিফ, ১ম প্রকাশ, ১৪১৫ হি./১৯৯৫ খ্রি.।

৬৭. মুহাম্মাদ বিন সালিহ আল-উসাইমিন (মৃ. ১৪২১ হি.)। ***আশ-শারহুল মুমতি আলা জাদিল মুস্তাকনি।*** সৌদি আরব : দারু ইবনিল জাওজি, ১ম প্রকাশ, ১৪২২ হি./১৪২৮ খ্রি.।

৬৮. মুহাম্মাদ বিন সালিহ আল-উসাইমিন (মৃ. ১৪২১ হি.)। ***শারহুল আকিদাতিল ওয়াসিতিয়্যা।*** পরিশীলন : সাদ বিন ফাওয়্যাজ আস-সুমাইল। সৌদি আরব : দারু ইবনিল জাওজি, ৬ষ্ঠ প্রকাশ, ১৪২১ হি.।

৬৯. মুহাম্মাদ বিন সালিহ আল-উসাইমিন (মৃ. ১৪২১ হি.)। ***আল-কওলুল মুফিদ আলা কিতাবিত তাওহিদ।*** সৌদি আরব : দারু ইবনিল জাওজি, ২য় প্রকাশ, ১৪২৪ হি.।

৭০. মুহাম্মাদ বিন সালিহ আল-উসাইমিন (মৃ. ১৪২১ হি.)। ***শারহুল মানজুমাতিল বাইকুনিয়্যা ফি মুস্তালাহিল হাদিস।*** তাহকিক : ফাহদ বিন নাসির আস-সুলাইমান। রিয়াদ : দারুস সুরাইয়া, ২য় প্রকাশ, ১৪২৩ হি./২০০৩ খ্রি.।

৭১. মুহাম্মাদ বিন সালিহ আল-উসাইমিন (মৃ. ১৪২১ হি.)। ***শারহু রিয়াদিস সালিহিন।*** রিয়াদ : দারুল ওয়াতান, প্রকাশের ক্রমধারাবিহীন, ১৪২৬ হি.।

৭২. মুহাম্মাদ বিন সালিহ আল-উসাইমিন (মৃ. ১৪২১ হি.)। ***তাফসিরুল কুরআনিল কারিম (সুরাতুল আহজাব)।*** সৌদি আরব : মুআসসাসাতুশ শাইখ মুহাম্মাদ বিন সালিহ আল-উসাইমিন (মৃ. ১৪২১ হি.) আল-খাইরিয়্যা, ১ম প্রকাশ, ১৪৩৬ হি.।

৭৩. মুহাম্মাদ বিন সালিহ আল-উসাইমিন (মৃ. ১৪২১ হি.)। ***ফাতহু জিল জালালি ওয়াল ইকরাম বি শারহি বুলুগিল মারাম। খণ্ড : ১।*** রিয়াদ : দারুল ওয়াতান, ১ম প্রকাশ, ১৪২৫ হি./২০০৪ খ্রি.।

৭৪. মুহাম্মাদ বিন সালিহ আল-উসাইমিন (মৃ. ১৪২১ হি.)। ***ফাতহু জিল জালালি ওয়াল ইকরাম বি শারহি বুলুগিল মারাম। খণ্ড : ২।*** রিয়াদ : দারুল ওয়াতান, ১ম প্রকাশ, ১৪২৮ হি./২০০৭ খ্রি.।

৭৫. মুহাম্মাদ বিন সালিহ আল-উসাইমিন (মৃ. ১৪২১ হি.)। ***মাজমুউ ফাতাওয়া ওয়া রাসায়িল।*** সংকলন ও বিন্যাস : ফাহদ বিন নাসির আস-সুলাইমান। রিয়াদ : দারুল ওয়াতান ও দারুস সুরাইয়া, প্রকাশের ক্রমধারাবিহীন, ১৪১৩ হি.।

৭৬. আবু আব্দুর রহমান মুকবিল বিন হাদি আল-ওয়াদিয়ি (মৃ. ১৪২২ হি.)। ***আশ-শাফাআহ।*** সানা : দারুল আসার, ৩য় প্রকাশ, ১৪২০ হি./১৯৯৯ খ্রি.।

৭৭. বাকার বিন আব্দুল্লাহ আবু জাইদ (মৃ. ১৪২৯ হি.)। ***ইবনুল কাইয়্যিম আল-জাওজিয়্যা হায়াতুহু আসারুহু মাওয়ারিদুহু।*** রিয়াদ : দারুল আসিমা, ২য় প্রকাশ, ১৪২৩ হি.।

৭৮. মুহাম্মাদ বিন আলি বিন আদাম আল-ইসয়ুবি আল-ওয়াল্লাবি (মৃ. ১৪৪২ হি.)। ***জাখিরাতুল উকবা ফি শারহিল মুজতাবা।*** মক্কা : দারু আলি বুরুম, ১ম প্রকাশ, ১৪২০ হি./১৯৯৯ খ্রি.।

৭৯. মুহাম্মাদ তুনজি (জ. ১৯৩৩ হি.)। ***আল-মুজামুজ জাহাবি ফারিসি-আরাবি।*** বৈরুত : দারুল ইলম লিল মালায়িন, ২য় প্রকাশ, ১৯৮০ খ্রি.।

৮০. সালিহ বিন ফাওজান আল-ফাওজান (জ. ১৩৬৩ হি.)। ***ইআনাতুল মুস্তাফিদ বি শারহি কিতাবিত তাওহিদ।*** বৈরুত : মুআসসাসাতুর রিসালা, ৩য় প্রকাশ, ১৪২৩ হি./২০০২ খ্রি.।

৮১. জিয়াব বিন সাদ আল-গামিদি (জ. ১৩৮৬ হি.)। ***তাহকিকুল কালাম ফি আজকারিস সালাতি বাদাস সালাম।*** তায়েফ : মাকতাবাতুল মুজাইনি, ১ম প্রকাশ, ১৪৩১ হি.।

৮২. আব্দুল মুহসিন বিন মুহাম্মাদ আল-কাসিম (জ. ১৩৮৮ হি.)। ***মুতুনু তালিবিল ইলম। খণ্ড : ২।*** প্রকাশনার নামবিহীন, ৬ষ্ঠ প্রকাশ, ১৪৩৯ হি./২০১৮ খ্রি.।

৮৩. সালিহ আল-উসাইমি (জ. ১৩৯১ হি.)। ***“তাফসিরু সুরাতিন নাসর লিল হাফিজ ইবনি রজাব / তালিকুশ শাইখ সালিহ আল-উসাইমি”।*** ইউটিউবে প্রকাশকারী চ্যানেল : صالح العصيمي Saleh alOsaimi, ভিডিয়ো আপলোডের তারিখ : ৩রা জুলাই, ২০২৩ খ্রি., https://youtu.be/-bsDQu8aiZU?si=BTFWXdw_5ADA-Rg0।

৮৪. সালিহ আল-উসাইমি (জ. ১৩৯১ হি.)। ***“শারহু শুরুতিস সালাতি ওয়া আরকানিহা ওয়া ওয়াজিবাতিহা / বারনামাজু মুহিম্মাতিল ইলম 1431 / আশ-শাইখ সালিহ আল-উসাইমি”।*** ইউটিউবে প্রকাশকারী চ্যানেল : صالح العصيمي Saleh alOsaimi। ভিডিয়ো আপলোডের তারিখ : ১৬ই মার্চ, ২০১৯ খ্রি.। https://youtu.be/F7e-ezfLNxY?si=UKF0NdQHxMqfFCS0।

৮৫. সালিহ আল-উসাইমি (জ. ১৩৯১ হি.)। ***“শারহুল বাকিয়াতিস সালিহাত মিনাল আজকারি বাদাস সালাওয়াত / আশ-শাইখ সালিহ আল-উসাইমি”।*** ইউটিউবে প্রকাশকারী চ্যানেল : صالح العصيمي Saleh alOsaimi। দারসি প্রোগ্রামের শিরোনাম ও তারিখ : আল-ইয়াওমুল ইলমি বিল মাসজিদিন নাবাবি, ১৫ই জুমাদাস সানি, ১৪৩৪ হি.। https://youtu.be/EiKH-JzYSBo?si=vn5hbzYBsTo3N_3U।

৮৬. আব্দুল আজিজ আর-রইস (জ. অজ্ঞাত)। ***আল-ইকনা ফি হুজ্জিয়্যাতিল ইজমা।*** মদিনা : দারুল ইমাম মুসলিম, ১ম প্রকাশ, ১৪৪০ হি.।

৮৭. মুহাম্মাদ বিন কামাল আস-সুয়ুতি (জ. অজ্ঞাত)। ***আল-ইলাম বি আখিরি আহকামিল আলবানিয়্যিল ইমাম।*** ফারিসকুর, মিশর : দারু ইবনি রজব, ১ম প্রকাশ, ১৪২৪ হি./২০০৪ খ্রি.।

৮৮. কাজী রফিকুল হক (জ.মৃ. অজ্ঞাত)। ***বাংলা ভাষায় আরবী ফার্সী তুর্কী হিন্দী উর্দু শব্দের অভিধান।*** ঢাকা : বাংলা একাডেমী, ১ম প্রকাশ, ১৪১১ বা./২০০৪ খ্রি.।

৮৯. মিনিস্ট্রি অফ আওকাফ অ্যান্ড ইসলামিক অ্যাফেয়ার্স, কুয়েত। ***আল-মাওসুআতুল ফিকহিয়্যাতিল কুওয়াইতিয়্যা।*** মিশর : মাতাবিউ দারিস সাফওয়া, ১ম প্রকাশ, ১৪১২ হি./১৯৯২ খ্রি.।